Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী জেবুন্নেসা

রোলঃ 216021430

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী জেবুন্নেসা

রোলঃ 216021430

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আল্লাহর সিফাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজী জেবুন্নেসা, আইডিঃ 216021430 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আল্লাহর সিফাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

কাজী জেবুন্নেসা

আইডিঃ 216021430

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 11
আল্লাহর সিফাত 13
তাওহীদ বা একত্ববাদের জ্ঞান 16
আল আসমা ওয়াস সিফাত 18
আল্লাহ সম্বন্ধে জানার মাধ্যম 22
অর্থের দিক থেকে নামসমূহের প্রকারভেদ 22
একসাথে একাধিক নাম 23
প্রচলিত কিছু ভুল 25
বর্জনীয় কিছু কাজ 26
আমাদের করণীয়সমূহ 28
ইসমে আযম 30
(আল্লাহ) 32
(আর-রব) 35
আর-রহমান 38
(আর-রহিম) 43
(আল-কুদ্দুস) 50
(আল-মু'মিন) 52
(আল-মুহাইমিন : আর-রক্কীব : আশ-শাহীদ) 54
(আস-সালাম) 58
(আল-মালিক) 59
(আল-গফুর : আল-গফফার : আল-গাফির) 64
আল-আফুউ' 68
(আত-তাওওয়াব) 72
(আল আযীয) 75
(আল-জাব্বার) 79
(আল-মুতাকাব্বির : আল-কাবীর) 83
(আল-আওওয়াল:আল-আখির:আয-যহির:আল-বাত্বিন) 86
(আল-খলিক্ব) 87
اَلْبَارِئُ 91
(আল-বারিউ) 91

(আল-মুসওউইর) 92
(আল-বাদী'ই) 94
(আল-বা'ঈস) 95
(আল-হাকাম) 98
(আল-আদল) 103
(আল-ফাত্তাহ) 106
(আস-সামী'ই) 108
(আল-বাসীর) 112
(আল-'আলীম) 114
(আল-লাতীফ : আল-খবীর) 117
لَا تُدۡرِكُهُ الۡاَبۡصَارُ ۫ وَ هُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ 117
(আশ-শাকুর : আশ-শাকীর) 120
(আল-হালীম) 123
(আল-মুজীব) 124
(আল-হাফিয) 125
(আন-নূর) 127
(আল-মাজীদ) 128
(আল-হামীদ) 129
আল-কারীম 131
(আর-রউফ) 134
(আল-ওয়ালী : আল-মাওলা) 135
(আল-মুতা'আল : আল-আ'লা : আল-'আলী) 137
(আল-হাদী) 139
(আল-ক্কহহার) 143
(আল-মাতীন : আল-ক্কউইউ) 144
(মালিকুল-মুলক) 146
(যুল-জালালী-ওয়াল-ইকরম) 148
(আল-ওয়াহহাব) 149
(আর-রযযাক) 151
(আর-ওয়াদুদ : আল-বাররু) 154
(আল-কাফীল : আল-ওয়াকীল) 156
(আল-ওয়াহিদ : আল-আহাদ : আস-সমাদ) 158
(আল-ওয়ারিস) 160

(আল-ক্ববিদ : আল-বাসিত্ব)..........161
(আল-মুক্বসিত)..........163
(আল-মুক্বদ্দিম : আল-মুয়াখখির)..........165
(আল-মুমীত)..........167
(আল-মুহয়ী)..........168
(আল-গনী'ই)..........170
(আল-মুগনী)..........172
(আল-মু'ইয : আল-মুযিল্লু)..........173
(আল-মুহসী : আল-মুবদী : আল-মু'ঈদ)..........175
(আল-ওয়াজিদ)..........176
(আল-মাজিদ)..........177
(আল-মুক্বীত : আল-মুহীত্ব : আল-ওয়াসি'ই)..........180
(আল-খফিদ : আর-রফি'ই)..........182
(আর-রশীদ)..........183
(আস-সবুর)..........184
(আদ-দ্বর : আন-নাফি'ই)..........187
(আল-মানী'ই)..........189
(আল-জালীল)..........190
(আল-জামী'ই)..........191
(আল-বাক্বী)..........193
(আল-হাক্ব : আল-মুবীন)..........193
রেফারেন্স..........197

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের জন্য এবং দরুদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রিয় হাবিব রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

মুসলিম হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই কমবেশি জানি যে আমাদের একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করতে হবে। আমাদের যাবতীয় সমস্ত কিছুই তাঁর নিকট চাইতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কেন শুধুমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করবো? আর কেনই বা সমস্ত কিছু একমাত্র উনার থেকেই চাইবো? এমন প্রশ্ন হয়তোবা কখনো না কখনো আমাদের মনে আসে। আর একটা খুব কমন প্রশ্ন আছে যেটা কমবেশি আমরা অনেকেই ছোটবেলায় ভাবতাম যে আমাদেরকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সৃষ্টি করেছেন কিন্তু উনাকে কে সৃষ্টি করেছেন!!! (আল্লাহ মাফ করুন)

এই জাতীয় সকল চিন্তার অবসান হবে যখন আমরা সত্যিকার অর্থেই আমাদের রব কে চিনতে পারবো। কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই ইবাদতের একমাত্র হক্কদার, কেন আমরা উনার কাছ থেকে সমস্ত কিছু চাই, তিনি কিভাবে সব কিছু দিতে সক্ষম এ সমস্ত যাবতীয় যত প্রশ্ন আছে সেগুলোর উত্তর জানতে হলে অবশ্যই আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে চিনতে হবে। যাতে আমরা পূর্ণ ইখলাসের সাথে, ভালোবেসে, আন্তরিকতার সাথে আমাদের রবের ইবাদত করতে পারি, উনার বিধি-বিধান অন্তর দিয়ে মেনে চলতে পারি মেনে চলতে পারি। আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য কুরআনের প্রায় প্রতি আয়াতে বা দুই এক আয়াত পর পর নিজের নামগুলো আমাদের জানিয়েছেন। নিজের সিফাত সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিয়েছেন। **'আল্লাহর সিফাত'** সম্পর্কে আমরা

জানবো যাতে করে আমরা রব হিসেবে কায় মন চিত্তে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়ে উনার ইবাদত করতে পারি। উনার প্রতি যেন আমাদের তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল বাড়ে।

একটা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, আমরা যারা জন্মগত মুসলমান আমরা আমাদের রবকে চিনতে পারিনা ভালো করে। অথচ যারা কিনা অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে ফিরে আসে তারা কিন্তু রবের পরিচয় সম্পর্কে জেনে, উনাকে চিনে এবং অন্তর দিয়ে মেনে আল্লাহর নিকট ফিরে আসে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা আফসোসের বিষয় যে আমরা এত বড় আজর(পুরষ্কার) পাওয়ার পরও এটার কদর করতে পারি না যে আমরা মুসলিম অথচ বিধর্মীরা ঠিকই এটা জানে। তাই আমাদের অবশ্যই আমাদের রব সম্পর্কে জানতে হবে যাতে আমরা সত্যের উপর অটল থাকতে পারি, পথভ্রষ্ট না হয়, চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।

তাই এখন আমরা আমাদের রব কে চিনবো যাতে আমরা আন্তরিকতার সাথে, ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করতে পারি, ভালোবাসতে পারি, আজর পাওয়ার পথগুলো জানতে পারি এবং আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়গুলো জানতে পারি ইন শা আল্লাহ।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জানার পথ সহজ করুন, আমাদের অন্তরের চোখকে খুলে দিন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ করে দিন যেন আমরা আপনার সিফাত সম্পর্কে জেনে, সেগুলোকে অন্তর দিয়ে মেনে হক্কের উপর চলার মতোন দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে পারি ইন শা আল্লাহ। আপনি আমাদের তৌফিক দিন, আপনি আমাদের নিয়তকে কবুল করুন - (আল্লহুম্মা আমীন)।

আল্লাহর সিফাত

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি সহীহ্ হাদীস হলো-

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يُرِدِ الله به خيرا يُفَقِّهْهُ في الدين .»
]صحيح] - [متفق عليه[

অর্থ : মু'আবিয়া ইবন আবু সুয়িান রাদিয়াল্লাহ 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের 'ইলম দান করেন।"
সহীহ (বুখারী ও মুসলিম)।

উলামায়ে কেরামগণ বলেন যে, এই জ্ঞানের প্রথম ধাপ হলো - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সিফাতমূলক নামগুলোর জ্ঞান অর্জন। এটা শুধুমাত্র নাম এবং নামের অর্থ জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। এই জ্ঞান আরো বিস্তর এবং এই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জানা যায়। আল্লাহর সিফাত জানার জন্য অবশ্যই আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম গুলো সম্পর্কে জানতে হবে। এগুলোর অর্থ কি, বৈশিষ্ট্য কি সেগুলো জানার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার জন্য, মনে প্রানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভালোবাসার জন্য, ভয় পাওয়ার জন্য এই নামগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। তাওহীদের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আসমা ওয়াস সিফাত তথা সুন্দর

সুন্দর গুণবাচক নামগুলো সিফাত সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আমাদের ঈমানের একটি বড় অংশ জুড়েই এটা রয়েছে। তাহলে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে না জানলে কি হবে???

সিফাত অর্থ হচ্ছে গুণ বা বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সিফাত তারমানে আল্লাহর গুণগুলোর জ্ঞান অর্জন। এটা তো আমাদের জন্য ফরজ। আল্লাহকে জানার জন্য, চেনার জন্য তিনি আমাদেরকে উনার পরিচয় দিয়েছেন উনার নামগুলোর মাধ্যমে। এই সুন্দর সুন্দর নামগুলোর সম্পর্কে জানা হলো আল্লাহর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা। আর এটা হলো আমাদের ঈমানের অর্ধেক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আমাদের বলেছেন উনার সুন্দর সুন্দর নাম ধরে উনাকে ডাকতে, উনার কাছে দু'আ করতে। বিভিন্ন আয়াতে দেখি নবী-রসুলগণ, নেককার বান্দাগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিভিন্ন সুন্দর নাম ধরে ডেকে দু'আ করেছেন, সাহায্য চেয়েছেন। কুরআনের কিছু সূরায় প্রতি আয়াতে, আবার কিছু সূরায় কয়েক আয়াত পরপর এক বা একাধিক নাম উল্লেখ করে আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উনার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

অর্থ : আর আল্লাহর জন্যে রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সেসব নাম ধরেই তাঁকে ডাক। -[আল-আরাফ : ১৮০]

তিনি আরো বলেন :

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

অর্থ : আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্য মন্ডিত নাম তাঁরই। -[আত-ত্বহা : ৮]

কেন বারবার তিনি আমাদের এটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বা সুন্দর সুন্দর নাম ধরে ডাকতে বলছেন, কেনই বা নবী-রসুলগণের দু'আগুলোও আমাদের জানাচ্ছেন?

যেন আমরা একমাত্র আমাদের রবের ইবাদত করি, দৃঢ়ভাবে উনার আদেশ নিষেধ মেনে চলি। মন থেকে বিশ্বাস নিয়ে করি। আমাদের তাক্বওয়া, তাওয়াক্কুল যেন বাড়ে। আমরা যেন হতাশ না হই। আমরা যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

আচ্ছা দুনিয়াতে আমাদের কেউ সাহায্য করলে, আমাদের সাথে ভালো আচরণ করলে, সুন্দর করে কথা বললে আমরা তো অনেক খুশি হই। তাদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে জেনে তাদের সাথে সেরকম আচরণ করি। চেষ্টা করি তাদেরকে ভালো হাদিয়া দিতে। এমন কিছু না করতে যাতে কিনা তারা কষ্ট পায়। তাহলে যে রব আমাদের জন্য সব কিছু করেন উনার ব্যাপারে না জানাটা খুবই খারাপ একটা বিষয় না? এটা তো আদবেরও খেলাফ। যে মালিকের দেওয়া নিয়ামত ভোগ করছি, আনন্দ করছি, খাচ্ছি, ঘুরছি, ফিরছি সবই করছি অথচ সে মালিককেই আমরা চিনবো না???

এটা তো খুবই খারাপ একটা ব্যাপার হবে। যেদিন মালিকের দরবারে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে, যেদিন মালিক তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামত কোথায়, কিভাবে, কেন খরচ করেছি বা নষ্ট করেছি জিজ্ঞেস করবেন সেদিন কি উত্তর দিব আমরা???

হায়! আমরা তো আপনাকে চিনতাম না, জানতাম না তাই আমলনামায় এত এত গুনাহ নিয়ে হাজির হয়েছি!!! (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এমন হওয়া থেকে)

এটা বলার তো কোনো অবকাশই থাকবে না। তাই আমাদের উচিত আমাদের রব, আমাদের মাওলা সম্পর্কে জানা এবং উনি আমাদের জন্য যে শিক্ষক নিয়োগ করেছেন (হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই শিক্ষকের শিখানো পথে উনার ইবাদত করা যাতে সেই সুখময় জান্নাতের মালিক হতে পারি যার নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। **আল্লহুম্মা আমীন**

তাওহীদ বা একত্ববাদের জ্ঞান

তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসকে একক হিসেবে নির্ধারণ করা। যেমন আমরা বলি-

لا اله الا الله- এর অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এই যে ইলাহ হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার নামই হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদের সাক্ষী দেওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাওহীদ তিন প্রকার। সেগুলো হলো :

১| তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ : সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে একমাত্র রব হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ। যেমন :

আল্লাহ একাই সব কিছুর সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ

অর্থ : আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকর্তা। - [আল-মুমিনূন : ১৪]

মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই গুণটি বিশ্বাস করতো। তারা বিশ্বাস করত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা`আলা সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযকদাতা ইত্যাদি।

২। **তাওহীদে উলুহিয়্যাহ :** এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম তাওহীদে উলুহিয়্যাহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে ইবাদাতের জন্য গ্রহণ না করা। মক্কার মুশরিকরা তাওহীদে রুবূবিয়্যাহতে বিশ্বাস করতো। তাদের মূল সমস্যা ছিল তাওহীদে উলুহিয়্যাহতে। তারা আল্লাহ কে ইলাহ মানতো কিন্তু সাথে সাথে অন্য অনেককে শরীক করতো। কিন্তু ইবাদতের একমাত্র হক্বদার হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আর কেউই নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন :

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই।
-[আল-ফাতির : ৩]

৩| **তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত :** তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের অর্থ হলো, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে

সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোনো রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আসল অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে তাঁর ওপর ঈমান আনতে হবে- কোনো প্রকার ধরণ বর্ণনা করা বা দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবে না। যেমন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি নাম হচ্ছে আল-হাই (الحي)। অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় ছিলেন, আছেন, থাকবেন। শূন্য থেকে আসেননি বা কখনো ক্ষয়প্রাপ্তও হবেন না। এই যে এই নামের যে সিফাত বা বৈশিষ্ট্য এটাতে বিশ্বাস রাখা হলো তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এরকম গুণবাচক নামগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা, সেগুলো বিশ্বাস করা, সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনে চলার পথে দু'আ তে এসকল নামের প্রয়োগ করাই হলো আমাদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আল্লাহর সিফাত তথা আসমা ওয়াস সিফাত সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আমরা আমাদের ঈমানকে আরো দৃঢ় করতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

আল আসমা ওয়াস সিফাত

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وفي رواية وهو وتر يحب الوتر

অর্থ : আবূ হুরায়রাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলার নিরানব্বই-এক কম একশ’টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়, (তাই) বিজোড়কে ভালবাসেন।

-[বুখারী ২৭৩৬, ৭৩৯২, মুসলিম ২৬৭৭, তিরমিযী ৩৫০৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৬০, আহমাদ ৭৬২৩, আদ্ দা‘ওয়াতুল কাবীর ২৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮১৬, ইবনু হিব্বান ৮১৭, সহীহ আল জামি‘ ২১৬৬।]

দ্বীন ইসলামের যে ভিত্তিপ্রস্তর মূলক জ্ঞানগুলো রয়েছে তার মধ্যে আসমা ওয়াস সিফাত তথা আসমা উল হুসনা একটি অন্যতম জ্ঞানের শাখা
(আল্লাহু আকবার)।

উপরে উল্লেখিত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে এটি কত গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞান। জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারটা এই জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত (সুবহানআল্লাহ)। তাহলে আমরা এই জ্ঞানের মর্যাদা কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারছি ইন শা আল্লাহ।

আসমা (اسما) শব্দটি এসেছে ইসম(اسم) থেকে। ইসম অর্থ হলো নাম। আসমা হলো ইসমের বহুবচন অর্থাৎ নামগুলো। হুসনা (حسن) অর্থ হলো সবচেয়ে সুন্দর। এরচেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। আসমা উল হুসনা অর্থ হলো তাহলে সুন্দরতম নামগুলো। সুতরাং আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার নামগুলো সবচেয়ে সুন্দর এবং সর্বোত্তম। এই নামগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো :

১| আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম গুলো শুধুমাত্র তাঁর জন্য এবং এগুলো সর্বোত্তম;

২| প্রতিটি নাম তাঁর বৈশিষ্ট্য, বড়ত্ব, মহত্ত্ব এবং পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে ;

৩| প্রতিটি নাম পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এতে কোন ঘাটতি বা কমতি নেই। প্রতিটা কাজ যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা করেন তাতে রয়েছে হিকমত, রহমত, ন্যায় ও কল্যাণ ;

৪| প্রতিটি নামের বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু প্রতিটা বৈশিষ্ট্যের নাম নেই। যেমন হাদীস থেকে আমরা জানতে পাই -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

অর্থ : আবূ হুরাইরাহ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে যে লোক চায় না, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগান্বিত হন।
-[সুনানে তিরমিযি : ৩৩৭৩]

এখানে যে বলা হয়েছে আল্লাহ রাগ হন কিন্তু এরকম কোন নাম নেই যা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাগী।

৫| কোন নাম দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নেতিবাচক কোনো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না এবং এটাই স্বাভাবিক। তিনি পরিপূর্ণ সত্তা। কোনো ঘাটতি থাকার কোনো অবকাশই নেই(আল্লাহু আকবার)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই সুন্দর সুন্দর নাম শুধু ৯৯ টা না। কত আমরা জানি না। ৯৯টি নামের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে। এর বাইরেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আরো নাম আছে। এদিক থেকে এই নামগুলোকে **তিন ভাগে ভাগ** করা যায়। যথা :

১| এমন নাম যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উনার নির্দিষ্ট কিছু সৃষ্টিকে জানিয়েছেন যেমন : ফেরেশতাদের। আমরা জানি না ;

২| এমন নাম যেগুলো আমরা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি ;

৩| এমন নাম যা কিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। কাউকে জানাননি।

এটি অনেক মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান। আমরা শুরুতেই জেনেছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যার ভালো চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দেন আর এই জ্ঞানের অর্ধেকই হলো এই আসমা ওয়াস সিফাত। তার মানে এই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মানে আল্লাহর প্রিয় হওয়া(সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লাা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে চেনার, জানার, ভালোবাসার, ভয় পাওয়ার, তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। আমরা যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে চিনবো, জানবো, আমাদের আমলে-ইবাদতে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করবো

সেটা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করবে ইন শা আল্লাহ। **এই ঈমান যে অন্তর ধারণ করবে, সে অন্তর তো চাইবেই তার মালিক চিনতে, জানতে ফিতরাতগত ভাবে।** ঈমান বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার এই আসমা উল হুসনার জ্ঞান আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সেই সকল বান্দাদের কাতারে শামিল করুন যাদেরকে আপনি ভালোবেসে আপনার পরিচয় জানার পথ সহজ করে দেন এবং সে অনুযায়ী ইবাদত করার তৌফিক দেন যেভাবে আপনি পছন্দ করেন। আল্লহুম্মা আমীন।

আল্লাহ সম্বন্ধে জানার মাধ্যম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে জানার মাধ্যম ২টি।

১. আল্লাহ নিজেই কুরআনে যা জানিয়েছেন ;
২. আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যা জানিয়েছেন।

এই মাধ্যম ছাড়া আর তৃতীয় কোনো মাধ্যম নেই আল্লাহ সম্পর্কে জানার।

অর্থের দিক থেকে নামসমূহের প্রকারভেদ

অর্থের দিক থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামগুলোকে **চারভাগে** ভাগ করা যায়। এগুলো হলো -

১. **সত্তা প্রকাশকারী নাম :** এই নামগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। যেমন : আল-হাইয়্যু অর্থাৎ তিনি তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন সবসময়।

২. **কাজ সম্পর্কিত নাম** : এই নামগুলো এমন যে তিনি চাইলে করবেন না চাইলে করবেন না। যেমন : আর-রযযাক, চাইলে রিযিক দিবেন না চাইলে দিবেন না। ইচ্ছা হলে বাড়িয়ে দিবেন না হয় কমিয়ে দিবেন। আর-গফুর, চাইলে ক্ষমা করবেন না চাইলে করবেন না। তবে কেউ শিরক করা অবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এখানে ক্ষমার আর কোন অবকাশ থাকবে না। বাকিদের তিনি ইচ্ছা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন বা ক্ষমা করতে পারেন।

৩. **পবিত্রতা বা পূর্ণতা প্রকাশকারী নাম** : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে পরিপূর্ণ সত্তা। তিনি আল-কুদ্দুস, আস-সুবহান, আল-গনী'ই, আস-সমাদ ইত্যাদি যা কিনা তাঁর পূর্ণতা প্রকাশ করে, শ্রেষ্ঠত্বতা প্রকাশ করে এমন নামসমূহ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **একাধিক গুণ প্রকাশকারী নাম** : এমন নাম যেগুলো একসাথে অনেকগুলো গুণ প্রকাশ করে। যেমন : আল কারীম, আল-হামীদ, আস-সমাদ ইত্যাদি।

একসাথে একাধিক নাম

কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম অনেক সময় একত্রে এসেছে। যেমন : গফুরুর রহিম, আযিযুল হাকিম, গন্যিয়ুন হামীদ ইত্যাদি। নামগুলোর আলাদাভাবে পরিপূর্ণ অর্থ ও গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু যখন একত্রে আসে তখন অর্থ ও গুরুত্ব আরো ব্যাপক আকারে প্রকাশ করে। যেমন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقۡطَعُوۡۤا اَيۡدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ‌ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ ۝

অর্থ : যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় (এবং) আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।
—(আল মায়িদাহ : ৩৮)

এখানে চুরি করলে হাত কাটার হুকুমের পর বলা হয়েছে আল্লাহ ' আযীযুন হাকীম।' অর্থাৎ সর্বশক্তিমান- সর্ব জ্ঞানী। আলাদাভাবে দুটি নামের অর্থই পরিপূর্ণ। কিন্তু একসাথে আয়াতে আসায় ব্যাখ্যাটা এমন হয় যে, আল্লাহ অত্যন্ত হিকমাহ-র সাথে উনার শক্তি প্রয়োগ করেছেন। কারো উপর যুলম করার জন্য নয়। অবশ্যই এটাতেই রয়েছে কল্যাণ এবং আমরা এটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট দেখতে পাই। যদি এই হুকুম যথাযথভাবে পালন করা হতো তাহলে বর্তমানে এত বড় বড় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটতো না। যথাযথ শাস্তি দেওয়া হয় না বলেই এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। ছোট চুরি থেকেই বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। যদিও এই শাস্তি অনেক কঠোর মনে হতে পারে অনেকের কাছে। কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই যথাযথ শাস্তি। বর্তমানে তো এটা সবারই বোঝার কথা। আর সব ধরণের চুরির জন্য হাত কাটার বিধান নেই। এই ব্যাপারে একটা বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে বাদশাহ হারুন-উর-রশীদের যেখানে তিনি চুরি করা সত্ত্বেও বৃদ্ধা মহিলার হাত কাটেননি। চুরির পিছনের ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি শাস্তির হুকুম দিয়েছিলেন।

এমন আরো এক জোড়া নাম হলো 'গনিয়্যুন হামীদ'। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন-

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الۡاَرۡضِ‌ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الۡغَنِيُّ الۡحَمِيۡدُ ۝

অর্থ : আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহই তো অভাবমুক্ত, সকল প্রশংসার অধিকারী।

-[আল-হাজ্জ : ৬৪]

এ আয়াতের শেষে মহান রাব্বুল আলমীনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নামের সমাহার আমরা লক্ষ্য করি। বলা হয়েছে যে, তিনি الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ অর্থাৎ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সকল প্রশংসার অধিকারী। সৃষ্টির দিক দিয়ে, মালিকানার দিক দিয়ে এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সবদিক দিয়েই তিনি পরিপূর্ণ । সকল সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। যেহেতু তিনি অভাবশূন্য অমুখাপেক্ষী এবং সেই সত্তা যিনি কিনা সকল পরিপূর্ণতা ও ক্ষমতার অধিকারী, সকল অবস্থায় প্রশংসার যোগ্যও তাই একমাত্র তিনিই।

অর্থাৎ দুটি নাম একসাথে এসে এই গুনাবলীর আধিক্য বোঝাচ্ছে। তিনি প্রশংসিত কারণ তিনি পরিপূর্ণ।

প্রচলিত কিছু ভুল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামের ব্যাপারে আমাদের কিছু ভুল ধারণা আছে, কিছু ভুল আমল আমরা করি যেগুলো কিনা বিদ'আত। সওয়াবের আশায় আমরা গুনাহ কামাই করি(আল্লাহ মাফ করুন)। এই ভুলগুলো হলো :

১. নির্দিষ্ট কোন নাম নির্দিষ্ট সংখ্যকবার বলে কোনো কিছু চাওয়া। যেমন : ইয়া লাতীফু এই সময়ে ১০০ বার পড়লে বিয়ে হবে, ইয়া ওয়ারিসু ওই সময়ে ২০০ বার পড়লে সন্তান হবে ইত্যাদি। এগুলো বিদ'আত। এগুলো করা যাবে না।

২. নাম খোদাই করে বাসায় বা দোকানে ঝুলিয়ে রাখা, তাবিজ বা লকেট বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি বিদ'আত। এমন কিছু আমরা কুরআন ও হাদীসে পাই না।

৩. কোন নাম ধরে তাসবীহ নিয়ে যপতে থাকা সওয়াবের আশায়। এই কাজটা অনেকটা মুশরিকদের মতোন। এটাও বিদ'আত। আমাদের এমন করা উচিত না সাথে সাথে আমাদের উচিত আঙ্গুলের কড়া গুনে তাসবীহ পড়া। সেসব তাসবীহ, তাহলীল যেগুলো কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৪. নামের কাছে কিছু চাওয়া। যেমন : হে আমার রবের নাম গফুর, আমাকে ক্ষমা করুন-এমনটাও করা যাবে না।

বর্জনীয় কিছু কাজ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সিফাতমূলক নাম গুলো জানার মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে আরো দৃঢ় করতে পারবো ইন শা আল্লাহ। তবে এক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে। কিছু কাজ আমরা যাতে না করি কখনো। এই কাজগুলো চার প্রকার। সেগুলো হলো:

১| **তাহরীফ (تحريف)**

আল্লাহ্র নাম ও সিফাত সংক্রান্ত কুরআন বা হাদীসের নস্সমূহকে তথা স্পষ্ট দলিলসমূহকে এর সঠিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়া, বিকৃত করা বা অন্য অর্থ করা। যেমন- (يد الله) তথা আল্লাহ্র হাত। আল্লাহ্র হাত থাকার সিফাতটি কুরআন ও হাদীসের অনেক নস্ দ্বারাই প্রমাণিত। এখানে "হাত" কে নিয়ামত বা কুদরত অর্থে ব্যাখ্যা করা তাহরীফ। এটি করা যাবে না।

২| <u>তা'তীল (تعطيل)</u>

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল নাম ও সিফাতকে অস্বীকার করা কিংবা এর কোন কোনটিকে অস্বীকার করাকে "তাতীল" বলে। সুতরাং কেউ যদি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতসমূহের কোন একটিকেও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলেই সে তার ঈমানকে যথার্থভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হলো না।

<u>৩| তাকীফ (تكييف)</u>

এর অর্থ হলো কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই কাজ করেন সেটার প্রশ্ন তোলা।   মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আল্লাহর সিফাতের বৈশিষ্ট্য জানা। আল্লাহ কুরআনে বলেন-

وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا

অর্থ : তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারব না।

-[আত-ত্বহা: ১১০]

এব্যাপারে ইমাম মালিক (রহঃ) র একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। উনাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিভাবে আরশে উঠেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশের উপর আছেন এটা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ কিন্তু কিভাবে উপরে উঠেছেন এটা নিয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। অর্থাৎ এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করাও যাবে না।

৪| **<u>তামসীল (تمثيل)</u>**

আল্লাহ্‌র কোন সিফাত বা বৈশিষ্ট্যকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে মেলানোকে তামসীল বলে। যেমন কেউ যদি বলে- 'আল্লাহ্‌র হাত মানুষের হাতের মত বা মাখলুক যেভাবে শুনে আল্লাহ্‌ও সেভাবে শোনেন কিংবা আল্লাহ্ আরশের উপরে সেভাবেই বসে আছেন যেভাবে মানুষ চেয়ারে বসে...'

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা নিঃসন্দেহে বাতিল। আল্লাহ্ বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ◌ُ

অর্থ : কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

-[আশ-শুরা: **১১**]

এটিও করা যাবে না।

এই কাজগুলো করলে আমাদের ঈমানহারা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই)। এমন কাজগুলো বর্জন করতে হবে। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমাদের করণীয়সমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সুন্দর সুন্দর নামগুলো শিখার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে :

★ নামগুলো মুখস্থ করা ;

★ অর্থ ও সিফাত সম্পর্কে জানা ;

★ অর্থ ও সিফাত অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী আমল করা ;

★ দু'আ করার সময় প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিপূর্ণ এমন নাম ধরে দু'আ করা। নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যায় না।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রাহিঃ) বলেন,

আল্লাহর নাম ধরে দু'আ করার ২টি ধাপ আছে-

প্রথমটি, প্রশংসা এবং মহত্ত্বের বর্ণনা করে দু'আ করা(Supplication with praise & glorification)।

এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

অর্থ: হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

—[আল আহ্যাব - ৪১-৪২]

দ্বিতীয়টি, অনুরোধ ও চাহিদার দু'আ করা (Supplications of request & needs)। আমরা নবী-রসুলদের দু'আগুলো খেয়াল করলে দেখবো যে, উনারা প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা করেন, এরপর অনুরোধের সাথে অনেক আবেগঘন দু'আ করতেন। উনাদের প্রয়োজনীয়তাগুলো অনেক আদবের সাথে আন্তরিকভাবে চাইতেন। যেমন নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর দু'আ-তে আমরা দেখি :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير .

অর্থ: 'হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবেন, নিশ্চয় আমি তারই মুখাপেক্ষী।'
-[আল-ক্বসাস: ২৪]

অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করা এই দু'আ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কবুল করেছিলেন এবং মূসা আলাইহিস সালাম জন্য উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন(সুবহানআল্লাহ)।

আমাদেরও এরকম আদবের সাথে, ইখলাস(পূর্ণ একাগ্রতা) ও তাওয়াক্কুলের(পূর্ণ বিশ্বাস) সাথে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাম ধরে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে হবে। যেমন : ইয়া গফুরুর রহিম, আপনি তো ক্ষমা করতে ভালোবাসেন আমাদের ক্ষমা করুন।

ইসমে আযম

এবারের বিষয় হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **সর্বোত্তম নাম বা ইসমে আযম** কোনটি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিটি নামই সর্বোত্তম ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেকোনো নাম ধরে দু'আ করলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কবুল করেন। তবে হাদীসের আলোকে বেশ কিছু নামকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার কথা জানা যায়। যেমন : الله، الصمد، الحي، القيوم ইত্যাদি। অনেক উলামায়ে কেরামগণের মাঝে এটা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন- الحي ও القيوم হলো ইসমে আযম। কারণ এই দুইটি নামের মধ্যে অন্যান্য সকল নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইসমে আযম ধরে দু'আ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দু'আ দ্রুত কবুল করেন এবং দু'আ কবুলের সম্ভাবনা

অধিক হয়। তাই আমাদের উচিত দু'আ করার সময় অন্যান্য নামের পাশাপাশি এই নামগুলো ধরেও দু'আ করা। একটি ইসমে আযমের দু'আ নিচে উল্লেখ করা হলো :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই; কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, সীমাহীন অনুগ্রহকারী; হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্তার ধারক! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

আনাস রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বৃত্তাকারে বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল। সে সালাতের তাশাহহুদের পরে দু‘আর মধ্যে উপরের কথাগুলো বলল। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“নিশ্চয় সে আল্লাহ্র কাছে তাঁর ইসমে আ’যম ধরে দু‘আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে চাইলে তিনি প্রদান করেন।” হাদীসটির সনদ সহীহ। -[আবূ দাউদ, নং ১৪৯৫; তিরমিযী, নং ৩৫৪৪; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৫৮; নাসাঈ, নং ১২৯৯।]

اَللّٰهُ

(আল্লাহ)

আল্লাহ শব্দের মূল হচ্ছে ইলাহ। এর অর্থ আরবিতে 'আল মাবুদ' অর্থাৎ উপাস্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন একমাত্রই ইলাহ বা উপাস্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং কখনোই আর কেউ হবেনা।

অনেক উলামায়ে কেরামগণ মনে করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম 'আল্লাহ'-ই হলো ইসমে আযম। কারণ বাকি সমস্ত নাম এই নামেরই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। প্রত্যেক দু'আ, যিকির এই আল্লাহ নামকে ধরেই করা হয়। যেমন : سبحان الله، لا اله الا الله، الله اكبر ، الحمد لله ইত্যাদি। আল্লাহ নামটি কুরআনেও অধিক সংখ্যক বার এসেছে। তাই ২২০০ বারের বেশি। বিভিন্ন আয়াতের অর্থ ও তাফসীর পড়লে এই নামের ব্যাপারে আরো অধিক ভালোভাবে বোঝা যাবে ইন শা আল্লাহ। এমন কয়েকটি আয়াত নিচে উল্লেখ করা হলো :

اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ

অর্থ : আল্লাহ তিনিই, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, (সমগ্র জগতের) নিয়ন্ত্রক।

—[আলে ইমরান : ২]

وَلِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِیۡنَ یُلۡحِدُوۡنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَیُجۡزَوۡنَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ۝

অর্থ : আল্লাহ্ র জন্যে আছে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাকবে ; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।
—[আল আ'রাফ : ১৮০]

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰى

অর্থ : আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই।
—[আত- ত্বহা : ৮]

কারো যদি অনেক নাম থাকে সেক্ষেত্রে একটা মূল নাম ধরে আমরা বলি যে তার এই এই নাম আছে। তেমনি আল্লাহ হলো মূল নাম আর বাকি নামগুলো এই নামকেই নির্দেশ করে। যেমন : আর-রযযাক্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি নাম। এর অর্থ হলো রিযিকদাতা। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে আমাদের রিযিক দাতা কে? তাহলে উত্তর হবে আল্লাহ। এভাবেই বাকি নামগুলো আল্লাহ নামটিকে নির্দেশ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই আল্লাহ নামের দুইটি দিক আছে। সেগুলো হলো:

★ **প্রথমটি** হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিক থেকে। অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হক্বদার হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। এর বাইরে আর কেউ নেই, এর বিকল্পও কখনোই হবে না।

★ **দ্বিতীয়টি** হলো আমাদের দিক থেকে যে আমরা এই নাম গুলো শিখব, এর অর্থ উপলব্ধি করবো এবং সে অনুযায়ী আমল করবো। অন্তর থেকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে দু'আ, কথায়, কাজে এর প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ। এই

ব্যাপারে কুরআন মাজীদের সূরা ত্বহার ১৪ নং আয়াতের নির্দেশনা দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে :

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ ۝

অর্থ : আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ‘ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।
—[আত-ত্বহা : ১৪]

আল্লাহ’ তাঁর সবচেয়ে মহান নাম। এই নামের মাঝেই আছে যাবতীয় সুন্দর নাম। এই নামেই আছে যাবতীয় উচ্চ গুণ।

সকল সৃষ্টি যাঁর উলুহিয়্যাত মেনে চলে, তিনিই আল্লাহ।

বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি জিনিস যাঁর ইবাদাত করে, তিনিই আল্লাহ।

বিপদে আপদে বালা মুসিবতে যাঁকে আহবান করা হয়, যাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তিনিই আল্লাহ।

সকল সৃষ্টির যিনি আশা ভরসা, তিনিই আল্লাহ।

বাঞ্ছনায় যাঁর নিকট প্রার্থণা করা হয়, তিনিই আল্লাহ।

সারা সৃষ্টি যাঁর মুখাপেক্ষী, তিনিই আল্লাহ।

আল্লাহ সেই সত্ত্বার নাম, যিনি পূর্ব থেকেই ছিলেন, যখন কেউ ছিল না, যিনি আছেন এবং চিরকাল যিনি থাকবেন যখন আর কেউ থাকবে না।

আল্লাহ সেই সত্ত্বার নাম, যিনি আরশে সমাসীন। যিনি সবকিছুকে পরিচালনা করেন। এবং যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্ সেই সত্ত্বার নাম, যিনি সবকিছুর ধারক। যাঁর রাজত্ব থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না।

আল্লাহ সেই সত্ত্বার নাম, যিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। কোন জ্ঞান যাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের একমাত্র রব আমাদেরকে সরল পথের উপর থাকার তৌফিক দিন, আমাদের অন্তরকে আপনার দিকেই ধাবিত করুন, আমরা যেন আপনার প্রিয় বান্দা হতে পারি এবং সেভাবে যেন আপনার ইবাদত করতে পারি যেভাবে আপনি আপনার প্রিয় বান্দাদের থেকে চান। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে তৌফিক দিন আমাদের দু'আ কবুল করুন। আল্লহুম্মা আমীন

اَلرب

(আর-রব)

'রব'- অর্থ হল মালিক বা প্রভু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই মালিক যাঁর কিনা সকল সম্পদের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এককভাবে এই নামটি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এর হক্বদার আর কেউ নেই।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই পবিত্র নামটি ৫০০ বারের বেশি এসেছে। অনেক উলামায়ে কেরামগণ মনে করেন এই নামটি **"ইসমে আযম"** এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যান্য নামগুলো এই নামের অর্থ বহন করে। এ নামের অর্থ অনেক ব্যাপক। যেমন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন, সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, আমাদেরকে গাইড করেন, সমস্ত কিছু উনার আওতাধীন। তাই এ নামের মধ্যে বাকি নামগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার এই প্রভুত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১| **সাধারণ** : এটি সমস্ত সৃষ্টির জন্য। সকল মু'মিন, মুসলিম, কাফির, পাপী সবার জন্যই এ প্রভুত্ব। তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, সকল সৃষ্টির দেখভাল করেন, পরিচালনা করেন। সবার এবং সব কিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কেউ সেটা মানুক বা না মানুক, রব একমাত্রই আল্লাহ।

২| **বিশেষ** : এই প্রভুত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সেই সকল বিশেষ বান্দাদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ নিজেই গাইড করেন, সকল কাজ এই সকল বান্দাদের জন্য আসান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রিয় বান্দাদের জন্য এই বিশেষ ধরণ।

আমরা খেয়াল করলেই দেখব কুরআন মাজীদে যখনই আল্লাহর প্রিয় বান্দা যেমন: কোন নবী- রসুল বা নেককার বান্দারা দু'আ করেছেন সেখানে **'রব'** বলে সম্বোধন করেছেন। যে সকল দু’আ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কুরআনের মাধ্যমে সবখানেই **'الرب'** নামটা উল্লেখ করেছেন। 'সূরা আম্বিয়া'-তে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। নিচে কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করা হলো :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দান করুন দুনিয়ায়ও কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'
-[বাক্বরহ : ২০১]

رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন।'
-[আত-ত্বা-হা : ১১৪]

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير.

অর্থ: 'হে আমার প্রভু! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবেন, নিশ্চয় আমি তারই মুখাপেক্ষী।'
-[আল-ক্বসাস : ২৪]

**وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন।' -[আত তাহরীম : ১১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আর-রব নামটি শুধুমাত্র তাঁর জন্যই। এর হক্বদার আর নেই। এই নামটি কোন ব্যক্তির জন্য রাখা যাবে না।

ইয়া রব্ব! আপনি তো সকল কিছুর মালিক, সব কিছুই আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। ইয়া রব্বী! আপনি আমাদের অন্তরকে কলুষিত হওয়া থেকে নিরাপদ রাখুন। আমাদের নফসকে এক মূহুর্তের জন্য আমাদের জিম্মায় ছেড়ে দিবেন না। এই রোগাক্রান্ত, কলুষিত অন্তর তো বারবার আপনার নাফরমানীতে লিপ্ত হতে চায়। আপনি সাহায্য না করলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমাদের সাহায্য করুন ইয়া রব। আমাদের বাতিলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমাদের দু'আ কবুল করুন ইয়া রব.....

الرحمن

আর-রহমান

'আল্লাহ' নামের বিস্তারিত পরিচয়, ব্যাপকতা, মাহাত্ম্য আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ নাম থেকে আমরা জেনেছি যে,

* আল্লাহর মত আমাদের কেউ ভালবাসেন না,
* আল্লাহর মত আমাদের কেউ সাহায্য করেন না,
* আল্লাহর মতন আমাদের কেউ দয়া করেন না,
* আল্লাহর মতন আমাদের কেউ রহম করেন না,
* আল্লাহর মতন আমাদের কেউ ক্ষমা করেন না,
* আল্লাহর মতন আমাদের কেউ রহমত দিতে পারেন না।

এখন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আরো একটি সিফাতমূলক নাম সম্পর্কে জানবো ইন শা আল্লাহ। الرحمن- আর-রহমান।

আর-রহমান অর্থ হলো যিনি কিনা সবচেয়ে রহমত প্রদর্শন করেন, যিনি কিনা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারেন আমাদের। যিনি কিনা পরম দয়ালু।

এই নামটি শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই। এই নাম রাখার এখতিয়ার আর কারো নেই। কারণ এটি অনেক পাওয়ারফুল একটা নাম। এমন দয়া প্রদর্শন আর কারো পক্ষেই সম্ভব না।

দুনিয়াতে অনেক কিপটামী করি আমরা। অনেক উদারভাবে কাউকে কিছু দিতে পারি না। যাদেরকে আমরা পছন্দ করি তাদেরকে হয়তো দেওয়ার সময় উদার হই তাও এটা সবসময় না, কিন্তু যাদের আমরা পছন্দ করি না বা যারা আমাদের সাথে ভালো আচরণ করে না তাদেরকে কিছু দেওয়ার সময় আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করি বা দিইই না। কেন? কারণ আমাদের অন্তর অতও বিশাল না যে আমাদের সাথে খারাপ করলে আমরা সবসময় ভালো করবো। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু আর-রহমান হলেন এমন রব যিনি কিনা নিঃস্বার্থভাবে, কোন রকম প্রতিদানের আশা ছাড়াই রহমত প্রদর্শন করেন। উনাকে প্রতিদান দেওয়া তো সমগ্র সৃষ্টির পক্ষে কখনো সম্ভবও না। তারপরও তিনি রহমত আমাদের উপর বর্ষণ করেন। আমরা এত এত গুনাহ করি, এত এত নাফরমানী করি, উনার আদেশ নিষেধ অমান্য করি তারপরও তিনি আমাদেরকে উনার রহমত থেকে বঞ্চিত করেন না। সমগ্র সৃষ্টির উপর তিনি রহম করেন। তিনি কাফির, মুশরিক, জন্তু জানোয়ার সবার জন্যই আর-রহমান। কারণ তিনি নিজেই নিজের উপর রহম করা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন(আল্লাহু আকবার, সুবহান আল্লাহ)!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন :

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমতকে অবধারিত করে নিয়েছেন
—[আল আনআম : ৫৪]

কুরআনে প্রায় ৫৭ বার আল্লাহ নিজেকে আর-রহমান বলে পরিচয় দিয়েছেন।

একটি পুরা সূরা আছে **'আর-রহমান'** নামে। এখানে একটি আয়াত বারবার এসেছে যেখানে আল্লাহ আমাদের জিজ্ঞেস করছেন যে আমরা আমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবো!!! রহমানের দয়া এত বেশি যে আমরা চাইলেও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই যে আমি এখন লিখছি এটাও আর রহমানের দয়া তিনি আমাকে দুটি হাত দিয়েছেন, হাত সুস্থ রেখেছেন, সময়ে বারাকাহ দিয়েছেন, শরীরে শক্তি দিয়েছেন, সুস্থভাবে চিন্তা করার তৌফিক দিয়েছেন, লিখতে পারার জন্য যা যা কিছু দরকার সমস্ত কিছু দিয়েছেন(আলহামদুলিল্লাহ)। আমরা বেশিরভাগ মানষই বুঝিনা। আমরা বুঝতে চাইও না। আর আমরা যে এগুলো বুঝিনা সেটা বোঝার মত ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমরা আমাদের মহান রবের দয়ায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছি। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দিন (আল্লহুম্মা আমীন)।

এখন একটা আয়াত উল্লেখ করছি যেটা দ্বারা **আর রহমান** নামের ব্যাপকতা কত সেটা বোঝাটা সহজ হবে আমাদের জন্য ইন শা আল্লাহ :

قُلِ ادْعُوا اللهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ

অর্থ : বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে ডাক বা রহমানকে ডাক, যে নামেই তোমরা (আল্লাহকে) ডাক, (একই কথা। কেননা) সমস্ত সুন্দর নাম তো তাঁরই।
—[বনী-ইসরাঈল : ১১০]

আয়াতে আমরা দেখি আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো। দুটো নামকে পাশাপাশি দেখে তারপর বলছেন বাকি সমস্ত সুন্দর নামগুলোই হচ্ছে উনার। এই যে আল্লাহ আর তার সাথে রহমান নামটা এসেছে এর দ্বারা এই নামটা কতটা বিশাল ব্যাপক তা অনুধাবন করা সহজ হবে ইন শা আল্লাহ।

আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান এই নাম দুটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সবচাইতে পছন্দের। দুটো নামের অর্থই একই। আল্লাহর বান্দা বা আর রহমানের বান্দা। আর বাকি নামগুলো ধরে কিন্তু আল্লাহ বান্দার কথা উল্লেখ করেননি। এটা দ্বারাও আমরা বুঝতে পারবো ইন শা আল্লাহ যে আর রহমান নামটা কতটা পাওয়ারফুল।

আমরা কুরআন থেকে আরেকটা আয়াত দেখি যেখানে আল্লাহ বলছেন :

اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰى

অর্থ : দয়াময় (আল্লাহ্) আরশে সমুন্নত।

-[আত-ত্বহা : ০৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

এই যে আল্লাহর আরশ বা সিংহাসন মহা শক্তিশালী একটি সৃষ্টি এবং এটা কত বড়, কত বিশাল তা আমরা আমাদের কল্পনাতেও ধারণ করতে পারবো না। কিন্তু সে আরশ উল্লেখ করার সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উনার **আর রহমান** নামটা উল্লেখ করেছেন (আল্লাহু আকবার)!!!

যে আরশ এত বড়, আর রহমান এর রহমত তার চেয়েও কতই না বিশাল হবে(আল্লাহু আকবার)!!!

আমরা যদি একটু ভাবি যে বিশাল বড় সিংহাসনে কোন একজন রাজা বা কোন দেশের প্রধান বসে আছেন রাজকার্য পরিচালনা করছেন এমন কেউ। দুনিয়ার দৃষ্টিতে এমন পাওয়ারফুল রাজার স্বভাব চরিত্র কেমন হবে? অবশ্যই যুলুমবাজ হবে। অন্যায় ভাবে ক্ষমতা দখল করে বসে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিনি কিনা সমস্ত দেশের মালিক, সবকিছুর পরিচালনা করছেন তিনি নিজের সিংহাসনে পরিচয় দেওয়ার সময় তাঁর বান্দাদের কাছে নিজেকে **আর রহমান** বলে পরিচয় দিচ্ছেন (সুবহানআল্লাহ, আল্লাহু আকবার)। মানে এত বিশাল সিংহাসনের মালিক হয়েও তিনি কতটা মহান সে পরিচয়টা তিনি আমাদেরকে দিচ্ছেন। তিনি নির্দয়, নিষ্ঠুর রাজাধিরাজ নন যেমনটা আমরা পৃথিবীতে দেখি।

একটি হাদীস দিয়ে এই নামের সিফাত বর্ণনা সমাপ্ত করবো ইন শা আল্লাহ। হাদীসটি হলো :

وَرَوَاهُ مُسلِمٌ أَيضاً مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إنَّ للهِ تَعَالَى مِئَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحمُ بِهَا الخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعٌ وَتِسعُونَ لِيَومِ القِيَامَةِ

وَفي رِوَايَةٍ إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَئَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّماءِ إِلَى الأرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض فَإذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَكمَلَهَا بِهذِهِ الرَّحمَةِ

অর্থ : হাদীসটি ইমাম মুসলিম সালমান ফারেসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে মাত্র একটির কারণে সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর নিরানব্বইটি (রহমত) কিয়ামতের দিনের জন্য রয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)।

অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন। ঐ একটির কারণেই মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের উপর দয়া করে থাকে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন।
(বুখারী ৬০০০, মুসলিম ৭১৪৮-৭১৫১)

এখন আমরা সবাই যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বারবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তিনি কতটা উদার, কতটা দয়ালু! কেন? যাতে আমরা হতাশ না হই। আমরা যেন উনার রহমত পাওয়ার আশা ছেড়ে না দিয়ে। উনি যে কতটা বিশাল, মহান, কতটা মহানুভব সেটা যেন আমরা বুঝতে পারি এবং সেভাবে উনার ইবাদত করতে পারি। আমরা কি বুঝতে পারছি উনার এই সিফাতের গুরুত্ব, বরত্ব, মহত্ত্ব???

ইয়া রহমান! আপনি আমাদের উপর রহম করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদেরকে রহমানের বান্দা হিসেবে কবুল করুন, আমাদের উপর যেভাবে আপনি রহম করেন আমাদের অন্তরকে আপনার অন্য সৃষ্টির প্রতি রহম করার তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلرَّحِيمُ

(আর-রহিম)

অর্থ : অতিশয় দয়ালু।
পবিত্র কুরআনে এই নাম ১১৪ বার এসেছে।

'রহমা' বলতে এমন একধরনের দয়াকে বুঝায় যেটা কিনা 'ইহসান' এর পর্যায়ের দয়া।

'ইহসান' হলো excellent বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইবাদত।

'রহমা' হচ্ছে সেই ইহসান পর্যায়ের দয়া। অর্থাৎ দয়া দেখানো এবং সেটা কোনো রকম প্রতিদানের আশা ছাড়াই দয়া দেখানো। (সুবহানআল্লাহ)!

আমরা যখন একে অপরের প্রতি ভালো আচরণ করি তখন আমাদের মনের কোন না কোন কোনায় একটু হলেও আশা জাগ্রত হয় যে, অপরজন আমার সাথে ভালো আচরণ করবে। আমরা যদি কাউকে ভালো খাবার খাওয়াই তখন আমরা আশা করি আমাদেরকেও কোন একদিন ভালো খাবার খাওয়াবে। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের অন্তরে এটা চলে আসে। সেটা অল্প হোক বা বেশি। কিন্তু اَلرَّحِيم-আর-রহিম এসব থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি কোন রকমের প্রতিদানের আশা ছাড়াই আমাদের উপর রহমা প্রদর্শন করেন।(সুবহানআল্লাহ)!

আর-রহমান ও আর-রহিম নাম দুইটির মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তবে নাম দুইটি একে অন্যকে পূর্ণাঙ্গ করে।

অনেক স্কলাররা বলেন, **আর রহমান হচ্ছেন পৃথিবীর জন্য**। অর্থাৎ পৃথিবীর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পশুপাখি সকল সৃষ্টির জন্যই তিনি আর-রহমান। তিনি সকলের জন্যই রিযিকের ব্যবস্থা করছেন, বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করছেন। এক্ষেত্রে কাফির-মুশরিকরাও আর-রহমানের রহমা থেকে বিতাড়িত হচ্ছে না। অর্থাৎ দুনিয়াতেই আর-রহমানের রহমা প্রকাশিত হচ্ছে।
অপরদিকে, **আর-রহিম এর রহমা প্রকাশিত হবে আখিরাতে**। জান্নাতিরা যখন জান্নাত পাবে সেখানে তারা আর-রহিম এর রহমা প্রকাশিত হতে দেখবে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আর-রহমান হলো ব্যাপক এবং তা সকলকে পরিবেষ্টন করে রাখে। আর-রহিম হলো স্পেশাল ধরণের রহমা যা নির্দিষ্ট মানুষদের জন্য বরাদ্দ। যেমন : একটি স্কুলে একজন টিচার রয়েছেন যিনি কিনা স্টুডেন্টদের অনেক দয়া দেখান। স্টুডেন্টদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ভাবেন, ভালোভাবে শিক্ষা দেন, স্টুডেন্টদের অনেক আদর করেন। এটা একটু স্পেশাল। কারণ এটা শুধুমাত্র স্কুলে গেলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এমন একটা রহমা যেটা কিনা সব সময় থাকে সেটা হলো মায়ের দয়া। এটা আমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকে। আমরা যদি খারাপ আচরণ করি তারপরও। এটা শুধুমাত্র দুনিয়ার হিসাবে একটা উদাহরণ। অবশ্যই আর-রহমানুর রহিম এর দয়া আরো ব্যাপক এবং বিস্তৃত।

সুবহানআল্লাহ! আমাদের রব যখন বলেছেন যে তিনি রহমানুর-রহিম অর্থাৎ তিনি সকল জেনারেল দয়া সেটাও দিতে সক্ষম এবং স্পেশাল জায়গায় যে স্পেশাল দয়া সেটাও তিনি দিতে সক্ষম। তাঁর দয়া সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে রাখে সুবহানআল্লাহ!

পবিত্র কুরআনে আর-রহিম নামটা জোড়া হয়ে আসে বেশিরভাগ সময়। সবচেয়ে বেশি আমরা যে জোড়া দেখি সেগুলো হলো:

اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيم ও ُاَلْغَفُور ُ
اَلاَلرَّحِيمُ

<u>আযিযুর রহিম :</u>

আল-ইযযা অর্থ হলো অনেক শক্তিশালী, পাওয়ারফুল, অনেক মর্যাদার অধিকার।

আমরা দুনিয়াতে দেখি যে যারা অনেক ক্ষমতাবান, যাদের অনেক বেশি শক্তি তাদের অন্তরে দয়া খুব কম থাকে। তারা শক্তিমত্তা প্রদর্শন করতেই পছন্দ করে। এই যেমন : বিশ্বের পরাশক্তি বলে পরিচিত যে সকল দেশ তারা প্রত্যেকেই আজ নিশ্চুপ হয়ে

আছে, তারা দেখেও না দেখার ভান করে আছে ফিলিস্তিনিদের দুঃখ দুর্দশা। তারা যুলম করতে ভালোবাসে। তাদের অন্তরে দয়া আসে না। তাজা প্রাণ নিয়ে নিতে তাদের দুঃখ লাগে না। আবার, আমরা যদি দেখি আমাদের নিজেদের দিকে তাহলেও দেখব যে যারা আজকে ক্ষমতা দখল করে আছে তারা তাদের ক্ষমতার জোরে আমাদের উপর কতখানি যুলম করছে। যুগে যুগেই এটা হয়ে আসছে। যারা ক্ষমতাশীল তারা দুর্বলদের উপর ইচ্ছামতোন যুলম করে। ক্ষমতা তাদরকে মানব থেকে দানবে পরিণত করে যদিও তাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু যিনি অসীম ক্ষমতার মালিক, সমস্ত ক্ষমতা যাঁর হাতে, আল আযীয- তিনি রহম করতে ভালবাসেন। তিনি অন্যায় ভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করেন না। তাঁর দয়া তাঁর ক্রোধের চেয়ে বড় (সুবহানআল্লাহ)!! আমরা সাধারণত মনে করি যে যারা অপরকে দয়া দেখান তারা দুর্বল। দয়া দেখানোটা একটা দুর্বলতা। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা হচ্ছেন সমস্ত শক্তির আধার। তারপরও তিনি দয়া দেখাতে ভালবাসেন। কারণ তিনি الزيز الرحيم। সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হওয়ার পরও তিনি দয়া দেখাতে সক্ষম (সুবহানআল্লাহ)! এই সিফাত তাঁর বরত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে(আল্লাহু আকবার)।

গফুরুর রহিম :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে আল-গফুর, যিনি কিনা ক্ষমা করতে ভালোবাসেন ।এই নামটা আর-রহিম এর সাথে জোড়া হয়ে যখন আসে তখন এটা অসীম রহমার একটা সিফাত হয়। আমরা অনেক বেশি আশা করতে পারি ক্ষমা পাওয়ার(সুবহানআল্লাহ)।

আমাদের অন্তর সব সময় সেই জিনিসটার প্রতি, সেই পরিবেশ বা মানুষটার প্রতি অনেক বেশি দয়া দেখায় যেটা কিনা আমাদের অন্তরকে দয়া দেখায়। কেউ আমাদের সাথে ভালো করলে, দয়া করলে আমাদের অন্তরও তাদের প্রতি দয়া, ভালোবাসা

দেখাতে চায়। তাহলে যিনি কিনা আমাদের প্রতি পরম দয়ালু, সমস্ত দয়া দিয়ে, করুণা দিয়ে যিনি আমাদের পরম মমতায় এখনো বেঁচে থাকার তৌফিক দিয়েছেন এত এত নাফরমানী করার পরও তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে না? তাঁকে ভালোবাসতে হবে না? তিনি যাতে আমাদের প্রতি খুশি হন সেভাবে চলতে হবে না? আমরা অনেকেই হয়তো ভাবী যে আমাদের রব হয়তো অনেক রাগী। তিনি বসে আছেন আমাদেরকে আগুনে ছুড়ে ফেলার জন্য!!! (আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ)!!!

আমাদের রব গফুরুর রহিম। তিনি ভালোবাসেন ক্ষমা করতে। আমাদের এই জন্য বেশি বেশি করে রহমান-রহিম সহ বাকি নামগুলোর সিফাত সম্পর্কে জানতে হবে যাতে আমরা কখনোই আমাদের রবের প্রতি খারাপ ধারণা পোষন না করি। একটা হাদীস এখানে উল্লেখ করছি যাতে গফুরুর রহিম এর সিফাত অনুধাবন করা সহজ হয় ইন শা আল্লাহ :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ زِيَادَ، بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ" .

অর্থ : কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক অসহায় স্ত্রী তার দুটি মেয়ে সন্তানসহ আমার নিকট আসলো। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দু’ মেয়ের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাবার জন্যে তার মুখে তুলল। সে মুহূর্তে মেয়ে দুটি এ খেজুরটিও খেতে চাইল। সে তখন নিজে খাবার জন্যে যে খেজুরটি মুখে তুলেছিল সেটি তাদের উভয়ের মাঝে বণ্টন করে দিল। তার এ আচরণ আমাকে আশ্চর্য

করে দিল। পরে আমি সে যা করেছে তা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমীপে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা’আলা এ কারণে তার জন্যে জান্নাত আবশ্যক করে দিয়েছেন অথবা তিনি তাকে এ কারণে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়েছেন।

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৪৫৫, ইসলামিক সেন্টার ৬৫০৬)

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা স্বভাবজাত। এভাবেই মায়েদেরকে আল্লাহ তা'আলা বানিয়েছেন। তারপরও এই স্বভাবজাত ভালোবাসার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই মা-কে ক্ষমা করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন বা রহম করে জান্নাত দিয়েছেন (সমস্ত প্রশংসাই কেবলমাত্র আমাদের মহান রবের জন্য)!!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে সুধারণা রাখার ফযিলতও অনেক। আমরা যত বেশি সুধারণা রাখবো উনার প্রতি তিনিও আমাদের সাথে সেরকমই আচরণ করবেন(সুবহানআল্লাহ)।

আমরা কাফির-মুশরিকদের থেকে 'পজিটিভ চিন্তাভাবনা' করার নিয়ম-কানুন শিখতে যাই অথচ এই যে ভালো চিন্তা করতে হবে, খারাপ চিন্তা বা ধারণা করা যাবে না এটা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেওয়া একটা গাইডলাইন সেটা কি আমরা জানি???

হয়তো জানি বা জানি না। আমরা যত বেশি আল্লাহ তা'আলার সিফাত সম্পর্কে জানবো, সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবো তত আমরা বুঝতে পারব ইন শা আল্লাহ কেন তিনিই রহমানুর রহিম। এই সিফাতের ধরণ কি, কেমন, কেন রহমান সবার জন্য আর রহিম শুধু মাত্র বেস্ট বান্দাদের জন্য এসব জানতে হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলাকে আর-রহিম হিসেবে পেতে হলে শেষ বিচারের দিন আমাদের তো জানতে হবে উনার এই সিফাত সম্পর্কে, তাই না???

একটা বিখ্যাত হাদীস আছে যেটা কিনা কম বেশি আমরা অনেকেই জানি। বনী ইসরাইলী এক ব্যভিচারী মহিলাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রহমা দেখিয়েছিলেন কারণ সেই মহিলা একটি পিপাসার্ত কুকুরকে রহমা দেখিয়েছিলেন (সুবহান আল্লাহ)। মহিলা তার পায়ের মোজা খুলে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে কুয়া থেকে পানি পান করিয়েছিলেন। যেহেতু মহিলাটি পেশাদার ব্যভিচারিনী ছিলেন তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল। কিন্তু তার দেখানো সৃষ্টির প্রতি দয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে জান্নাত দিয়েছিলেন (সুবহানআল্লাহ) আর একজন পরহেজগার মহিলা যিনি কিনা একটি বিড়ালের প্রতি যুলমের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই ভালো আমল করা মহিলার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হলো শুধু মাত্র সৃষ্টির প্রতি রহমাহ না দেখানোর জন্য আর একজন বদ আমল করা মহিলার জান্নাত অবধারিত হলো শুধুমাত্র সৃষ্টির প্রতি রহমাহ প্রদর্শনের জন!!!(আল্লাহু আকবার)

একটা মাত্র সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখানোর জন্য যিনি জান্নাত দেন তাহলে কেমন হবে সেই রবের দয়া সেটা কি আমরা কল্পনা করতে পারি???

শুধুমাত্র এই একটা নামের সিফাত বর্ণনা করা যাবে বছরের পর বছর। কাগজের পর কাগজ শেষ হয়ে যাবে এর মহিমা বর্ণনা করতে। তারপরও একটা ছোট্ট দানা পরিমাণও বর্ণনা হবে না সেটা আমাদের রবের মহত্ত্বের তুলনায়। এমনই আমাদের রব যিনি কিনা আর-রহিম(আল্লাহু আকবার)!!!

কুরআনে একটি সুন্দর দু'আ আমরা দেখি যেটা কিনা হযরত আইয়্যুব আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু রবের কাছে যখন উনার অসুস্থতা, অসহায় অবস্থা

চরম মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। উনার এই সুন্দর দু'আর জবাব আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন দিয়েছিলেন এবং উনার সমস্ত দুর্দশা থেকে উনাকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন (সুবহানআল্লাহ)। দু'আ-টি হলো :

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থ : এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।

—[আল আম্বিয়া : ৮৩]

ইয়া রহিম! সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান রব, আমাদের আপনি আপনার আরশের নিচে আশ্রয় দিয়েন যেদিন আমাদের মাথার উপর আপনার আরশের ছায়া না থাকলে আমাদের আর কোনো গতি থাকবে না। দুনিয়াতে আমাদের প্রতি আপনি যেমন রহমান, তেমনি শেষ বিচারের দিন আমাদের উপর আপনার রহিম সিফাতের গুণাবলী বর্ষন করবেন ইয়া রহিম.....

<u>اَلْقُدُّوسُ</u>

(আল-কুদ্দুস)

আল-কুদ্দুস এই নামটি কুরআনে দুইবার এসেছে। সূরা আল-হাশর : ২৩, সূরা আজ-জুমু'আহ : ১ নং আয়াতে। এর অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, ঘুম-নিদ্রা, দুর্বলতা, সন্তান গ্রহণ ইত্যাদি সকল প্রকার বিষয় থেকে মুক্ত। তিনি মহাপবিত্র। তাঁর মতোন কেউ না, তিনি কারো মতোন না।

তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্রষ্টা। বাকি সবই তাঁর সৃষ্টি। যিনি সমস্ত কিছুর একক মালিক তিনি কিভাবে কারোর মতোন হবে? কেউ যদি এ বিশ্বাস রাখে যে কোন মাখলুক(সৃষ্টি) তার খলিক্বের(সৃষ্টিকর্তা) সমতুল্য (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে জেনে রাখুক যে সে ভয়াবহ বিভ্রান্তিতে আছে। আর যারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ আমাদের আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে তিনি আমাদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রেখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ!

আল-কুদ্দুস এর কাছাকাছি একটা নাম আমরা হাদীস থেকে পাই **আস-সুব্বুহ।** নামটি মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে। হাদীসটি হলো :

আয়েশা রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রুকু ও সিজদায় কখনো কখনো তাসবিহের সঙ্গে এ দোয়াটিও পড়তেন-

سُبُّوح قُدُّوس رب الملائكة والروح

উচ্চারণ : সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রুহ।

অর্থ : সকল ফেরেশতা এবং জিবরিলের প্রতিপালক অতিপবিত্র। (মুসলিম, হাদিস : ৪৮৭; আবু দাউদ, হাদিস : ৮৭৩)

*** (আমাদের দেশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম হিসেবে প্রচলিত আস-সুবহান এটা সঠিক নয়। এটির সঠিক উচ্চারণ হবে আস-সুব্বুহ যার অর্থ মহাপবিত্র।)

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা ভালোবেসে, ইখলাসের সাথে, প্রশংসা সহকারে উনার পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْمُؤْمِنِ</u>

(আল-মু'মিন)

আল-মু'মিন হচ্ছেন তিনি যিনি ঈমান দান করেন, নিরাপত্তা দান করেন।

এই নামটা শুনলে একটা কথা মাথায় আসতে পারে যে মু'মিন তো দৃঢ়বিশ্বাসী বান্দাদেরকে বলা হয়, কুরআনের বিভিন্ন সূরায় মু'মিনদের বর্ণনা এসেছে, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিন বলতে কি বুঝাচ্ছে!! আল্লাহ তা'আলা কি বিশ্বাসী? এটা কেমন করে? উত্তর হচ্ছে হ্যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বাসী। তিনি সমস্ত কিছুর সাক্ষী। তিনি নিজেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষী দেন এবং এটা কুরআনের কয়েক জায়গায় এসেছে। তিনি তাঁর একত্ববাদে সাক্ষী দেন। তিনি মু'মিনদের অন্তরে ঈমান দেন যাতে তারা বিশ্বাসী হয়। এর পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র উনার কাছেই আছে। আমাদের ঈমানকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ ক্ষমতা উনার কাছে আছে। বিশ্বাসীদের বিশ্বাস দেওয়ার মালিক তিনি। তাহলে তিনিই তো বিশ্বাসের উৎস। আমাদের মূল বিশ্বাস হচ্ছে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। দৃঢ়ভাবে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে মানুষ মু'মিন হয়। এ বিশ্বাস যাঁর তরফ থেকে আসে তাহলে তিনিই তো প্রকৃত মু'মিন।

আমাদের মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এখন অনেক দুঃখ ও দুর্দশা। পৃথিবীর একেক প্রান্তে মুসলিমরা নানা রকম দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। এত দুঃখ কষ্টের মাঝেও এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এখনো তাজা আছে অনেক অন্তরে আলহামদুলিল্লাহ। তা নাহলে এই পরিমাণ কষ্টে অনেকেই ঈমানহারা হয়ে যেতে পারত(আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এমন হওয়া থেকে)। এই লেখাটা লেখার সময় গাযযার রাফাহ শহরে নির্বিচারে গণহত্যা চলছে। যে শিশুরা এখনো পৃথিবীতে আসেনি তারা মায়ের গর্ভেই খুন হচ্ছে। শতশত বোমার আঘাতে শরীর ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। পিতামাতা সন্তান হারাচ্ছেন, সন্তানরা পিতামাতা হারাচ্ছেন। খাবার নেই, পানি নেই, ওষুধ নেই। মাথার গোঁজার ঠাঁইও নেই কোথাও। এতটাই করুন দশা।(আল্লাহ আপনি যথেষ্ট হয়ে যান আমাদের ভাই-বোনদের জন্য। আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না আমাদের অক্ষমতার জন্য) এমন দৃশ্যপটে ঈমানহারা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু না আলহামদুলিল্লাহ এমনটা হয়নি। আমরা দেখি যে এতটা নির্মম নির্যাতনের ভিতরেও মানুষের মনে এখনো ঈমান তাজা আছে, আলহামদুলিল্লাহ। মানুষ বিশ্বাসহারা হয়নি আল্লাহর উপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ। এই যে মানুষের অন্তরে যে ঈমানটাকে জীবন্ত করে রাখছেন এটাই হলো আল-মুমিন এর নিদর্শন। তিনি না চাইলে এতটা অসহায় অবস্থায় ঈমান ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যেত। আর এমন অসহায় হালাতে মানুষ যাতে স্বস্তি পায় সেজন্য তিনি কুরআনে বিভিন্ন নবী-রসুল, নেককার বান্দাদের এমন কঠিন ঈমানী পরীক্ষার ঘটনাগুলো তিনি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আমাদের কি করণীয় এমন হালতে তার দিকনির্দেশনা তিনি দিয়ে রেখেছেন আল-কুরআনে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ঈমান দান করেন, ঈমান যাতে তাজা থাকে সে ব্যবস্থা করেন আর ঈমানকে জীবন্ত রাখার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে নিরাপদ রাখেন। কিভাবে? এই যে এত এত কঠিন হালতেও গাযযা, কাশ্মীর, উইঘুর, সিরিয়া, সুদান, ইন্ডিয়াসহ বিশ্বের সকল প্রান্তে, আনাচে কানাচে, এমনকি আমাদের নিজ দেশে

আশেপাশের মানুষগুলো যে ঈমানকে ধরে রেখেছে তার জন্য তারা জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। দুনিয়াতে ও তারা আজর(পুরষ্কার) পাবে ইন শা আল্লাহ। কিন্তু আমরা যারা এখনো ভালো হালতে আছি আলহামদুলিল্লাহ তারা যে কিছু করছি না সেটাও কিন্তু আল-বাসীর দেখছেন। আমরা যে কিছু করছি না সেটার জবাব কিভাবে দিব?

আজকে আমাদের হাত-পা বাঁধা বা হয়তো আমরা নিজেরাই নিজেদের বেধে রেখেছি। কিন্তু অন্তর তো খোলা আছে ইন শা আল্লাহ। অন্তরে মোহর লাগার আগেই সে অন্তর দিয়ে আমরা দু'আ তো করতে পারি ইন শা আল্লাহ।

ইয়া রব! আপনি তো আল-মু'মিন। ঈমানকে দৃঢ়তা দেওয়ার মালিক, নিরাপত্তা দেওয়ার মালিক। আপনি আমাদের অন্তরে ঈমানকে জীবন্ত করে দিন। আপনি তো নিরাপত্তা দানকারী সে সকল ভাই-বোনদেরকে আপনি নিরাপত্তা দিন যারা আজকে দানবদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। তাদের ঈমানকে হিফাযত করুন, আমাদের ঈমান হিফাযত করুন। আমরা দুর্বল হয়ে গেছি। আমাদেরকে শক্তিশালী করুন। আমাদের ঈমানের দৃঢ়তা দিন যাতে আমরা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যকারী হতে পারি। আমাদের অন্তরকে মরে যেতে দিবেন না। এই মৃতপ্রায় অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করুন। আমাদের দু'আ কবুল করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْمُهَيْمِنُ : اَلرَّقِيبُ : اَلشَّهِيدُ

(আল-মুহাইমিন : আর-রক্বীব : আশ-শাহীদ)

এই নাম তিনটি একসাথে আনার কারণ হলো এগুলোর অর্থ একটি আরেকটি সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে বলা যায় :

আল-মুহাইমিন হলেন আমাদের অভিভাবক যিনি আমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।

আর-রক্কীব হলেন যিনি আমাদের সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন নিবিড়ভাবে।

আশ-শাহীদ হলেন যিনি আমাদের প্রতিটা কাজের সাক্ষী। নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেন তাই তিনি জানেন যে আমরা কে কি কি করছি।

আরো সহজ ভাবে বললে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের কাজের সাক্ষী হিসেবে (আশ-শাহীদ), আমাদের অভিভাবক হিসেবে (আল-মুহাইমিন) আমাদেরকে দেখে শুনে রাখছেন, আমাদেরকে সর্বোক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন অতন্দ্র পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে(আর-রক্কীব)।

আল-মুহাইমিন হলেন এমন রব যিনি আমাদের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের বাবা মায়েরা আমাদেরকে চোখে চোখে রাখতেন, পড়ে যাতে না যায়, ব্যথা যাতে না পাই, ক্ষুধা লাগলে সাথে সাথে যাতে খাবার পাই মানে প্রতিটা ব্যাপারে যে এরকম করে লক্ষ্য রাখতেন। কারণ উনাদের অন্তরে আমাদের প্রতি অনেক বেশি দয়া, মায়া, ভালবাসা থাকে যার কারণে তোমাদেরকে এত যত্নে যত্নে রাখতেন। বয়সের সাথে সাথে ভালোবাসা থাকে, দয়া মায়া থাকে কিন্তু এতটা যত্ন নেওয়ার দরকার হয়না। বলা হয় মায়ের ভালোবাসার দুনিয়াতে সবচাইতে বেশি অকৃত্রিম। পরম মমতা দিয়ে আমাদেরকে আগলে রাখেন আমাদের মায়েরা। এই যে এত ভালোবাসা, এত যত্ন, এত দয়া মায়া এগুলো যতটা বেশি তার চেয়েও অধিক যত্ন দিয়ে, দয়া মায়া দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আমাদেরকে আগলে রাখেন আমাদের সর্বোচ্চ অভিভাবক আল-মুহাইমিন তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি আমাদের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী।

পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাইমিন বলে সম্মোধন করেছেন। কেন? কারণ কুরআনে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের যা কিছু সহীহ তার সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অবিকৃত এবং অবিস্মৃত থাকবে। এবং এটা আমাদের গাইডলাইন হিসেবে থাকবে। আমাদের অভিভাবক যেমন আমাদেরকে সঠিক কোনটা, ভুল কোনটা বলে দেন তেমনি কুরআন আমাদেরকে অভিভাবকের মতন গাইডলাইন দেয় যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হয়।

আর-রক্বীব হলেন সদা জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরী। দিনে কিনা গোপন, প্রকাশ্য, অন্তরে লুকায়িত যার সম্পর্কে ব্যক্তি নিজেও অবগত না সে সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন।

সূরা মায়িদা :**১১৭** নং আয়াতে বলা হয়েছে- ঈসা আলাইহিস সালাম কে যখন আল্লাহ তুলে নিয়ে গেলেন তখন তিনি দুনিয়ায় তাঁর অনুসারীদের আল্লাহ যিনি কিনা আর-রক্বীব উনার জিম্মায় রেখে গেলেন, তাদের কাজের সাক্ষী হিসেবে। আমরা আয়াতটা একটু দেখি -

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

অর্থ : আপনি আমাকে যে বিষয়ের আদেশ করেছিলেন তা ছাড়া অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং যত দিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, তত দিন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিয়েছেন তখন আপনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক থেকেছেন। বস্তুত আপনি সব কিছুর সাক্ষী।
-[আল-মায়িদা : **১১৭**]

উপরোক্ত আয়াতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে **রক্বীব** নামে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ উনাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেও জমিনের খবর সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পূর্ণ অবগত। এমন যাতে না ভাবে কেউ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নবী-রসূলদের মাধ্যমে বান্দাদের খবরাখবর নেন(নাউজুবিল্লাহ)। তিনি সকল বিষয় সম্পর্কেই জানেন। কোন মাধ্যমে উনার দরকার নেই। তিনি আর-রক্বীব। আমাদের প্রতিটা নিঃশ্বাসের খবর সম্পর্কে তিনি অবগত। দুনিয়ার সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে যেমন সবকিছুর খবরাখবর নেয়া যায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এর চেয়েও বড় সিসিটিভি ক্যামেরা, সবচেয়ে বড় সিসিটিভি ক্যামেরা। কোন কিছুই বাদ যায় না উনার পর্যবেক্ষণ থেকে(আল্লাহু আকবার)।

আশ-শাহীদ তিনি যিনি আমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন আমাদের কাজের সাক্ষী হিসেবে।

কিয়ামতের দিন যেদিন কোথাও লুকানোর জায়গা থাকবে না, পালানোর জায়গা থাকবে না -সেদিন সবার সামনে আর-রক্বীব এর সিসিটিভি ক্যামেরা চালু করা হবে। প্রত্যেককেই তার আমলনামা দেখানো হবে প্রমাণাদিসহ। কোন কিছুই বাদ যাবেনা সেদিন। এটি আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক এবং ভীতিকরও বটে। আমাদের প্রতিটা ভালো কাজ সেদিন সবার সামনে প্রদর্শিত হবে। তাই আলাদা করে লোক দেখানো ইবাদত করার দরকার নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা কাজ, আল্লাহ নিজেই সবার সামনে দেখাবেন এবং আযর দিবেন ইন শা আল্লাহ। আর যদি খারাপ কিছু করি সেটাও সেদিন সবার সামনে দেখানো। লুকানোর জায়গা থাকবে না, মুখ ঢাকার জায়গা থাকবে না। তাই আমাদের সতর্ক হতে হবে।

ইয়া রব! আপনি আমাদের অভিভাবক তাই আমাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আবার আপনি আমাদের অভিভাবক তাই আমাদের বেশি বেশি ভয় পাওয়ার দরকার। ইয়া

রব্বী! আপনি চাইলে আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, চাইলে পুরস্কার দিতে পারেন। আপনি আমাদের খারাপ কাজের হিসাবগুলো মুছে দিতে পারেন। ভালো কাজগুলোকে কয়েকগুন বাড়িয়ে দিতে পারেন। আপনার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখার মাধ্যমে আমাদের জন্য জান্নাত যাওয়া সহজ হবে ইন শা আল্লাহ। তাই আমরা আশা করি এবং দু'আ করি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দিবেন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلسَّلَامُ

(আস-সালাম)

এই নাম টি পবিত্র কুরআনে এসেছে নাম হিসেবে একবার। সূরা আল-হাশর এর ২৩নং আয়াতে।

আস-সালাম এর অর্থ যিনি কিনা সকল প্রকার অপরিপূর্ণতা থেকে মুক্ত। নিখুঁত ও পুত:পবিত্র। তিনি সকল প্রকার সাদৃশ্য, দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত।

তিনি নিখুঁত ও পরিপূর্ণ। তিনি এতটাই পরিপূর্ণ যে উনার সমকক্ষ আর কেউই নয়, কিছুই নয়।পরিপূর্ণ তাঁর এই নাম বাকি নামগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এবং আমরা সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী।

এ নামের আরেকটি অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ প্রশান্তির অধিকারী ও নিরাপত্তা দানকারী। তিনি সকল রোগ, কষ্ট, অভাব অনটন সকল কিছু থেকে মুক্ত যা কিনা আস-সালাম এর বান্দাদের অশান্তির কারণ। কোনো কিছু হারানোর ভয় নেই উনার। তিনি এ সমস্ত বিষয় থেকে তিনি মুক্ত। তাই তিনি সকল শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস।

আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে জানতে পারি যে, জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে সালামের প্রসার ঘটানো। এই সালাম দেওয়াটা হলো দু'আ করা যে আমি অপর পক্ষের শান্তি, রহমত, বারাকাহর দু◌ু'আ করছি। সাথে সাথে আরো একটি ব্যাপার আছে যেটা আমরা ভুলে যাই সেটা হল আমি যাকে সালাম দিচ্ছি তাকে আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আপনি আমার থেকে নিরাপদ। আমি আপনার জন্য শান্তি, রহমত, বারাকাহর দু'আ করছি মানে আমি আপনার জান, মাল, সম্মানের কোন ক্ষতি করব না। আমি আপনার হক্ক নষ্ট করব না। আমার দিক থেকে আপনি এ সকল ব্যাপারে নিরাপদ। আপনার শান্তি বিনষ্ট হোক এমন কোন কাজ, কোন কিছু আমি করবো না এই নিশ্চয়তা দেওয়া। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা শুধু মুখেই বলি কিন্তু এটা বাস্তবে আমল করি না। আল্লাহ চাইলে যে কাউকে ক্ষমা করবেন যারা উনার হক্ক নষ্ট করে। কিন্তু বান্দার হক্ক ওই বান্দা নিজে ক্ষমা না করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না এবং জান্নাতে যাওয়ার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। আমরা অধিকাংশ মানুষই এটা জানি না। কারণ আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সিফাত সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তৌফিক দিন এই সুন্দরতম নামগুলো অর্থ বোঝার, অনুধাবন করার, নিজেদের জীবনে আমল করার এবং এর মাধ্যমে প্রশান্তিময় 'দারুস-সালাম' জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْمَلِكُ</u>

(আল-মালিক)

আল-মালিক অর্থ হচ্ছে অধিপতি। মালিক বলতে আমরা বুঝি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বজাহানের অধিপতি। সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমস্ত কিছুর মালিক তিনি।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিই হলেন সমস্ত কিছুর মালিক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মালিক। তিনি বলেন -

★اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

অর্থ : তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর?
-[সূরা বাক্বরাহ : ১০৭]

★وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ : আর আল্লাহর জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।
-[আলে-ইমরান : ১৮৯]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে কুরআনে বহুবার এটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র তিনি। আমরা কিছু সময়ের জন্য শুধু ব্যবহারের অনুমতি পাই। আমাদের যে শরীর, হাত পা চোখ ইত্যাদি কিয়ামতের দিন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। কেন সাক্ষী দিবে? এটা যদি আমার সম্পদ হতো তাহলে আমার বিরুদ্ধে তো আর যেত না। কিন্তু এরা সাক্ষী দিবে এ কারণে কারণ আমরা এগুলোরও মালিক না। আত্মহত্যা করাকে মহাগুনাহ এজন্যই বলা হয়েছে। আমরা এসব কিছুর মালিক না। আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্যই ব্যবহার করতে দেয়া হয়। এর মধ্যে এগুলো যদি কোন ক্ষতি করি শাস্তি তো পেতেই হবে, তাই না?

একটা বাড়ি বা একটা গাড়ি অথবা এক টুকরো জমি এগুলোর মালিক হয়ে আমরা নিজেদেরকে কত কিছু ভাবি, মনে করে আমরা যেন অনেক বড় কিছু হয়ে গেছি। অথচ এগুলোর আমরা সত্যিকার অর্থে মালিক না। এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন তাই আমরা ব্যবহার করতে পারছি। তিনি চাইলে যেকোনো মুহূর্তে সেগুলো নিয়েও নিতে পারেন। তাই বড়াই করা, গরিমা করা আমাদের সাজে না।

ইয়া মালিক! ফিলিস্তিনও আপনার, কাশ্মীরও আপনার, উইঘুর বা সিরিয়া, ইন্ডিয়া কিংবা মায়ানমার সমস্ত কিছুর মালিকানাই আপনার হাতে। আপনি আমাদেরকে আর যালিমদের হাতে অপদস্থ হতে দিবেন না। আমাদের ভাই-বোনেদের আত্মচিৎকারে পাষাণদের হৃদয় গলে না, আর আমরা নামধারী মুসলিমরা আমাদের দায়িত্ব ভুলে গেছি। ইয়া রব ইয়া মালিক, আপনার জমিন হিফাযতের দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা আমাদের দিন। আমরা তো অথর্ব হয়ে আছি। আমাদেরকে সাহায্য করুন শক্তিশালী হতে। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْحَيُّ : اَلْقَيُّومُ

(আল-হাইয়্যু : আল-কাইয়্যুম)

এই নাম দুটি কুরআনে একত্রে **তিনটি** সূরাতে একসাথে এসেছে -

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

অর্থ : আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী)

-[আল-বাক্বরহ : ২৫৫]

اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ؕ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক।

-[আলে-ইমরান : ০২]

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

অর্থ : আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে। আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলম বহন করবে।

-[আত-ত্বহা : **১১১**]

আল-হাইয়্যু অর্থ চিরঞ্জীব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবসময় ছিলেন, আছেন, থাকবেন। অস্তিত্বহীনতা থেকে তিনি আসেননি। তিনি সবসময় পরিপূর্ণ ছিলেন, আছেন এবং সবসময়ই পরিপূর্ণ থাকবেন। উনার কোনো ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই।

এই সিফাতটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আরো **২টি** বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে-

১| আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষতি, স্পর্শ করে নি এবং করতে পারবেও না। তিনি একদমই নিষ্কলুষ। তিনি আল-কুদ্দুস

২| এই সিফাতটি আরো স্পষ্ট করে যে একমাত্র ইবাদতের হক্বদার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আর কেউই না এবং আর কিছুই না।কারণ বাকি যেসব বাতিল উপাস্য আছে প্রত্যেকেরই ক্ষয়, মৃত্যু, ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। যাদের নিজেদের সমস্যা আছে তারা কি কখনো রব হতে পারবে? একটা সিফাতই তো যথেষ্ট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য, আমাদের রবের দেওয়া বিচার বুদ্ধি যদি কাজে লাগাতে পারি আরকি!

আল-কাইয়্যুম অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী। এই নামটিও **দুটি বিষয়** স্পষ্ট করে।

১| **অমুখাপেক্ষিতা** : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাউকে দরকার নেই, কোন কিছুরই দরকার নেই, আমরা ইবাদত করলেও উনার কিছু আসে যায় না, না করলেও না উনার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মুখাপেক্ষী। সেটা আমরা স্বীকার করি বা না করি। আমরা ইবাদত করব শুধুমাত্র আমাদের নিজের জন্যই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সম্রাজ্য এতে করে জাররা পরিমাণ বাড়বেও না, কমতিও হবে না। তিনি অমুখাপেক্ষী রব।

২| **স্বয়ংসম্পূর্ণতা** : তিনি এককভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, পরিচালনা করেন, ন্যায় বিচার করেন, হিকমত ও রহমত দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে রাখেন। সমস্ত কিছু তিনি একাই করেন। কারো সাহায্য দরকার হয় না। কারণ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ রব। কারো সাহায্য উনার দরকার নেই। কারো উনাকে সাহায্য করার ক্ষমতাও নেই।

এই নাম দুটি **'ইসমে আযম'** এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা দু'আ করার সময় এই নাম দুটি ধরে দু'আ করবো ইন শা আল্লাহ।

<u>اَلغَفُورُ :اَلْغَفَّارُ : اَلغَافِرُ</u>

(আল-গফুর : আল-গফফার : আল-গাফির)

আল-গফুর

আল-গফফার

আল-গাফির

নাম ৩টি আরবী একই ধাতুমূল থেকে এসেছে এবং অর্থ কাছাকাছি। সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। একসাথে শিখে নিলে ইন শা আল্লাহ বুঝতে সুবিধা হবে।

আরবী غفر শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু মুছে ফেলা, ঢেকে দেওয়া, চাপা দেওয়া ইত্যাদি।

এভাবে অর্থটা বলা যায় যে, কেউ যদি আমাদের সাথে খারাপ করে তাহলে সেটা মুছে ফেলা, ঢেকে ফেলা, পর্দা দিয়ে দেওয়া বা ক্ষমা করে দেওয়া অন্তর থেকে।

আল-গফফার, আল-গফুর, আল-গাফির ৩টা নামই একই ক্রিয়ামূল 'মাগফিরাহ' থেকে এসেছে।
অর্থ হলো ঢেকে দেওয়া, মুছে ফেলা, ক্ষমা করা বা চাপা দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

আরেকটু সহজ করে যদি এর অর্থ বলা হয় তো এভাবে বলা যায়,

আল-গফির → যিনি ক্ষমা করেন ;

আল-গফুর →যত বড় গুনাহই হোক না কেন তিনি ক্ষমা করেন ;

আল-গফফার → যত বেশি পরিমাণ এবং যতবারই গুনাহ হোক না কেন তিনি ক্ষমা করেন এবং বারবার ক্ষমা করেন (সুবহানআল্লাহ)

গফির হলেন যিনি ক্ষমা করেন। এটা উনার সিফাত। একটা বিশেষণ। আর বাকি ২টা ক্রিয়াবাচক সিফাত। অর্থাৎ তিনি গফির তাই তিনি ক্ষমা করেন। মানে গফির হলেন বস আর উনার কাজ হলো গফুর(বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করা) এবং গফফার (বারবার ক্ষমা করা), আল্লাহু আকবার!

গফুর শব্দটি কুরআনে অনেকবার এসেছে। প্রায় ৯১ বার এসেছে যার অর্থ হচ্ছে ক্ষমা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের গুনাহ গুলোকে এমন ভাবে ক্ষমা করেন যেন ঢেকে দেন, চাপা দিয়ে দেন, লুকিয়ে রাখেন মাটির নিচে এমন ভাবে ক্ষমা করে দেন (সুবহানআল্লাহ)!

★ গুনাহ যত বড় হোক না কেন,

★ যত ভয়ংকর লেভেল এর হোক,

বান্দার যদি বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে, সময় থাকতেই তাওবা করে, আল্লাহর পথে ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। বান্দার যত বড় গুনাহ হোক সেটা ঢেকে দেন। কারণ তিনি আল-গফুর।

আল-গফফার বলতে বোঝায় যিনি কিনা বারবার ক্ষমা করেন। যতবার গুনাহ হোক না কেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ক্ষমা চাইলে তিনি বারবার, প্রতিবার ক্ষমা করেই যাবেন। কারণ তিনি আল-গফফার।

এটা আমাদের জন্য অনেক বড় আশার কথা। আমরা বারবার গুনাহ করি। একই ভুল আমরা বারবার করি। বারবার ভুল করতে করতে আমরা হতাশ হয়ে পরি। অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের গুনাহর লাগাম টেনে ধরতে হবে। পাশাপাশি হতাশ হওয়া যাবে না। অবশ্যই আমাদের নাফসকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যতদিন আমাদের মনে পবিত্র অনুশোচনা থাকবে আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার দরজা খোলা থাকবে ইন শা আল্লাহ। তাই আমরা হতাশ হবো না ইন শা আল্লাহ।

আমরা আদম সন্তান। আদম সন্তানকে গুনাহর প্রতি ঝোঁকপূর্ণ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘটনাটা স্মরণ করি যেখানে তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে গুনাহগার হয়েছিলেন। এরপর উনার রেসপন্সটা কি ছিল? তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে গিয়েছিলেন। আমরা কুরআনে থেকে দেখি যে তিনি কতটা অনুতপ্ত হৃদয়ে আবেদন করেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا ٜ وَ اِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَ تَرۡحَمۡنَا لَنَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ۝

অর্থ : তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব’।

-[আল-আরাফ : ২৩]

আর অপরদিকে শয়তানের রেসপন্স কি ছিল? অহংকারবশত সে কখনো প্রকৃতপক্ষে ক্ষমাই চায়নি। সে অহংকার করে উদ্ধত আচরণ করে গেল শুধু।

এই ঘটনাগুলো আমাদের জন্য অনেক বড় বড় শিক্ষা যদি আমরা বুঝি। আমাদের জীবনে যত বড়ই গুনাহ হোক না কেন আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে থাকবো। হতাশ হবো না উদ্ধত আচরণ করবো না যেমনটা শয়তান করেছিল। আমাদের সামনে হযরত আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপমা রয়েছে।

কয়েকটি শিক্ষা :

★ আমাদের মনে হয় যত বড়ই হোক না কেন আমরা আল-গফুর/আল-গফফার/আল-গফির এর নাম ধরে ক্ষমা চাইতেই থাকবো;

★ অবশ্যই ক্ষমা পাবো এই আশায় বারবার ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করা যাবেনা, গুনাহ করা যাবে না। যদি গুনাহ করতে করতে এই অবস্থায় মৃত্যু চলে আসে তাহলে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যেতে পারে (আল্লাহ মাফ করুন) ;

★ আমরা যেহেতু ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাই আমাদেরও উচিত হবে অপরকে ক্ষমা করা। আমাদের রবের মহত্ব এত বিশাল

সে রবের বান্দা হয়ে আমাদের ছোট মনের অধিকারী হওয়া কি মানায়? তাই আমাদেরও অপরকে ক্ষমা করার মানসিকতা রাখতে হবে।

★ ভুল বা না হোক আমাদেরকে সব সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে। ইস্তেগফার জীবনে বারাকাহ নিয়ে আসে। কঠিন পরিস্থিতিকে সহজ করে দেয়। তাই আমরা সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেই থাকবো ইনশাল্লাহ।

<u>العفو</u>

আল-আফুউ'

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور.ٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।" [আল-হাজ্জ: ৬০]

'আল-আফুউ' নামটির অর্থ পরম ক্ষমাশীল। আল-আফুউ বলতে বুঝায় যিনি কিনা মুছে দেন। অর্থাৎ বান্দার গুনাহ তো ক্ষমা করেন সাথে সাথে সে পাপকে সম্পূর্ণ মুছে দেন যেন এটা কখনো ছিলই না। 'আল-আফুউ' নামের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরম ক্ষমা ও ভালোবাসার কথা জানব আমরা ইন শা আল্লাহ।

এই নামটা আমাদের অনেক পরিচিত কারণ রমাদানের শেষ দশ রাতে আমরা বেশি বেশি যে দু'আ করি সেটা হল :

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি পরম ক্ষমাশীল। আপনি তো ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করেন।'

এই দু'আটার চমৎকার বিশেষত্ব হলো এই নামটা- 'আল-আফুউ'। আমরা আল্লাহর আরো বেশ কিছু ক্ষমা সংক্রান্ত নাম শিখেছি তার মধ্যে এই নামটার আলাদা একটা বিশেষত্ব আছে। 'আল-আফুউ' এমন একটা নাম, যেখানে আল্লাহ এমন ভাবে ক্ষমা করতে সক্ষম যেন এই গুনাহটা কখনো ছিলই না। তিনি গুনাহকে এমন ভাবে মুছে দেন যেন এই গুনাহ কখনো সংঘটিতই হয়নি(সুবহানআল্লাহ!)।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি বিখ্যাত হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَعْرِفُ . قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ . فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ" . ِ

অর্থ : যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... সাফওয়ান ইবনু মুহরিয (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক ইবনু উমর (রাযিঃ) কে প্রশ্ন করলেন, নাজওয়া (আল্লাহ ও বান্দার গোপন কথা) সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিভাবে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিনে মু'মিন ব্যক্তিকে তার প্রভুর নিকটবর্তী করা

হবে। তারপর আল্লাহ তা’আলা তার উপর পর্দা ঢেলে দিবেন এবং তার পাপের ব্যাপারে তার থেকে জবানবন্দি নিবেন। তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি তোমার পাপ সম্বন্ধে জান কি? সে বলবে, হে রব! আমি জানি। এরপর তিনি বলবেন, তোমার এ পাপ দুনিয়ায় আমি লুক্কায়িত রেখেছিলাম। আজ তোমার এ পাপগুলোকে আমি মাফ করে দিলাম। এরপর তার নেকীর ’আমলনামা তার কাছে দেয়া হবে। এরপর কাফির ও মুনাফিক লোকদেরকে উপস্থিত সকল মানুষের সম্মুখে ডেকে বলা হবে, এরাই তারা যারা আল্লাহ তা’আলার উপর মিথ্যারোপ করেছে। (সহীহ মুসলিম-২৭৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৭৫৯, ইসলামিক সেন্টার ৬৮১৫)

'আল-আফুউ' নামের সাথে এ হাদিসের কি সম্পর্ক সেটা এখন বর্ণনা করা হবে ইন শা আল্লাহ। 'আল-আফুউ' নামের মাধ্যমে আমরা এমনভাবে ক্ষমা চাই যেন সেদিন যেদিন ধরে ধরে একটা একটা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, যেদিন আমাদের লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করবে সেদিন যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই সিফাতের বা গুণের উসিলায় আমাদের গুনাহসমূহ কে মুছে দেন। যেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কোন রক্ষাকারী থাকবে না সেদিন এই নামের উসিলায় আমাদের গুনাহসমূহকে সম্পূর্ণ যেন নির্মূল করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা না চাইলে কেউই জান্নাতে যেতে পারবে না। হাদীসে বলা হয়েছে 'মু'মিন ব্যক্তিকে তার প্রভুর নিকটবর্তী করা হবে'। তার মানে মু'মিনরাও গুনাহ করে থাকেন। তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী বলে 'আল-আফুউ' তাদের গুনাহগুলোকে মুছে দেন বা ভালো দ্বারা ঢেকে দেন এবং এই কাজগুলো করবেন পর্দার অন্তরালে, শুধু বান্দা আর রবের মাঝে যাতে অন্য কেউ না দেখে। সুবহানাল্লাহ!

আল-আফুউ- নামটি কে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

১| **<u>সাধারণ</u> :** এটা সবার জন্য কাফির, মুশরিকরাও এর আওতাধীন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চাইলেই সাথে সাথে শাস্তি প্রদান করতে পারতেন কিন্তু তিনি সেটা করেন না তাঁর এই 'আল-আফুউ' গুণের কারণে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন-

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا۟

অর্থ : 'আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। এরপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।'

—[ফাত্বির - ৪৫]

২| **<u>বিশেষ বা নির্দিষ্ট :</u>** এটা সেসব বান্দাদের জন্য যারা কায়-মন-চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভালোর দিকে ফিরে আসে তাদের জন্য। আল্লাহ তখন মন্দকে ভালো দ্বারা ঢেকে দেন বা মন্দকে ভালো দ্বারা মুছে দেন। তবে কোন বান্দা অন্য বান্দার হক্ক নষ্ট করলে সেক্ষেত্রে ওই বান্দা থেকেও ক্ষমা চাইতে হবে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ

অর্থ : 'এবং (হে নবী!) দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ মানে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ।'

—[হুদ - **১১৪**]

'আল-আফুউ' নামটাই বিশেষ রকম ক্ষমার, অন্যরকম ক্ষমার। এমন ক্ষমা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া কেউই করতে পারেন না। ইয়া আফুউ, আপনি তো ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, আপনি আমাদের গুনাহ গুলোকে মুছে দিয়ে আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল হওয়ার তৌফিক দিয়েন।

আল্লহুম্মা আমীন।

<u>التواب</u>

(আত-তাওওয়াব)

إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ.,

'নিশ্চয় তিনি তাওবাহ কবুলকারী, অতি দয়ালু।' [আল-বাকারা, আয়াত: ৩৭]

'আত-তাওওয়াব' অর্থ তাওবাহর তৌফিক দানকারী ও কবুলকারী, ক্ষমাকারী। আত-তাওওয়াব হলেন এমন একজন রব যিনি কিনা প্রতিনিয়ত বান্দার দিকে ফিরেন ক্ষমা করার উদ্দেশ্য, তাওবাহ কবুল করার উদ্দেশ্য।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, তাওওয়াব হলেন যিনি সর্বদা তাওবাহকারীর তাওবাহ কবুল করেন, আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনকারীকে তিনি ক্ষমা করেন। অত:এব যারা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করে তিনি তাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন। -[আত-তাফসীর, ৫/৬২৩]

বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর তাওবাহ কবুল করা দু’ধরণের।

প্রথমত : তিনি তাঁর বান্দার অন্তরে তাঁর কাছে ফিরে আসার তাওবাহ ঢেলে দেন। ফলে বান্দা তাওবাহ ও তাওবাহর শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে গুনাহের কাজ থেকে তাওবাহ করে, সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে, উক্ত কাজে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় করে এবং আল্লাহ তাকে খারাপ কাজকে ভালো কাজে পরিবর্তন করে দেন।

দ্বিতীয়ত : বান্দার তাওবাহ কবুল করার মাধ্যমে তিনি বান্দার তাওবাহ গ্রহণ করেন এবং বান্দা যদি খাঁটি তাওবা করেন তাহলে তিনি তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেন। কেননা খাঁটি তাওবাহ পূর্বের গুনাহ মাফ হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।
[আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৭৩; তাওদিহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার তাওবাহ কবুল করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দার রূহ কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে আসে। আন্তরিকভাবে করা তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন এবং গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেন। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি তাওবাহ কবুলকারী। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তাওবাহ কবুলকারী। তিনি বলেন-

اَلَمۡ یَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقۡبَلُ التَّوۡبَۃَ عَنۡ عِبَادِهٖ وَیَاۡخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ ۝
'তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহই তো নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং সদকাও গ্রহণ করেন এবং আল্লাহই অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু?'
—[আত তাওবাহ্ - ১০৪]

اِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوۡا وَاَصۡلَحُوۡا وَبَیَّنُوۡا فَاُولٰٓئِکَ اَتُوۡبُ عَلَیۡهِمۡ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ ۝

অর্থ : 'তবে যারা তাওবাহ করে আর নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তাওবাহ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।'

—[আল বাক্বারহ : ১৬০]

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيۡنَ خُلِّفُوۡا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ الۡاَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ اَنۡفُسُهُمۡ
وَظَنُّوۡۤا اَنۡ لَّا مَلۡجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيۡهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوۡبُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ

অর্থ: আর তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে এটা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্যে দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত, পরে তিনি তাদের তাওবাহ কবুল করলেন যাতে তারা তাওবাহয় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —[আত তাওবাহ্ : ১১৮]

সূরা আত-তাওয়াব :১১৮ নং আয়াতটির প্রেক্ষাপট হলো তাবুক যুদ্ধে বিনা ওজরে না তিনজন সাহাবী যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না তখন আল্লাহর তরফ থেকে ৫০দিন তাঁরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই তিন সাহাবী ছিলেন : কা'ব বিন মালেক, মুরারাহ বিন রাবী' ও হিলাল বিন উমাইয়াহ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। উনারা কোনো কারণ ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু যখন ওজর পেশ করতে বলা হয়েছিল যুদ্ধে না যাওয়ার তখন অনেকের মতোন মিথ্যা না বলে সত্য বলেছিলেন। তখন উনাদের ৩ জনকে শাস্তিস্বরূপ বয়কট করা হয়েছিল। কোনো সাহাবী এবং আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও উনাদের সাথে কথা বলতেন না, এমনকি সালামের উত্তরও দিতেন না। এমন অবস্থায় উনারা আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত

ছিলেন এবং ক্রমাগত আল্লাহর নিকট তাওবাহ করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ৫০ দিন পর উনাদের তাওবাহ কবুল করেছিলেন (আলহামদুলিল্লাহ)।

বুখারী শরীফের একটা বড় হাদীস আছে এই ব্যাপারে যেখানে কা'ব বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যে উনি কিভাবে এবং কতোটা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আমরা সেটা জেনে নিজেদের জীবনে সেটার প্রয়োগ ঘটাতে পারি ইন শা আল্লাহ। উনারা একটা ভুলের জন্য যে পরিমাণ তাওবাহ করেছেন আমাদের এত এত ভুলের জন্য আমরা কি তাওবাহ করবো না? অবশ্যই করবো ইন শা আল্লাহ। আমাদের তাওবাহ কবুলকারী রব আমাদেরকে যখন জানার সুযোগ দিচ্ছেন যে কিভাবে তাওবাহ করলে উনাকে আত-তাওওয়াব হিসেবে পাব তাহলে আমাদের তো দরকার সেভাবে ক্ষমা চাওয়া। সিফাত জানছি মানে এগুলোকে জীবনে প্রয়োগ তো করতে হবে। ভুল তো আমরা করেছি, করছি অবিরত। ক্ষমা চাইতে হবে না???

ইয়া তাওওয়াব! আপনি ক্ষমা করেন এবং ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। আপনি আমাদের অতীতে করা সকল গুনাহর জন্য আমরা যাতে তাওবাহ করতে পারি, সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি, আপনার ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারি সেই তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْعَزِيزُ

(আল আযীয)

আল আযীয- অর্থ যিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশীল বা শক্তিশালী এবং যিনি কিনা সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী ।

এই নামটি কুরআনুল কারীমে প্রায় ৯২ বার এসেছে। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি নাম।

আযীয নামটি আল ইযযা থেকে আগত। আল ইযযা অর্থ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। ইযযা বলতে এমন পজিশন বুঝায় যেখানে তিনি হচ্ছেন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা ইযযাত(সম্মান, সামর্থ্য) দিতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই আমরা ইযযাতে আশা করতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই সকল ইযযা।

কুরআনুল কারীমে আযীয নামটি এসেছে অনেকবার আযিযুল হাকিম হিসেবে। অর্থাৎ তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং তিনিই সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

يٰمُوْسٰٓي اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ

অর্থ : হে মূসা, নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।
-[আন-নামল : ৯]

তিনি ক্ষমতাবান সাথে সাথে তিনি সর্বোচ্চ হিকমতেরও অধিকারী। তিনি তাঁর ক্ষমতার কোনো খারাপ প্রয়োগ করেন না। তিনি যার যা প্রাপ্য ততটুকুই দেন। সেটা পুরুষ্কার হোক বা শাস্তি। দুনিয়াতে আমরা দেখি যারা অনেক শক্তিশালী, যাদের অনেক ক্ষমতা তারা তাদের ইচ্ছা মতোই শাসন করতে চান। কারো ভালো হোক বা না হোক। বর্তমানে আমরা ফিলিস্তিনের দিকে তাকালে আরো ভালো করে সেটা বুঝতে পারবো ইন শা আল্লাহ। দুনিয়ার বুকে যারা এখন পাওয়ারফুল, ক্ষমতার অধিকারী তারা

নির্বিচারে তাদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করছে। ইসরায়েলিরা সমস্ত রকম নৃশংস উপায়ে ফিলিস্তিনিদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে, তাদের খাবার, পানি, ওষুধপত্রসহ সকল যাবতীয় মৌলিক অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে। অথচ যারা ক্ষমতায় আছে তারা নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে আছে। যেন তারা দেখেই না কিছু। ক্ষমতা তাদেরকে নির্বোধ বানিয়ে দিয়েছে। তাদের ক্ষমতা আছে কিন্তু বিচার বুদ্ধি(হিকমাহ) নেই। তারা তাদের ক্ষমতার, শক্তির অপপ্রয়োগ করছে। এমন করেই দুনিয়ার বুকে যুগে যুগে কমবেশি সকল ক্ষমতাশালীরা এমন যুলম করেছে, করছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন হবে। কিন্তু আল-আযীয হচ্ছেন এমন রব যিনি কিনা পরিপূর্ণ হিকমাহর সাথে উনার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যুলম করার জন্য না বা গর্দভ শক্তিশালী নেতাদের মতোন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চাইলে এখনই তাদেরকে ধসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা তিনি করেন না কারণ তিনিই একমাত্র জানেন কখন সেটা করবেন, কিভাবে করবেন, কখন সেটার জন্য উৎকৃষ্ট সময় হবে। এখন কেউ যদি বলে যে, সবচেয়ে পাওয়ারফুল রব কেন কিছু করছেন না? একই উত্তর যে তিনি সর্বোচ্চ হিকমতের অধিকারী। এমনি এমনি শক্তি প্রয়োগ করেন না। আমরা অনেক সময় ভাবি যে, কেন কাফির-মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে, তাদেরও তো ভালো কাজ আছে। এই যে তারা যে এত যুলম করেও এখনো আযাব পায়নি এটাই তাদের বিশাল প্রাপ্তি। তাদের নিঃশ্বাস, রিযিক কেড়ে নেননি এগুলো তাদের ভালো কাজের প্রতিদান। আমাদের রব মহান তাই অল্প ভালো কাজেও এত এত নিয়ামত দিচ্ছেন এ সকল শয়তানের পূজারীদের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে অস্বীকার করে উনার বান্দাদের উপর নির্বিচারে যে যুলম করছে তার জন্য শাস্তি কি দিবেন না? অবশ্যই দিবেন।শেষ বিচারের দিন কেন বলা হয়? দুনিয়াতে অবশ্যই সকল বিচার যথাযথ হবে না। এই অমিমাংসীত বিষয়গুলোর বিচার কোথায় হবে? শেষ বিচারের দিন। আর দুনিয়াতেও আমাদের অন্তরের চোখ যেন শয়তানের অনুসারীদের চিনে নিতে পারে সেজন্য তাদের অন্যায়গুলো এমনভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিচ্ছেন যেন কাফির-মুশরিকদের প্রতি মুসলিমদের অন্তরে দয়া না আসে। আমরা যেন না বলি কেন তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী!!! আল্লাহ তা'আলা

আমাদের অন্তরকে এই সকল বিষয় বোঝার সক্ষমতা দিন। কারণ আমাদের চোখ দেখে কিন্তু আমাদের অন্তরে সেসবের উপলব্ধি আসে না।

আরো এসেছে আযীযুর রহিম হিসেবে। যিনি সবচেয়ে পাওয়ারফুল কিন্তু অসীম দয়ালু। যাদের ক্ষমতা বেশি থাকে তাদের অন্তরে দয়া কম থাকে। কিন্তু আমাদের রব এমন যে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু দয়া করতে ভালোবাসেন। যারা দয়া করেন, তাদেরও ভালোবাসেন। তিনি ভারসাম্য করতে জানেন। কারণ তিনিই তো সত্য রব।

আবার অনেকবার এসেছে আযীযুল গফুর হিসেবে। তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাবান কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। কারন তিনি হিকমতের অধিকারী, তিনি রহমতের অধিকারী। তাই তাঁর অসীম শক্তিমত্তাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন। ক্ষমা করতে জানেন এবং তিনি ভালোবেসে আমাদের ক্ষমা করেন। আল্লাহ বলেন :

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
-[আশ-শুরা : ১০৪]

ইয়া আযীয! সমস্ত শক্তিমত্তার মালিক, আমাদের অন্তরকে আপনার জিম্মায় করে নিন যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে জানে আমাদের অন্তর। ইয়া রব! আপনি যথেষ্ঠ হয়ে যান আমাদের নিরাপত্তাহীনতার সময়। আপনি তো সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান। আপনি নিরাপত্তা দিলে কারো সাধ্য নেই আমাদের ক্ষতি করার। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহস দিন আমাদের। আপনিই আমাদের নিরাপত্তা আর আপনিই আমাদের হিফাযত করার মালিক। শক্তিশালী রবের বান্দা হয়ে আমরা যেন বাতিলকে ভয় না করি ইয়া আযীয.... আমাদের শক্তি দিন, সাহস দিন। আল্লাহুমা আমীন।

اَلْجَبَّارُ

(আল-জাব্বার)

আল-জাব্বার- বাধ্যকারী, পুনরুদ্ধারকারী।

পবিত্র কুরআন-এ নাম হিসেবে একবার সুরা হাশর-এর ২৩নং আয়াতে এসেছে।

আল-জাব্বার হলেন এমন রব যিনি অন্যকে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখেন। এই নামটি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই। কোনো সৃষ্টির ক্ষমতা নাই অন্য সৃষ্টির উপর জোর খাটানোর বা বাধ্য করার। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই এই ক্ষমতা রয়েছে। কারন তিনি জানেন সবার সম্পর্কে এবং সবকিছু সম্পর্কে। তাই এখানে অন্যায় বা নেতিবাচক কিছু হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কুরআনে সূরা মারইয়াম এ ২ বার এসেছে যেখানে ইয়াহিয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইজনই বলেছেন যে উনাদের জাব্বার হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি। কুরআনে বলা হয়েছ -

★وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا

অর্থ : এবং আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন। আমাকে উদ্ধত ও রূঢ় বানাননি।

-[মারইয়াম : ৩২]

★ وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُنۡ جَبَّارًا عَصِيًّا

অর্থ : আর পিতা-মাতার প্রতি সদয়, সে দাম্ভিক, অবাধ্য ছিল না।

-[মারইয়াম : ১৪]

যেখানে আল্লাহ তা'আলা উনার প্রেরিত নবী-রসুলদের জাব্বার হিসেবে পাঠাননি দুনিয়ায় সেখানে আমরা সাধারণ মানুষেরা কিভাবে জাব্বার হবো? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জাব্বার হওয়ার যোগ্য কারণ তিনি কারো উপর যুলম করেননি, করেন না, করবেনও না কখনো। তাই এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোনো নেতিবাচক দিক নয়। যখন আল্লাহ আল-জাব্বার তখন তিনি উনার প্রবল শক্তিমত্তা অযাচিতভাবে, অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করবেন না। উনি চাইলে বাধ্য করতে পারতেন সবাইকে মুসলিম হতে, একমাত্র উনার ইবাদত করতে। কিন্তু এখানে আল-জাব্বার ছাড় দিয়েছেন। তিনি দ্বীন পালনে জোর জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেন দাওয়াত দিতে। কুরআনের উপদেশ দিতে কিন্তু জোর করতে বলেননি। আল্লাহ কুরআনে বলেন-

نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا يَقُوۡلُوۡنَ وَمَاۤ اَنۡتَ عَلَيۡهِمۡ بِجَبَّارٍ ۟ فَذَكِّرۡ بِالۡقُرۡاٰنِ مَنۡ يَّخَافُ وَعِيۡدِ ۟

অর্থ : তারা যা-কিছু বলছে আমি তা ভালোভাবেই জানি এবং (হে রাসূল!) তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাক।

-[আল-ক্বফ : ৪৫]

কুরআনে আরেক জায়গায় এসেছে যেখানে বলা হয়েছে যারা জোর জবরদস্তি করবে, স্বৈরাচারি হবে তাদের অন্তরে সীল মেরে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন-

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّار ٍ

অর্থ : যারা নিজদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন।
-[আল-গাফির : ৩৫]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর তাফসীরের আলোকে বোঝা যায় যে, সৃষ্টির উপর জোর প্রয়োগ করার ক্ষমতা একমাত্র আল-জাব্বার ছাড়া আর কারোই নেই। এই নামের, এ সিফাতের একমাত্র হক্বদার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই। অন্য কেউ এই সিফাত নিজের মধ্যে ধারণ করতে চাইলে স্বৈরাচারী হিসেবে বিবেচিত হবে। অবশ্যই এটা ভালো কিছু না।

তাই আমরা দ্বীন পালন হোক বা অন্য কোনো ভালো কাজ হোক বাধ্য করে কাউকে কিছু করবো না ইন শা আল্লাহ। আমরা সুন্দর ভাবে দাওয়াত দিবো বা ভালো খারাপ সম্পর্কে জানাবো। এরপর মানলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না বুঝে সেটা রবের সাথে হবে হিসাব নিকাশ।

এই নামের আরেকটি অর্থ হলো পুনরুদ্ধারকারী, যিনি কিনা ভাঙা জিনিস জোড়া লাগিয়ে সেটাকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম।

কোন কিছু ভেঙে গেলে আমরা তা জোড়া লাগাতে পারি না। যদি আঠা দিয়ে লাগানো যায় তারপরও দাগ থেকে যায়। কিন্তু আল-জাব্বার হলেন এমন স্রষ্টা যিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাঙ্গা যেকোন কিছুকে জোর করে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারেন (সুবহানআল্লাহ)।

যখন আমাদের অন্তর ভেঙে যায়, সম্পর্ক ভেঙে যায়(হালাল), কারো কথায় অন্তরে কষ্টের সৃষ্টি হয়, যখন মনে হয় আমি তো আর পারছি না, জুলুম আর সহ্য করতে পারছি না, তখন আমরা আল-জাব্বার-কে ডাকবো ইন শা আল্লাহ। কারন আল-জাব্বার হলেন ভাঙা জিনিস জোড়া লাগানোর মালিক। আমাদের কাজ শুধু ডাকা, দু'আ করা। ঠিক করার মালিক জানেন কখন কিভাবে সেটা ঠিক করতে হবে। তিনি জোর করে হলেও সেটা ঠিক করতে সক্ষম।

বর্তমানে আমাদের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্টের হার দুঃখজনক হারে বেড়েছে। আমরা আল-জাব্বার-এ নাম ধরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে এগুলো ঠিক করে দেওয়ার জন্য দু'আ করতে পারি। হারাম কিছুর জন্য অবশ্যই না।

ইয়া জাব্বার, আপনি অনেক শক্তিশালী। আপনি চাইলে বাধ্য করে, জোর করে যেকোন কিছু ঠিক করে দিতে সক্ষম। আপনার সেই ক্ষমতা আছে। আপনি আমাদের ভেঙ্গে যাওয়া অন্তর, সম্পর্ক, বিষয়গুলোকে জোড়া লাগিয়ে দিন যদি তা আমদের জন্য ভালো হয় আর যদি তা না হয় তাহলে আমাদেরকে সেই সব থেকে জোর করে বিস্মৃত করে দিন। আল্লাহুমা আমিন।

اَلْمُتَكَبِّرُ : اَلْكَبِيرُ

(আল-মুতাকাব্বির : আল-কাবীর)

অর্থ অহংকার ও গৌরবের একমাত্র মালিক, সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কিনা সর্বোচ্চ।

আল-কাবীর, আল-মুতাকাব্বির, আকবার এই শব্দগুলো আরবী ধাতুমূল كبر থেকে এসেছে যার অর্থ অহংকার, শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ইত্যাদি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কাবীর সেটা সূরা আন-নিসা ৩৪ নং আয়াতে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

অর্থ : পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবান স্ত্রীরা (আল্লাহ ও স্বামীর প্রতি) অনুগতা থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ কর এবং তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার কর, অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের উপর নির্যাতনের বাহানা খোঁজ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।
-[আন-নিসা : ৩৪]

আমরা দেখি আয়াতটি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর বিধান সম্পর্কিত। আয়াতে বলা হচ্ছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা দেখে তাহলে শাস্তি প্রদান করতে পারবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। অর্থাৎ এখানে শাস্তি প্রদানের প্রভাব খাটাতে পারবে। এরপর যদি স্ত্রী আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যায়, ভালোর দিকে ফিরে আসে তাহলে যেন স্বামী তার ক্ষমতার অপব্যবহার না করে। কারণ যে স্বামীকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন তার উপরে আল্লাহ ক্ষমতাবান, সর্বোচ্চ -আল কাবীর। কোনরকম অহংকার যেন স্বামীর মনে না আসে।

অন্যের উপর অযাচিতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে মনে রাখতে হবে যে আমাদের উপরে আল্লাহ আছেন যিনি কিনা আল-কাবীর। অহংকার, গৌরব একমাত্র তাঁর জন্যই প্রযোজ্য।

আল-মুতাকাব্বির নামটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। কারণ অহংকার করা একমাত্র আল্লাহর ই শোভা পায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে অহংকারীদের জন্য শাস্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ فَلَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

অর্থ : সুতরাং এখন স্থায়ীভাবে জাহান্নাম বাসের জন্য তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। অহংকারীদের এ ঠিকানা কতই না মন্দ!
-[আন-নাহল : ২৯]

খুব কঠোরভাবে আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অহংকারীদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কেন? কারণ অহংকারীরা যে যে বিষয় নিয়ে অহংকার করে সে সমস্ত কিছুই আল্লাহর দেওয়া। নিজেদের কিছু না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি দয়া না করতেন, মায়া না করতেন তাহলে তারা কোনরকম প্রভাব প্রতিপত্তি পেত না। তাই

অযাচিতভাবে অহংকার করা, গৌরব করা কোন মানুষের খাটে না। অহংকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্যই।

কোন সৃষ্টির মধ্যে যদি অহংকার চলে আসে তাহলে সেটা অবশ্যই একটা ভয়াবহ সমস্যা। এটার সবচেয়েই বড় উদাহরণ হল ইবলিশ শয়তান। অহংকারের কারণেই সে জান্নাত থেকে নির্গত হয়েছিল এবং অহংকারের কারণেই সে কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। সে অবকাশ চেয়েছিল মাত্র। কিন্তু ক্ষমা চায়নি।

অহংকার অন্তরের একটি ভয়াবহ রোগ। এটি আস্তে আস্তে আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। কখনো যদি আমাদের মনে হয় আমাদের অন্তরে অহংকার চলে আসছে তখন আমরা এই নাম ধরে দু'আ করে এর থেকে পরিত্রাণ চাইবো। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের মালিক একমাত্র নিখুঁত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা হাদীস থেকে জানি যে অহংকার একমাত্র আল্লাহর চাদর। কারণ তিনি নিখুঁত, দোষ ক্রুটিমুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই এটা একমাত্র উনার হক্ক। আর কারো নয়।

ইয়া কাবীর, ইয়া মুতাকাব্বির! আপনি আমাদের অন্তরকে বিনয়ী হতে সাহায্য করুন, অহংকার মুক্ত রাখতে সাহায্য করুন। নিজেকে জাহির করার মত অসুস্থতা থেকে আমাদের অন্তরকে মুক্ত রাখুন। আমরা যেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনার ইবাদত করতে পারি সেই তৌফিক দিন। বিনয়ী ভাব ও সুন্দর ঈমান দিয়ে আমাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দিন। ইয়া রব! আমাদের অন্তর থেকে অহংকারে শেষ দানাটিও দূর করে দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْأَوَّلُ-اَلْآخِرُ-اَلظَّاهِرُ-اَلْبَاطِنُ

(আল-আওওয়াল:আল-আখির:আয-যহির:আল-বাত্বিন)

এই চারটি নাম কুরআনের এক জায়গাতে একসাথেই এসেছে। সূরা আল-হাদীদ : ৩ নং আয়াতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ : তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।
-[আল-হাদীদ : ০৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে উনার জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছু বেষ্টন করে আছেন, তিনি যে সমস্ত বিষয়ে অবগত তা এই চারটি নামের আলোকে দুই ভাবে বলা যায়-

১. সময়ের প্রেক্ষিতে : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন আল-আওওয়াল, আল-আখির। অর্থাৎ কোন কিছু যখন ছিল না তখনও তিনি ছিলেন, কোন কিছু যখন থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তাঁর আগেও কিছু ছিল না, তাঁর পরেও কেউ থাকবে না। কারো থাকার অবকাশও নেই।

২. জায়গার প্রেক্ষিতে : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ে অবগত। কারণ তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গোপন। আয-যহির, আল-বাত্বিন। তিনি আরশের উপর থেকেই তিনি সমস্ত কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

এই চারটি নাম আমরা রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ-তেও দেখি। দু'আটি হলো -

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না; আপনি সর্বশেষ, আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না; আপনি সব কিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই; আপনি সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।
-[মুসলিম ৪/২০৮৪, নং ২৭১৩]

এই নামগুলোর অর্থ ও সিফাত অনুধাবন করলে সহজে বোঝা যাওয়ার কথা যে, ইবাদতের একমাত্র হক্কদার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কারণ যেসব বাতিল উপাস্যের উপাসনা করা হয়
তাদের জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সত্তা ছাড়া কেউ থাকবে না, কিছুই থাকবে না তিনি ছাড়া আর কে সত্যিকার রব হতে পারে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আপনি যেভাবে আমাদেরকে সিফাত জানার তৌফিক দিয়েছেন, সেভাবে এগুলো মেনে নেওয়ার মতোন ক্বলবও নসীব করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْخَالِقُ</u>

(আল-খলিক্ব)

আল-খলিক্ব অর্থ সৃষ্টিকর্তা, যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি সকল কিছুরই স্রষ্টা, কোনো রকম কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই সকল কিছু সৃষ্টি করতে যিনি সক্ষম।

আল-কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই নিজেকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। তিনি বলেন :

★ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক।

-[আল-আন'আম : **১০২**]

★اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

অর্থ : আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

-[আয-যুমার : ৬২]

কুরআনুল কারীম এর **২ জায়গায়** তিনি নিজেকে 'আহসানুল খলিক্ব' বা সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বলে পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -

★ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

অর্থ : তারপর শুক্রকে আমি ‘আলাকায় পরিণত করি। তারপর ‘আলাকাকে গোশতপিন্ডে পরিণত করি। তারপর গোশতপিন্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে

আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!

-[আল-মু'মিনুন : ১৪]

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۙ

অর্থ : তোমরা কি 'বা'ল' (নামক মূর্তি)-এর পূজা করছ এবং পরিত্যাগ করছ শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টাকে? -[আস-সফফাত : ১২৫]

আয়াতগুলোর তাফসীর পড়লে বোঝা সহজ হয় যে, দুনিয়ার কারো সাধ্য নেই আল-খলিক্বের সমতুল্য হওয়ার। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা, তিনিই শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা।

দুনিয়াতে যারা বলে যে এটা সেটা সৃষ্টি করেছে, তারা প্রত্যেকেই আল-খলিক্বের দেওয়া মৌলিক উপাদান ব্যবহার করেই সৃষ্টি করে। পুরোপুরি নিজের কিছু নেই। কেউ যদি দাবি করে যে বিল্ডিং, এরোপ্লেন, ব্রীজ, ফ্লাইওভারসহ আরো কিছু তৈরি করেছে বা সৃষ্টি করেছে এ সমস্ত কিছুর একটা মৌলিক উপাদান হলো লোহা। এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হোক যে লোহার স্রষ্টা কে? এমনি এমনি তো আর লোহা তৈরি হয়নি!

আল-খলিক্ব তো তিনি যিনি কিনা শূন্য থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। আমাদের তো ব্লু-প্রিন্ট লাগে, স্যাম্পল লাগে কোনো কিছু বানাতে। আমরা রোবট বানিয়ে যদি নিজেকে বহু কিছু ভাবি তাহলে কথা হচ্ছে রোবটটা বানানোর জন্য আমরা তো মানুষকে স্যাম্পল হিসেবে পেয়েছি। মানুষের চোখ, কান, নাক, মুখের আকৃতি ও গঠনে রোবট বানাচ্ছি। মানুষ তৈরির আগে আল-খলিক্বের কি স্যাম্পলের দরকার ছিল? এ রকম সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি যার যার আকার-আকৃতি দিয়েছেন। আমরা সেসব দেখে দেখে নতুন জিনিস বানাই। নিজস্ব কারিগরি নেই আমাদের। এমন রব-কে কিভাবে কেউ

অস্বীকার করে আসলেই অবাক লাগে!! আর নিজেরাই নিজেদের দেবতা বানিয়ে সেটার উপাসনা যারা করে কতোই না নির্বোধ তারা!

আল-খলিক্ব সমস্ত সৃষ্টির রব। তিনি ছয় দিনে আসমান-জমিন ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা আমাদের আশা পাশে তাকালেই আল-খলিক্বের অগণিত সৃষ্টি দেখতে পাব যা তিনি নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু সৃষ্টি করেননি এগুলোকে পরিচালনাও করেন। কোনো রকম পিলার ছাড়া এত বিশাল আসমান মাথার উপরে আছে। ধুপ করে নিচে পরে যায় না। আমাদের সৃষ্টি তো দিনে রাতে ধ্বংস হয়, মেরামত করতে হয়, তৈরি হওয়ার আগে সেতু ধসে যায়, কোনো রকম ভূমিকম্প ছাড়ায় বিল্ডিং ধসে যায় আরো কত সমস্যা যার কোনো শেষ নেই। কিন্তু এত ঝড়-তুফান, আযাব-গজব নাযিল হওয়ার পরও আসমান যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কোনো রকম মেরামত ছাড়াই। কে এটার রক্ষণাবেক্ষণ করেন? এত এত গ্রহ-নক্ষত্র যার যার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। কেউ কিন্তু টুপ করে পরে যায় না। কে করেন এগুলোর নিয়ন্ত্রণ? উত্তর আল-খলিক্ব। তিনি শুধু সৃষ্টিই করেন না, সেগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণও তিনি করেন(সুবহানআল্লাহ!)। আমরা যখন স্রষ্টাকে ভুলে যাব, অস্বীকার করবো তখন সৃষ্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। এটা আজ প্রতি পদে পদেই দৃশ্যমান।

ইয়া খলিক্ব, আপনি যেমন সুন্দর করে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তেমন সুন্দর আমাদের ঈমান, আমল, আখলাক্ব করে দিন। যেমন দয়া-করুণা করেছেন প্রথম সৃষ্টির সময় পুনরুত্থানের দিন এমন দয়া-করুণা করবেন ইয়া খলিক্ব। প্রথম সৃষ্টির সময় যেমন নিষ্পাপ ছিলাম, যেদিন পুনরুত্থান হবে সেদিনও নিষ্পাপ থাকার তৌফিক দিন ইয়া খলিক্ব। আল্লহুম্মা আমীন।

ُاَلْبَارِئ

(আল-বারিউ)

আল-বারীউ বা আল-বারী হলো যিনি কিনা আল-খলিক্ব যে সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন সেটার বাস্তবায়ন করেন। অর্থাৎ আল-খলিক্ব সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন আর আল-বারী সেটাকে বাস্তবায়ন করেন।

পবিত্র কুরআনে এই নামটি **দুইবার** এসেছে। সূরা বাক্বরহ ও সূরা হাশর- এ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰي بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۭ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ : আর মূসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও (তওবা কর) এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

-[বাক্বারহ : ৫৪]

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰي ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান। -[আল-হাশর : ২৪]

আল-বারা'আ অর্থ হলো পৃথক করা। কোনো কিছুকে আলাদা করা। বিভিন্ন স্কলারগণ এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, আল-খলিক্ব এত এত মানুষ, পশু পাখির বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করেন এবং আল-বারী এগুলোকে পৃথক পৃথক পরিচয় দেন (সুবহানআল্লাহ)! পৃথিবীতে এত এত সৃষ্টি কিন্তু কেউ কারোর মতোন না। প্রত্যেকেই ভিন্ন। প্রতিটা মানুষের আঙ্গুলের ছাপ ভিন্ন। এই যে এত বৈচিত্র্য এসব সবই আল-বারী-র সৃষ্টি (সুবহানআল্লাহ!)।

আল-বারা'আ এর আরেকটি অর্থ হলো নিরাময় করা, ঠিক করা, ফিক্স করা। অনেক সময় আমাদের হাত পা কেটে যায়, চামড়া ছুলে যায়, অনেকের হাড় ভেঙে যায়, জায়গা থেকে নড়ে যায়। কিছুদিন পর সেটা ঠিক হয়ে যায়। আমরা মনে করি এগুলো এমনি এমনিই ঠিক হয়ে যায় বা ডাক্তার, ওষুধ এসবের মাধ্যমে ঠিক হয়। নাহ! এগুলো এমনি এমনি ঠিক হয় না। ডাক্তার-কবিরাজের দ্বারাও না। আল-বারীউ এগুলোকে ঠিক করে দেন। ঠিক আগের মতোন করে দেন। কাটা জায়গার ক্ষত ঠিক করে আগের মতো করে দেন, ভাঙ্গা হাত-পা জোড়া লাগিয়ে দেন (সুবহানআল্লাহ!)। তিনি এমনই রব যিনি কিনা ক্ষতকে ঠিক করে আগের মতোন করে দিতে সক্ষম যেন এখানে কোন কিছুই হয়নি। একটা গ্লাস বা কাপ যদি ভেঙে যায় আমরা অনেক সময় সুপার-গ্লু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিই। কিন্তু দাগ থেকে যায়। বোঝা যায় যে এগুলো রিপেয়ার করা হয়েছে। কিন্তু আল-বারী এমন রব যিনি কিনা কোনো রকম দাগ ছাড়াই ঠিক করে দিতে সক্ষম যেন কখনোই সেখানে কোনো ক্ষত ছিল না (আল্লাহু আকবার)। আল-বারীউ এমনই দয়ালু ও শক্তিশালী স্রষ্টা আমাদের।

<u>اَلْمُصَوِّر</u>

(আল-মুসওউইর)

আল-মুসওউইর অর্থ হলো আকৃতিদাতা, যিনি কিনা নির্দিষ্ট আকৃতি দেন, ডিজাইন করেন।

এই নামটি কুরআনুল কারীমে **একবার** এসেছে। সূরা আল-হাশর এর ২৪ নং আয়াতে।

এই যে আল-খলিক্ব এর এত এত সৃষ্টি তাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে ভিন্ন। একজন মানুষের চোখ, কান, নাক, মুখ সবই অন্যজনের চেয়ে ভিন্ন। কারো কারো চেহারায় মিল থাকলেও একে অপরের চেয়ে আলাদা এবং তাদেরকে আলাদা করে বোঝা যায়। এই কাজগুলো সম্পাদন করেন আল-মুসওউইর। তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে সৃষ্টি করেন (সুবহানআল্লাহ!)।
আল-খলিক্ব, আল-বারী, আল-মুসওউইর নামগুলো কাছাকাছি অর্থ বহন করে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। আল-খলিক্ব যিনি কিনা সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আল-বারী আল-খলিক্ব-এর সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। একই প্রজাতির সৃষ্টির মধ্যেও বৈচিত্র্যতার সৃষ্টি করেন। কোনো সৃষ্টির ক্ষতকে নিরাময় করেন, ঠিক করেন। আল-মুসওউইর সৃষ্টিকে সুন্দর আকৃতি দান করেন। যার জন্য যেমন চোখ, কান,নাক, হাত, পা দরকার তাকে সেভাবেই আকার দেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা। উনার সৃষ্টির কোনো তুলনা করা সম্ভব না।

যখন কারো সন্তান হচ্ছে না? তাহলে আল-খলিক্ব, আল-বারী, আল-মুসওউইর এই নামগুলো ধরে দু'আ করতে পারে। তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই না কারো গর্ভে সন্তান সৃষ্টি করে দেওয়া (সুবহানআল্লাহ!)।

যদি আমাদের মনে কখনো কুমন্ত্রণা আসে আমাদের গায়ের রং, চেহারা, আকার, আকৃতি নিয়ে তখন আমরা এই নামগুলো ধরে দু'আ করবো যেন আল্লাহর সৃষ্টির উপর আমাদের সন্তুষ্টি আসে, আমরা যেন যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি

করেছেন সেটা মেনে নিতে পারি। তিনি আমাদের সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এটা যেন মেনে নিয়ে শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আর যদি অহংকার বোধ হয় সৌন্দর্য নিয়ে তাহলেও আমরা এই নামগুলো ধরে দু'আ করবো কারণ এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। যিনি আমাদের সৌন্দর্য দিয়েছেন উনার শুকরিয়া আদায় করবো ইন শা আল্লাহ।

ইয়া খলিক্ব-বারী-মুসওউইর আমাদের আপনার সৃষ্টির উপর সন্তুষ্ট হওয়ার এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আপনাকে মেনে নিয়ে সেভাবে আপনার ইবাদত করার তৌফিক দিন যেভাবে আমরা আপনার প্রিয় হতে পারি। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْبَدِيعُ

(আল-বাদী'ই)

আল-বাদী'ই অর্থ অতুলনীয় সৃষ্টিকর্তা। তিনি শূন্য থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। সূরা আল-বাকারহ ও সুরা আল আন'আম- এ নামটি এসেছে। কুরআনে বলা হয়েছে-

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓي اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْن ★

অর্থ : তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। আর যখন তিনি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।
-[আল-বাক্বরহ : ১১৭]

★بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰي يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم ٌ

অর্থ : তিনি অসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। কীভাবে তাঁর সন্তান হবে অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই! আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।

-[আল আন'আম : **১০১**]

এই নামটি থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রতিটা সৃষ্টিতে ইউনিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। কেউ ভালো কুরআন শিক্ষা দিতে পারেন, কেউ ভালো লিখতে পারেন, কেউ ভালো বক্তা ইত্যাদি। আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহাবীদের মাঝেও দেখা যায় কেউ ভালো যোদ্ধা, কেউ ভালো কবি, কেউ ভালো কুরআন বিশ্লেষক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই নাম ধরে আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে আরো যোগ্য করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার করার তৌফিক চাইবো ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْبَاعِثُ

(আল-বা'ঈস)

আল-বা'ঈস অর্থ পুনরুত্থানকারী, যিনি কিনা মৃতকে জীবন দান করতে পারেন।

এই নামটি সরাসরি কুরআনে আসেনি। নিম্মে উল্লেখিত সূরায় এভাবে এসেছে :

اَوَ لَمۡ یَرَوۡا اَنَّ اللّٰہَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ لَمۡ یَعۡیَ بِخَلۡقِہِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنۡ یُّحۡیَِ
الۡمَوۡتٰی ؕ بَلٰۤی اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ۝

অর্থ : তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান

-[আল-আহকাফ : ৩৩]

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيۡبَ فِيۡهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبۡعَثُ مَنۡ ۙ
فِى الۡقُبُوۡرِ ۚ

অর্থ : আর কিয়ামত আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

-[আল- হাজ্জ : ০৭]

এই নামের সিফাত জানার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব ইন শা আল্লাহ যে এই জীবন শেষে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। আমাদের ভেঙে গুঁড়া হয়ে যাওয়া বা মাটির সাথে মিশে যাওয়া হাড্ডি জোড়া লাগিয়ে আবার জীবিত করা আল-বা'ঈস এর পক্ষে কোনো ব্যাপার না। তাই গুনাহমুক্ত ভাবে যাতে পুনরুত্থিত হতে পারি সেভাবে চলতে হবে পৃথিবীর বুকে ইন শা আল্লাহ।

ইয়া বা'ঈস! যেদিন আমাদের পুনরুত্থিত করবেন সেদিন আপনার রহমা প্রদর্শন করে আমাদের গুনাহমুক্ত অবস্থায় উত্থিত করবেন। আমরা তো আপনারই বান্দা ইয়া রব! আপনি ক্ষমা না করলে তো আমাদের আর কিছুই থাকবে না। আপনি ক্ষমা করে, বেহিসাবে জান্নাতীদের কাতারে আমাদের শামিল করবেন ইয়া বা'ঈস। আমাদের রব কবুল করুন। আমীন ইয়া রব্বুল 'আলামীন।

اَلۡحَكِيمُ

(আল-হাকীম)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম **আল-হাকীম** কুরআনে প্রায় ১০০ বার এসেছে। অনেক জায়গায় এসেছে এভাবে ওয়াল্লাহুল আযীযুল হাকীম, আলীমুল হাকীম ইত্যাদি। এর অর্থ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। তিনি সবকিছু জানেন, তিনি সঠিক বিচার করতে পারবেন। তাই তিনি আলীমুল হাকীম। তিনি তাঁর শক্তি হিকমতের সাথে প্রয়োগ করে সঠিক বিচার করেন তাই তিনি আযীযুল হাকীম। সূরা আল-আন'আম এবং সূরা আত-ত্বীন এ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلۡ اِنِّیۡ عَلٰی بَیِّنَۃٍ مِّنۡ رَّبِّیۡ وَ کَذَّبۡتُمۡ بِہٖ ؕ مَا عِنۡدِیۡ مَا تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ بِہٖ ؕ اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰہِ ؕ یَقُصُّ الۡحَقَّ وَ ہُوَ خَیۡرُ الۡفٰصِلِیۡنَ ۝

অর্থ : বল, 'নিশ্চয় আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছি আর তোমরা তা অস্বীকার করছ। তোমরা যা নিয়ে তাড়াহুড়া করছ তা আমার কাছে নেই। হুকুম কেবল আল্লাহর কাছে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

-[আল-আন'আম : ৫৭]

اَلَیۡسَ اللّٰہُ بِاَحۡکَمِ الۡحٰکِمِیۡنَ ۝

অর্থ : আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? -[আত-ত্বীন : ০৮]

এই নামটা দ্বারা বাকি সব সিফাত প্রমাণিত হয়ে যায়। যেহেতু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, কোনরকম ভুলত্রুটির অবকাশ নেই তারমানে তিনিই সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সবকিছু জানেন(আল-আলীম), সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানে(আল-খবীর)। বিস্তারিত না জানলে তো বিচারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যেহেতু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকারী তার মানে তিনি সমস্ত কিছুর সম্পর্কেই অবগত (আল্লাহু আকবার কাবীরা)। আর যেহেতু তিনিই একমাত্র সব কিছু সম্পর্কে জানেন তাহলে বিচার করার বা হুকুম করার

একমাত্র মালিক তো তিনিই হবেন। কারো সাধ্য নেই উনার ফয়সালাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার বা উনার কাছে জবাবদিহিতা চাওয়ার। দরকারও নেই কারণ তিনি ভুল বিচার করবেন না কখনোই। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষেই সম্ভব পক্ষপাতহীন হয়ে সুষ্ঠু বিচার করার, উত্তম ও পরিপূর্ণ ফয়সালা দেওয়ার।

অবশ্যই আমাদের উনার এই সিফাতের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকারী আবার আমাদের প্রশ্ন করছেন তিনি কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার কারী নন!!! মানে তিনি আমাদের প্রশ্ন করছেন আমরা কি বিশ্বাস করি না যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী!!! আমরা অবশ্যই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই একমাত্র সঠিক বিচার করার মালিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আমাদের তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন

<u>اَلْحَكَمُ</u>

(আল-হাকাম)

আল-হাকাম অর্থ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। পক্ষপাতহীন হয়ে যিনি সুষ্ঠু বিচার করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ন্যায়বিচারক। তিনি কখনোই -

★ পক্ষপাতিত্ব করবেন না ;

★কোন কিছু বাড়তি করবেন না ;

★ কোন কিছুর কমতি করবেন না।

তিনি The Just এবং তিনিই একমাত্র Proper Justice করবেন। কোনো খুঁত থাকবে না উনার বিচারে (সুবহানআল্লাহ)।

এই নামটি কুরআনে বেশ কয়েকবার এসেছে। আমরা কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত দেখি :

★اَفَحُكۡمَ الۡجَاہِلِیَّۃِ یَبۡغُوۡنَ ؕ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰہِ حُکۡمًا لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ ٪

অর্থ : তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফায়সালা চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালা দানকারী কে হতে পারে?
—[আল মায়িদাহ : ৫০]

★وَ اتَّبِعۡ مَا یُوۡحٰۤی اِلَیۡکَ وَ اصۡبِرۡ حَتّٰی یَحۡکُمَ اللّٰہُ ۚۖ وَ ہُوَ خَیۡرُ الۡحٰکِمِیۡنَ

অর্থ : আর তোমার নিকট যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ কর এবং সবর কর, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন। আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।
-[আল-ইউনুস : ১০৯]

اَللّٰہُ یَحۡکُمُ بَیۡنَکُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ فِیۡمَا کُنۡتُمۡ فِیۡہِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ★

অর্থ : তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন।
-[আল-হাজ্জ : ৬৯]

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আয়াতগুলোর তাদাব্বুর করলে আমরা বুঝতে পারবো ইন শা আল্লাহ। যেমন :

★ এই যে আমাদের সবারই কম বেশি অনেক দুঃখ, কষ্ট রয়েছে। আমাদের সবার সাথেই কমবেশি যুলম হয়। এ সমস্ত কিছুর বিচার কিন্তু আমরা পাই না সবসময়। দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভবও না ১০০% খাঁটি বিচার করা। তাহলে এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি? আমরা কি মুখ গোমড়া করে বসে থাকবো? আল্লাহ কেন বিচার করছেন না বলে মন খারাপ করবো নাকি বিশ্বাসহারা হবো(আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এমন হওয়া থেকে)?

এখন যদি আয়াতগুলো খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখবো যে, আল্লাহ প্রথমে বলছেন কে আছে উনার চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস রাখে?

একজন বিশ্বাসীর জন্য এটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা হওয়া উচিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই হবেন আমাদের জন্য বিচারকারী যিনি কিনা সর্বোচ্চ ন্যায় বিচার করেন। দুনিয়ার বিচারকদের মত না। তাই আমাদের হতাশ হওয়া যাবে না। বিচার দেরিতে হচ্ছে বলে আমরা হতাশ হবো না। কারণ কাফিররা হতাশ হয়, বিশ্বাসীরা না।

এরপরের আয়াতে বলছেন যে সবর করতে যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ ফয়সালা করে দেন। তার মানে আল্লাহ বলেই দিয়েছেন যে অপরাধ হওয়ার সাথে সাথেই সব সময় তিনি শাস্তি দিবেন না। আর আল্লাহ তো আমাদেরকে সুযোগ দেন যাতে আমরা ভালোর দিকে ফিরে আসতে পারি। তিনি সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। তারমানে যখন আমাদের উপর যুলুম হবে বা অত্যাচার হবে তখন আমরা সবর রাখবো যে আমরা বিচার পাব ইন শা আল্লাহ।

শেষ আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, সবকিছুর বিচার হবে কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াতে শুধু আমাদেরটা না আমাদের

আশপাশে থাকা বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আমাদের মুসলমান ভাইবোনদের উপর এত যুলম হচ্ছে, এত নির্যাতন হচ্ছে আল্লাহ কেন কিছু করছেন না!!! এই যে এটার উত্তর আল্লাহ কুরআনে দিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সর্বশেষ বিচার করবেন ক্বিয়ামতের দিন। যার যা কিছু প্রাপ্য সেদিন বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এই দিনকে কেন শেষ বিচারের দিন বলা হয়? কারণ এরপর আর কোন বিচার কার্য হবে না। সেদিনই সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে। জান্নাতীদের জন্য জান্নাত আর জাহান্নামিদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ হয়ে যাবে। সেদিন যার যার আমলনামা দেখে বিচার কার্য হবে। একটা দানা পরিমাণ যুলমও বিচার হওয়া থেকে বাদ যাবে না।

এখানে আমাদেরকে দুইটা কথা মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, শেষ বিচারের দিন সবার বিচার হবে তাই আমরা হতাশ হব না। দুনিয়ার জীবনে আমাদের উপর আমাদের, পরিবার-পরিজনের উপর জুলুম করেছে প্রত্যেকে যার যার প্রাপ্য শাস্তি হবে পাবে। আমরা আল-হাকাম এর উপর এ বিশ্বাস রাখব ইন শা আল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, সবার বিচার হবে তারমানে আমিও বিচারের আওতায় আসবো। আমিও যদি কারোর হক্ব নষ্ট করি, তার প্রতি অন্যায় আচরণ করি, আল্লাহর দেয়া নিয়ামত গুলোর খিয়ানত করি, কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলি ইত্যাদি আরো বিভিন্ন রকম গুনাহ যদি করি বিচার তো আমারও হবে! আমিও তো বাদ যাব না এ বিচার থেকে। তাহলে আমাকে সংশোধিত হতে হবে, যা যা ভুল হয়েছে সেটার জন্য আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, যাদের হক্ব নষ্ট করেছি তাদের হক্ব আদায় করে দিতে হবে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে যেন আর ভুল না হয়। কারো মনে আঘাত পায় এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহকে ভয় পেতে হবে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আমার করা প্রতিটি কাজের হিসাব আমাকে দিতে হবে। ভালো হলে তো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যদি খারাপ হয় তাহলে তো আমারও

শাস্তি হবে (আল্লাহ মাফ করুন)। তাই এখন থেকে আমাদের সচেতন হতে হবে যাতে আমরা যা যা ভুল করেছি সেটার জন্য ক্ষমা চাইতে পারি এবং ভবিষ্যতে যাতে একই ভুল আর না করি কারণ আল-হাকাম আমাদের দেখছেন। এবং তিনি নিরপেক্ষ বিচারকারী।

এই নামটির ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে এই নামটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই প্রযোজ্য কারণ উনার মত আর কেউ যথার্থ বিচার করতে পারবে না। এই সিফাত আর কারোর মধ্যেই নেই। হাদীসটি হলো :

»إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ.«

অর্থ : "আল্লাহ হলেন হাকাম (হুকুমদাতা), আর হুকুম তো তাঁরই।"
[আবু দাউদ, ৫/২৪০, হাদীস নং ৪৯৫৫, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি তাগয়ীরিল ইসমিল কাবীহ; নাসায়ী, কিতাবুল কাদা, হাদীস নং ৫৩৮৯, বাবু ইযা হাকামু রজুলান ফাকাদা বাইনাহুম; আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

হাদীসটি অনেক বড় আমি ছোট অংশ এখানে এনেছি। হাদীসের মূল হচ্ছে একজন সাহাবীর নাম আবুল হাকাম শুনে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা পরিবর্তন করে আবু শুরাইহ রাখেন। কারণ মানুষের পক্ষে হাকাম হওয়া সম্ভব না।

ইয়া হাকাম! আপনি তো উত্তম ফয়সালাকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালা আপনার তরফ থেকেই হয় এবং আপনি ছাড়া কেউই সেটা করতে সক্ষম নয় - এটা যেন আমরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি। আমরা যেন আমাদের বিচারেরও ভয় করি। এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দিন যেগুলো কিনা আপনার বিচারের সম্মুখীন করে

আমাদের। ইয়া রব! শেষ বিচারের দিন আপনি আমাদের বিচারকার সহজ করবেন, বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়া তৌফিক দিবেন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْعَدْلُ

(আল-আদল)

আল-আ'দল অর্থ ন্যায়পরায়ণের ধারণকারী, যিনি কিনা ন্যায় বিচারের উৎস ও ধারক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারকারী না, তিনি ন্যায়বিচারের উৎসও। তিনি আল-আদল, তিনি ন্যায়বিচার ধারণ করুন।

একটু উদাহরণ দিয়ে বললে ব্যাপারটা বুঝতে সহজ হবে ইন শা আল্লাহ। যেমন ধরুন - কোন একটি রাষ্ট্রের সংবিধানে কোন একটি অপরাধের শাস্তি এক রকম, অন্য রাষ্ট্রে অন্যরকম। আবার কোন রাষ্ট্রে হয়তো সে অপরাধের কোন শাস্তিই নেই। যেমন আমাদের দেশে পরকীয়ার কোন শাস্তি নেই। আমাদের দেশে কেউ পরকীয়া করলে

তাকে জেল খাটতে হবে না, কোনরকম শাস্তির বিধানের আওতায় আসতে হবে না। শুধু বাংলাদেশ না হয়তো অনেক দেশেই এটার কোন শাস্তি নেই।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণে এটি একটি জঘন্যতম অপরাধ। এবং এটি শাস্তি খুবই কঠোর। এমন একটি অপরাধের জন্য শাস্তি টা আসলেই কঠোর হওয়া দরকার ছিল। যদি রাষ্ট্রীয় লেভেল থেকে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো তাহলে আজকে এত এত পরিবার এমন গুনাহর কারণে ভেঙে যেত না, খুন খারাবি হতো না, মনকে এমন কাজে ভাসিয়ে দেওয়ার আগে নারী-পুরুষ উভয়ই দুইবার চিন্তা করতো।

অর্থাৎ আমরা যেসব আইন কানুন দেখি দেখলে মানুষের সৃষ্টি সেগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে হয়। এক একটা আইন কানুনের উৎস একেক রকম। এগুলো সাধারণত রাষ্ট্রীয় সংবিধান, সমাজের কিছু বেধে দেওয়া নিয়ম নীতি, সমাজের কালচার বা সংস্কৃতি, আরো একটি জঘন্য বিষয় 'লোকে কি বলবে' এটা ভেবে করা কিছু নিয়ম নীতি। এগুলো কখনো পরিপূর্ণ বিচারের মানদণ্ড হয় না। লোকে কি বলবে এটা ভেবে যদি আমি হারাম কাজের দিকে চলে যাই সে লোকেরা কি আমার জন্য জাহান্নামকে হারাম আর জান্নাত কে আবশ্যক করে দিতে পারবে? খুবই দুঃখজনক যে আমরা মানুষ কি বলবে, সমাজ কি বলবে এটা ভেবে ঠিক-ভুল নির্ধারণ করি। যেন মানুষই আমাকে জান্নাত-জাহান্নাম দিবে!!!(নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

আমরা মুসলিম। আমাদের জন্য কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সেটা ঠিক করবেন একমাত্র আমাদের মালিক আল-আদল। উনার বেধে দেওয়া নিয়মের বাইরে কোন কিছুই ঠিক না, উনার বেধে দেয়া নিয়মের বাইরে কোন কিছুই ভুল না। আমরা একমাত্র উনার থেকেই কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, কোনটা সুবিচার, কোনটা অবিচার সেটার ধারণা নিব। কারণ তিনি আল-আ'দল। তিনিই ন্যায়বিচারের ধারক ও উৎস।

আল-আ'দল আর আল-হাকাম নাম ২টি অনেকটা কাছাকাছি। নাম ২টিকে এভাবে বলা যায় যে, আল-আ'দলের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের ধারণা আসে আর এটার বাস্তবায়ন ঘটান আল-হাকাম। ঠিক-ভুল, হক্ব-বাতিল নির্ধারণ করেন আল-আ'দল আর সেই অনুপাতে বিচারকার্য সম্পাদন করেন আল-হাকাম।

এই যে আল-হাকীম, আল-হাকাম, আল-আ'দল নামগুলো আমরা জানলাম এখন একটা জিনিস আমাদের চিন্তা করা দরকার যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিছু বিধান নিয়ে আমরা কষ্ট পাই। আমরা মেয়েরা কিছু ব্যাপারে হা-হুতাশ করি যে কেন পুরুষদেরকে বহুবিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হল! পুরুষরা জান্নাতে গেলে ৭২ জন হুর পাবে আমরা কি পাব! পুরুষরা দুই রাকাত জুমু'আহর সালাতে যে পরিমাণ সওয়াব পায়, আমরা বাসায় বসে জোহরের সালাত আদায় করলে কি সেই পরিমাণ সব পাব? এমন অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে আসে(আল্লাহ মাফ করুন)। যেহেতু আমরা এই নামগুলো এখন শিখলাম, এই নামগুলো সম্পর্কে জানলাম, এই নামে সিফাত সম্পর্কে জানলাম তাহলে আমাদের দায়িত্ব হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্ধারণ করা নিয়ম নীতির উপর পূর্ণ ভরসা করা কোন রকম প্রশ্ন ছাড়া। তিনি আল-আ'দল। তিনি কখনোই কারো উপর অবিচার করবেন না। তাই আমাদের মনে কোন রকম প্রশ্ন রাখা যাবে না। জান্নাতে গেলে আমরা কি পাবো সেটা জানার জন্য জান্নাতে তো আগে যেতে হবে, নাকি? আল্লাহ তা'আলার কোনো সিফাতের উপর ভরসা না করলে, বিশ্বাস না করলে কি জান্নাতে যাওয়া সহজ হলে আমাদের জন্য? তাই আমরা এমন কোন প্রশ্ন আসতে দিব না ইন শা আল্লাহ। আমরা হতাশ হবো না, দুঃখ পাব না ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন

اَلْفَتَّاحُ

(আল-ফাত্তাহ)

আল-ফাত্তাহ অর্থ ফয়সালা করেন, খুলে দেন, কোন বিশেষ স্পষ্ট করে দেন, সফলতা দেন ইত্যাদি।

এই নামটি কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে নাম হিসেবে কখনো বা কাজ হিসেবে। যেমন সূরা সাবা তে এসেছে নাম হিসেবে। আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۝

অর্থ : বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মধ্যে ন্যায্য ফায়সালা করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।
-[আস-সাবা : ২৬]

আর সূরা ফাতির এ এসেছে কাজ হিসেবে। সেখানে আল্লাহ বলেন :

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَ مَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ
وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ : আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। -[আল-ফাতির : ০২]

যখন কেউ কোন কিছু ভুলে যায়, কোন কাজ আটকে যায় তখন এই নামের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া যায়। বিভিন্ন নবী রসূলগণ আল্লাহ তাআলার কাছে এই নামের মাধ্যমে

সাহায্য চেয়েছেন। এর মধ্যে সূরা আশ-শু'আরা তে নূহ আলাইহিস সালাম এর দু'আ, সূরা 'আরাফ এ শুয়াইয়েব আলাইহিস সালাম এর দু'আ দুটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْن َ

অর্থ : হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

-[আল-আরাফ : ৮৯]

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْن َ

‘সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন আর আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন, আছে তাদেরকে রক্ষা করুন’।

-[আশ-শু'আরা : ১১৮]

শায়খ আবদুর রহমান বিন সাদী (রহ:) সূরা ফাতির :০২ নং আয়াতের তাফসীরে এই নামকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেন :

১| আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুগে যুগে নবী- রসুল, শরিয়ত পাঠিয়ে বান্দাদেরকে দৃঢ়ভাবে সঠিক পথের উপর থাকার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং কাফির-মুশরিকদের বিপক্ষে ফয়সালা করে দিয়েছেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা -আল ফাত্তাহ এই রূপে সাহায্য করেছেন।

২| যা কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেন এই সবই আল-ফাত্তাহ এর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ ফয়সালা করেন যে কার তাকদীরে কি থাকবে।

মাঝে মাঝে আমরা চিন্তা করি এত সহজ এত স্পষ্ট বিষয় গুলো কেন অন্যেরা বুঝে না! পর্দা করা ফরজ এ সহজ বিষয়টা কেন মানুষের বুঝে আসেনা!! এরকম আরো অনেক আল্লাহর দেওয়া নিয়ম-নীতি আছে যেটা হয়তো আরেকজন বুঝে আমার বুঝে আসেনা। এই যে আমরা কিছু জিনিস বুঝি না, আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না, এত এত দলিল প্রমাণ থাকতেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না এটাও আল-ফাত্তাহ এর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা যখন কোন একটা আদেশ, হুকুম বা নিষেধ সম্পর্কে জানি তখন যদি আমরা মেনে নিতে পারি সেটা হচ্ছে আল-ফাত্তাহ এর তরফ থেকে আমাদের উপর ইহসান। তিনি আমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যার কারণে আমরা মেনে নিতে পারছি। আমরা মনে করি আমরা অনেক জ্ঞানী। কিন্তু নাহ! এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আল-ফাত্তাহ নামের সিফাত যিনি কিনা আমাদের অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন, বুঝার জ্ঞান দেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাকদীরে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উত্তম ফয়সালা লিখে দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلسَّمِيعُ

(আস-সামী'ই)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উনার সমস্ত সৃষ্টির প্রতিটা আওয়াজ শুনতে পারেন। কোন কিছুই বাদ যায় না, ছুটে যায় না। কিভাবে সেটা আমরা কল্পনা করতে পারব না

কারণ আমরা দুর্বল। কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুই শুনেন। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা- আস-সামী'ই। সূরা আশ-শুরা তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر ُ

অর্থ : কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।
-[আশ-শুরা : **১১**]

এই নামটি কুরআনে প্রায় **৫০** বার এসেছে।

এই নামের অর্থ অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা অসহায় না। আমাদের প্রতিটা ডাক, প্রতিটা আবেদন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শোনেন। দুনিয়ার জীবনে আমরা চাই আমাদের দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশার কথা কেউ শুনুক। আমরা মানুষ খুঁজি আমাদের দুঃখের কথা শোনানোর জন্য। আমরা অসহায় বোধ করি যখন তেমন কাউকে পাইনা। অথচ তিনি এমন রব যিনি আছেন বলে আমাদের অসহায় বোধের কোন কারণই নেই। তিনি আমাদের প্রতিটা আওয়াজ শুনতে পান। আমাদের চাওয়া পাওয়ার সব আবেদন, চাপা কষ্ট সবই তিনি শোনেন। কেউ আস্তে আস্তে, মনে মনে যেভাবেই ডাকুক আমাদের রব সবই শোনেন এবং জানেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবকিছু শুনতে পান এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১. তিনি সবকিছুই শুনতে পান;
২. তিনি দু'আর উত্তর ও প্রতিদান দেন।
এই অংশটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শোনেন মানে এই না যে সাথে সাথে সেটার প্রতিফল আমরা দেখতে পাব। আজকের দিনে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আসে যে, পৃথিবীর

বুকে ছোট্ট এক টুকরো জায়গা মানুষের ফরিয়াদ কি আল্লাহ শুনতে পান না? অবশ্যই পান। কিন্তু তিনি আমাদের হয়তো পরীক্ষা করছেন আমরা কি পাই কিনা তাদের আর্তনাদের আওয়াজ!!! আমরা কি পাই শুনতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের ফরিয়াদ?? তিনি তো তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া সময়মতোন অবশ্যই দিবন কিন্তু আমরা যে শুনেও না শোনার অভিনয় করছি সেটার জবাব আমরা কি দিব সেই ফিকির কি আমরা করি নাকি শুধু আল্লাহ কেন শোনেন না সেই প্রশ্ন করেই যাই(নাউজুবিল্লাহ)!!! আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এবং তৌফিক চাই এই আর্তনাদকারী ভাইবোনদের সাহায্যকারী হিসেবে যেন আমাদের কবুল করেন।

প্রতিদিন সালাতে আমরা রুকু থেকে উঠার সময় যে ক্বওমার দু'আ বলি সেটার অর্থ কি আমরা জানি? দু'আ তে আমরা বলি-

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

অর্থ : আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।

আস-সামী'ই সমস্ত কিছুই শুনতে পান। কোন কিছুই ছুটে যায় না তাঁর শোনা থেকে। এই যে তিনি সব কিছুই শুনতে পান এটাকে তিন ভাবে বলা যায়-

১. হুমকি অর্থে : আস-সামী'ই সবার সমস্ত কথাই শুনতে পান। কাফির-মুশরিকরা মনে করত তাদের গোপন পরামর্শ, গোপন কথা আল্লাহ শুনতে পান না। আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট করে তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি তাদের প্রত্যেকটা গোপন পরামর্শ, কথাবার্তা শোনেন এবং জানেন। সবকিছু সম্পর্কেই তিনি অবগত। কুরআনে আল্লাহ বলেন-

اَمۡ یَحۡسَبُوۡنَ اَنَّا لَا نَسۡمَعُ سِرَّہُمۡ وَنَجۡوٰىہُمۡ ؕ

অর্থ : তারা কি মনে করেছে আমি তাদের গোপন কথাবার্তা ও তাদের কানাকানি শুনতে পাই না?
—[আয্-যুখরুফ : ৮০]

২. প্রিয় বান্দাদের সাহায্যকারী অর্থে : মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন ফির'আউনকে ঈমানের দাওয়াত দিতে বললেন আল্লাহ, তখন তিনি ভয় পেয়েছিলেন। আস-সামী'ই তখন তাঁর প্রিয় বান্দাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেন-

قَالَ لَا تَخَافَاۤ اِنَّنِیۡ مَعَکُمَاۤ اَسۡمَعُ وَاَرٰی

অর্থ : আল্লাহ বললেন, ভয় করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও দেখি।
—[আত-ত্বা-হা - ৪৬]
তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতিটা ফরিয়াদ শোনেন এবং সাহায্য করেন।

৩. সাধারণ অর্থে : এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর আওয়াজ, মরুভূমির বুকে হেঁটে যাওয়া ছোট্ট কালো পিপড়ার আওয়াজ, প্রত্যেকটি গাছ থেকে ঝরে পরা পাতার আওয়াজ সমস্ত কিছুই শুনতে পারেন। কিছুই উনার অগোচরে থাকেনা। নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল একজন সাধারণ মহিলা যিনি কিনা তার স্বামীর সাথে বাক-বিতণ্ডা হওয়ার পরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন। সুবহানআল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার ফরিয়াদের উত্তর দিয়েছেন এবং এই প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সমস্ত কিছুই শুনতে পারেন। আল্লাহ বলেন-

وَاللّٰهُ یَسۡمَعُ تَحَاوُرَکُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیۡعٌۢ بَصِیۡرٌ ۝

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।
—[আল মুজাদালাহ্ - ১]

আস-সামী'ই সমস্ত কিছু শুনতে পারেন এটা কম-বেশি আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমাদের ঈমানের, বিশ্বাসের দূর্বলতার জন্য পুরোপুরিভাবে মানতে পারি না। তাই আমরা গুনাহের কাজ ছাড়তে পারি না। আমরা যদি বিশ্বাস করতাম তাহলে গীবত করতে বসতাম না, কারো হক্ক নষ্ট করতাম না, কারো সাথে খারাপ আচরণ করতাম না, কাউকে কষ্ট দিয়ে, খোঁটা দিয়ে কথা বলতাম না। আস-সামী'ই সমস্ত কিছু শোনেন তার মানে তিনি আমাদের গুনাহগুলো সম্পর্কেও অবগত। আমরা ভয় পেতাম যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই সিফাত উপলব্ধি করতাম। আমরা লজ্জা পেতাম খারাপ কিছু বলার আগে।

ইয়া সামী'ই! আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা আপনার সিফাতটি উপলব্ধি করে সেভাবে আমল করতে পারি যেভাবে করলে এই নামের হক্ক আদায় করতে পারবো। আমাদের তাক্বওয়া তথা আপনার ভয় কে যেন জীবন্ত করতে পারি এই সিফাতের উসিলায়। আপনি সব শুনছেন সেটা উপলব্ধি করে যেন খারাপ কিছু বলা থেকে, শোনা থেকে বিরত থাকতে পারি। ইয়া সামী'ই আপনি তো সব শোনেন, তাই আমরা ডেকেই যাই। দু'আ কবুলকারী রব আমাদের, দু'আ করার তৌফিক আমৃত্যু দিয়েন আমাদেরকে। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْبَصِيرُ</u>

(আল-বাসীর)

★ এর অর্থ যিনি কিনা সমস্ত কিছু দেখতে পান, প্রকাশ্য বা গোপনীয় সমস্ত কিছু। কারণ তিনি সর্বদ্রষ্টা-আল-বাসীর।

★ এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৪০ বারের বেশি এসেছে।

★ এ প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে আমাদের ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দুইটি চোখ রয়েছে। সেটা কি রকম, কিভাবে রয়েছে, কিভাবে দেখেন এসব বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা যাবে না, প্রশ্ন করা যাবে না। এই সমস্তটাই বিদ'আত। শুধু বিশ্বাস রাখব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দুটি চোখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা হাদীস আছে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। হাদীসটি হল -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ

অর্থ : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর জাতিকে কানা মিথ্যুকটির ব্যাপারে সতর্ক করেননি। সে কানা (দাজ্জাল)। আর তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। তার দু'চোখের মাঝখানে 'কাফির' লেখা থাকবে।
-[সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) - ৭৪০৮]

এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, দাজ্জাল মিথ্যার রব দাবি করলেও তাকে চেনা যাবে কারণ সে হবে কানা। কিন্তু আমাদের রব নিখুঁত। উনার কোন খুঁত নেই। তিনি সর্বদ্রষ্টা। তিনি নিখুঁত চোখ দিয়ে সমস্ত কিছু দেখেন।

★ আমরা খারাপ কাজ করার সময় দরজা লাগিয়ে দিই, পর্দার আড়াল করে রাখতে চাই যাতে কেউ না জানে, কেউ না দেখে। কারণ কেউ দেখলে আমরা লজ্জা পাবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন রব যিনি কিনা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত কিছুই

দেখতে পান। তাহলে আমাদের উচিত না আমাদের রব কে লজ্জা পাওয়া? তিনিই সবচেয়ে বড় হক্কদার আমাদের লজ্জা অনুভূতির। কিন্তু আমরা নির্লজ্জের মতোন, বেহায়ার মতোন সব খারাপ কাজ করি। তিনি সব দেখছেন, তিনি সব হিসাব রাখছেন। এই চিন্তাই তো যথেষ্ট হওয়ার কথা খারাপ থেকে ফিরে আসার জন্য যদি সত্যি আমরা এই সিফাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। আমরা আদৌ কি পারি? আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

★ আমাদের সাথে যখন কোন কিছু খারাপ হয়, দুনিয়ার কেউ দেখুক বা না দেখুক সেটা তিনি দেখেন। তাই আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই যখন আমাদের সাথে কোনো অবিচার হয়। আমাদের রব দেখেন। তিনি বিচার করবেন। তাই আমাদের হতাশ হওয়া যাবে না।

ইয়া বাসীর! সর্বদ্রষ্টা রব আমাদের, আমাদেরকে সাহায্য করুন যাতে আমরা আপনার সামনে লজ্জিত হওয়ার মত কোনো কাজ না করি। আপনি সমস্ত কিছু দেখছেন এই সিফাতটা খারাপ কিছু করার চিন্তা আসলেও আমাদের যেহনে(ذهن) এ যেন থাকে। আমাদেরকে সাহায্য করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْعَلِيْمُ</u>

(আল-'আলীম)

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই নাম বহুবার এসেছে। প্রায় **১৫০** বারের বেশি এসেছে।

এর অর্থ হলো যিনি কিনা তাঁর জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন। অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে, হবে ; সাত আসমানের উপরে নিচে যা কিছু আছে অর্থাৎ 'আলামীনের সমস্ত কিছুই আল-'আলীম জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ইলমের প্রশস্ততার বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা আল-আন'আম ও সূরা আল-ইব্রাহিম এ আল্লাহ বলেন :

یْ فِی اللّٰہِ وَ قَدْ ہَدٰىنِ ؕ وَ لَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِکُوْنَ بِہٖۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَکَّرُوْنَ ۝

অর্থ : আর তার কওম তার সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, তোমরা কি বাদানুবাদ করছ আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? তোমরা তাঁর সাথে যা শরীক কর, আমি তাকে ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু করতে চান। আমার রব ইলম দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না’? -[আল আন'আম : ৮০]

رَبَّنَاۤ اِنَّکَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِیۡ وَ مَا نُعۡلِنُ ؕ وَ مَا یَخۡفٰی عَلَی اللّٰہِ مِنۡ شَیۡءٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ۝

অর্থ : হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আর কোন কিছু আল্লাহর নিকট গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে।
-[আল-ইব্রাহিম : ৩৮]

এই নামের সিফাত উপলব্ধি করলে আমরা বুঝতে পারবো ইন শা আল্লাহ যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুধু সব দেখেন বা শোনেন এমন না, যা কিছু দৃশ্যমান না যেমন আমাদের অন্তরের খবর- সে সম্পর্কেও তিনি পুরোপুরি অবগত। কিছুই বাদ যায় উনার জ্ঞান থেকে। তাই খারাপ চিন্তা করার আগে আমাদের স্মরণ করা দরকার যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিন্তু আমাদের চিন্তার খবরও জানেন......

মহাজ্ঞানী এই সিফাতটা একটা নির্দিষ্ট ধর্মের লোকেরা তাদের উপাস্যকে মানে। তাদের ধারণা তাদের ভগবান সমস্ত কিছুর জ্ঞান রাখেন(নাউজুবিল্লাহ)!!!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আচ্ছা আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসবকে বা যাকে তারা উপাস্য মানে তারা কি তাদের মৃত্যুর খবর আগে থেকে জানতো না? যদি জানে তো সেটাকে প্রতিহত করার মতোন শক্তি কি তাদের ছিল না? যার নিজের জন্ম-মৃত্যুর জ্ঞান নেই, যার নিজের মৃত্যুকে আটকানোর শক্তি নেই তো সেই ব্যক্তি বিশেষ কিভাবে রব হবে? যে কিনা নিজেকেই প্রটেক্ট করতে সক্ষম না তো সে বাকিদের কি প্রটেকশন দিবে???

রবের সিফাত জানাটা আসলেই অনেক বড় নিয়ামত। এই যে আমাদেরকে উনার সম্পর্কে জানার রাস্তা আল্লাহ যেমন সহজ করে দিয়েছেন তেমনি আমরা দু'আ করবো যেন আমরা সেগুলো যেন মেনে চলতে পারি সেটাও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

***[বিশেষ ধর্মটি হলো বৌদ্ধ ধর্ম যেখানে গৌতম বুদ্ধকে মহাজ্ঞানী বলা হয়। অথচ এই জিনিসটাই তারা বুঝে না যে মহাজ্ঞানী কিন্তু নিজের মৃত্যুকে প্রতিহত করার জ্ঞান রাখেন না, ক্ষমতাও রাখেন না!!!]

اَللَّطِيفُ : اَلْخَبِيرُ

(আল-লাতীফ : আল-খবীর)

এই নাম দুটি একত্রে অনেক আয়াতে এসেছে। তার মধ্যে সূরা আল-আন'আম : **১০৩** নং আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۚ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থ : দৃষ্টিসমূহ তাঁকে অবধারণ করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

আল-খবীর অর্থটা অনেকটা আল-'আলীম এর মতোন। যিনি কিনা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত। আল-'আলীম আর আল-খবীর নাম ২টি একত্রে আসলে অর্থটা হয় এমন : আল-'আলীম যিনি কিনা দৃশ্যমান ও বাহ্যিক বিষয়গুলে সম্পর্কে অবহিত আর আল-খবীর যিনি অপ্রকাশ্য বিষয়ের ব্যাপারে অবগত।

আল-লাতীফ এর অর্থ ২টি। প্রথমটি আল-খবীর এর মতোন। আর ২য়টি যিনি কিনা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য যা কিছু প্রয়োজন পৌঁছে দেন ইহসান স্বরূপ। তিনি দিতে বাধ্য নন কিন্তু তিনি ভালোবেসে ইহসান হিসেবে দেন।

আল-লাতীফ এই নামটার কাজটা হলো الطف বা উদারতা। এই কাজটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুই ভাবে করেন।

১| বান্দার জন্য তার কাজগুলো সহজ করার মাধ্যমে;

২| বান্দাকে শেষ পর্যন্ত খইর বা ভালোর পথে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন কষ্টদায়ক প্রক্রিয়ার সম্মুখীন করেন কিন্তু তাদের পথভ্রষ্ট হতে দেন না। এটার একটা বড় উদাহরণ হল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। বিভিন্ন কষ্টদায়ক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি সবশেষে সম্মানজনক স্থানটা অর্জন করেছিলেন। এই কষ্টদায়ক প্রক্রিয়ায় তিনি গুমরাহ হতে পারতেন, কিন্তু আল-লাতীফ উনাকে গুমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ভালোটাই দেন কিন্তু এ রাস্তাটা অনেক কষ্টকর করে দেন। তবে কষ্টকর রাস্তাতে হাঁটার সময় বান্দা যাতে পথ ভুলে না যান সে বিষয়টা তিনি তদারকি করেন। কারণ তিনি আল-লাতীফ।

***(এখানে একটা বিষয় আমাদের জানা জরুরী। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সম্পর্কে আমাদের দেশে অনেক আজগুবি গল্প প্রচলিত রয়েছে। অনেক হারাম সম্পর্ককে উনার নাম দিয়ে জায়েজ করা হয়। এগুলো বেশিরভাগ, ক্ষেত্রবিশেষে সমস্তটাই মিথ্যা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পুরা কুরআনে একমাত্র উনার ঘটনাগুলো একসাথে বর্ণনা করেছেন। এই সূরা ইউসুফ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে। পুরা কুরআন থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এই সূরাটার কথা আলাদাভাবে এজন্যই বলা বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের যুগে নিজেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় এটার অনেকগুলো গাইডলাইন আমরা একসাথে সূরা থেকে পেতে পারি ইন শা আল্লাহ। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই সূরার তাফসীর অধ্যয়ন করা ও সেগুলো জীবনে তাদ্দাবুর করা। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই لطف এর উদাহরণ এভাবেও দেয়া যায় যে, অনেক সময় আমাদের জীবনে বিপদ আসে নিয়ামত হিসেবে। এমন বিপদ দেন আমাদেরকে যেন আমরা আরো ভালো মুসলিম হতে পারি। তিনি আমাদের জন্য যতোটুকু দরকার রিযিক নির্ধারণ করে দেন এবং সেটার মধ্যেই আমাদের জন্য خير বা ভালো দিয়ে দেন যতটুকু দরকার। আমাদের জন্য উত্তম পরিবার, আত্মীয়-স্বজন

বন্ধু-বান্ধব, পরিবেশ নির্ধারণ করে দেন যাতে আমরা ভালো মুসলমান হতে পারি। এ সমস্ত কিছু আল-লাতীফ এর ইহসান।

আমাদের শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়ে যে রক্ত চলাচল করে সেগুলো এমনি এমনি চলে না। এগুলো আল-লাতীফ নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি এগুলো অপারেট করেন। আমরা যখন খাবার খাই তখন কিন্তু খাবারকে ভেঙে শর্করাগুলো ব্রেনকে, আয়রন ভেঙে হাড্ডিকে এভাবে খায় না বা খাওয়ায় না। আমরা খায় এবং প্রতিটা খাদ্য উপাদান যার যেটা যেখানে দরকার সেটা সেই জায়গায় পৌঁছে যায়। আমাদের কষ্ট করা লাগে না। এগুলো কে পৌঁছে দেন? আল-লাতীফ। করোনাতে অক্সিজেন সিলেন্ডার একটা বোতলের দাম কত ছিল আমাদের তো মনে থাকার কথা। যদিও সেটা আল্লাহর সৃষ্টি কিন্তু সেটা আল্লাহ থেকে আমরা ফ্রী তে পাই। কিন্তু সেটা মানুষ থেকে নিতে গেলে কত খরচ করা লাগে আমাদের!!! অনেক টাকা দিয়ে আমরা সবসময় পাইও না। এই যে এই সকল নিয়ামত সবই আল-লাতীফ এর দেওয়া।

এই নাম নিয়ে লিখতে গেলে অনেক কিছু আরো লিখা যাবে। শেষ করবো এই দু'আ করে-

ইয়া লাতীফ, ইয়া খবীর! আপনি যেভাবে আপনার প্রিয় বান্দাদের ভালোর দিকে গাইড করেন, আমাদেরকেও সেরকম বান্দা হিসেবে কবুল করে নিন। আমাদেরকেও ভালোর দিকে গাইড করুন। আপনি তো আল-খবীর, আপনি জানেন যে আমরা কতোটা গুমরাহীর মধ্যে আছি। আমাদের জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিন। আপনি সহজ না করলে আমরা তো পথহারা হয়ে যাব । আমাদেরকে আপনি প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلشَّكُورُ : شَاكِرُ

(আশ-শাকুর : আশ-শাকীর)

'আশ-শাকুর' নামটি পবিত্র কুরআনে চারবার এসেছে। সূরা আল-ফাতির : ৩০,৩৪ ; আশ-শুরা : ২৩; আত-তাগাবুন : ১৭। 'আশ-শাকীর' দুই বার এসেছে। সূরা আল-বাক্বরহ : ১৫৮ ; আন-নিসা : ১৪৭। নাম দুটিকে একত্রে আনার কারণ হলো নাম দুটির অর্থ কাছাকাছি। অর্থ হল যাঁর কাছে কোন ভালো কাজ হারিয়ে যায় না। যিনি কিনা অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, মহা গুণগ্রাহী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার সরিষা দানা সমান ভালো কাজও স্মরণ রাখেন এবং তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে পুরস্কার দেন। তিনি তৌফিক না দিলে আমরা কেউই ভালো কাজ করতে পারতাম না। তারপরেও তিনি এতটাই মহান যে উনার দেওয়া তৌফিক ব্যবহার করে যে ভালো কাজ করি তাতেও তিনি অধিক, অধিক পরিমাণের পুরস্কার দেন (সুবহানআল্লাহ)। আর এই নিয়ামত থেকে কাফির, মুশরিকরাও বাদ যায় না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ হলো- 'মেরি তেরেসা'। এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে অনেক মুসলমানদের মধ্যেও আফসোস যে এত এত ভালো কাজ করেও কেন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে!!! এত এত কুষ্ঠ রোগীর সেবা নিজ হাতে করেছেন তারপরেও কেন জাহান্নামে যাবে!! যাদের মনে প্রশ্ন আসে তাদের জন্য উত্তর হল - যে কিনা চিরস্থায়ী জাহান্নামী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিনি কিনা আশ-শাকুর : আশ-শাকীর তিনি এই ভদ্রমহিলার ভালো কাজগুলোর জন্য মারা যাওয়ার পরেও দুনিয়াতে সম্মানিত করে রেখেছেন। অথচ এ ভদ্র মহিলা জাহান্নামী। দুনিয়াতে আমরা দেখি কেউ যদি কোনো অপরাধ করে জেলে যায় বা অপরাধ না করেও যায় তারপর লোকজন ওই ব্যক্তিকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করে। খারাপ চোখে দেখে। তো আল্লাহর আইনে যে কিনা আসামী, যে কিনা জাহান্নামী তাকে দুনিয়াতে এত সম্মান কেন দেওয়া হচ্ছে? কারণ আশ-শাকুর কারো ভালো কাজকে হারিয়ে যেতে দেন না। তিনি আল- আদল। তিনি সবার সাথেই ইনসাফ করেন। হোক সে কাফির, হোক সে মুশরিক।

ফির'আউনের সময়ে যে সকল জাদুকরেরা ঈমান এনেছিলেন, ফির'আউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া যিনি কিনা নির্মম নির্যাতনের মুহূর্তেও ঈমান হারা হননি কিংবা হাবিব নাজ্জার যিনি কিনা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে এসেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রেরিত পয়গম্বরদেরকে সত্যায়িত করতে এবং নির্মমভাবে উনাকে হত্যার শিকার হতে হয়েছিল- উনাদের প্রত্যেকের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমাদের কাছে স্মরণীয় করে দিয়েছেন (সুবহানআল্লাহ)। উনারা চরম নির্যাতনের মুহূর্তে আল্লাহকে ভুলেন নি। আল্লাহও উনাদেরকে ভুলেন তো নাই-ই সাথে সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমরা সবাই যাতে স্মরণ করে উনাদেরকে কুরআনে উনাদের ঘটনাগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন (সুবহানআল্লাহ)।

এই ঘটনাগুলো আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা। আমরা মনে করি আমরা অনেক অসহায়। আমরা চাইলেও ভালো কাজ করতে পারিনা কারণ না ভয় পাই মারা যাওয়ার, অত্যাচারিত হওয়ার, সন্তান হারানোর, সম্পত্তি হারানোর ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এই ঘটনাগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ না চাইলে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আর যখন আমরা অত্যাচারিত নিপীড়িত হব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে চলার কারণে তখন আশ-শাকুর, আশ-শাকীর আমাদের ভালো কাজের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আমাদের একটা দানা পরিমাণ ভালো কাজও বৃথা যাবে না। আমাদের রব কিছু ভুলেন না। দুনিয়াতে কেউ জানুক বা না জানুক আমাদের রব জানেন। সমস্ত কিছুই জানেন। হাবিব নাজ্জার জান্নাতে গিয়ে কি বলেছেন সেটা আমরা শুনিনি, আমরা দেখিনি। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন এবং সেটা তিনি আমাদেরকেও জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা যাতে ভয় না পাই, মৃত্যুকে যেন ঈমান চেয়ে আছে বড় মনে না করি। হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির সময় মক্কার কাফির-মুশরিকরা চুক্তিপত্রে আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামের আগে রসুল লিখতে দেয়নি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজ অনুগ্রহে কুরআনুল কারীমে সূরা আল-ফাতহ : ২৯ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি(মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসুল (সুবহানআল্লাহ!)। আল্লাহ বলেন :

مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ ؕ

অর্থ : মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।
—[আল ফাত্হ : ২৯]

আমরা সামান্য ভালো কাজে যদি করি সেটাও আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা ভুলে যান না। তিনি নিজে স্মরণ রাখেন, ফেরেশতাদেরকে জানান, কিছু ক্ষেত্রে আমরাও আমরাও জানতে পারি। আমাদের কোনো ভালো কাজই হারিয়ে যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আশ-শুরা : ২৩ নং আয়াতে এ ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

ذٰلِکَ الَّذِیۡ یُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلۡ لَّاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ اَجۡرًا اِلَّا الۡمَوَدَّۃَ فِی الۡقُرۡبٰی ؕ وَ مَنۡ یَّقۡتَرِفۡ حَسَنَۃً نَّزِدۡ لَهٗ فِیۡهَا حُسۡنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ شَکُوۡرٌ ۞

অর্থ : এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, 'আমি এটার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।
—[আশ্-শূরা - ২৩]

এমন গুনগ্রাহী রব থাকতে আমরা কখনোই যেন হতাশ না হয়। যিনি কাফিরদের, মুশফিকদের ভালো কাজ বলে মনে রাখেন, তাদেরকে প্রতিদান দেন তিনি কি

আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না? তোমরা কখনোই যেন হতাশ না হয় এবং আমাদের ঈমানকে বুলন্দ করার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ। আমরা যখন এই সিফাত সম্পর্কে জেনেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন উনার এমন সিফাত সম্পর্কে জানার আমাদের উচিত হবে দু'আ করার সময় এ নাম ব্যবহার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন

اَلحَلِيمُ

(আল-হালীম)

পবিত্র কুরআনে নামটি প্রায় ১১ বার এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে সহনশীল, সবচেয়ে দয়ালু ও কোমল।

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে সহনশীল। আমরা প্রতিনিয়ত গুনাহ করেই চলেছি। কিন্তু তিনি সাথে সাথে আমাদের পাকড়াও করেন না। তিনি শাস্তি বিলম্বিত করেন যাতে আমরা ফিরে আসি, ক্ষমা প্রার্থনা করি। যাতে তিনি আমাদের ক্ষমা করতে পারেন। আর এটা উনার দুর্বলতা নয় বরং এটা উনার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব, আমাদের রবের সহনশীলতার প্রমাণ। এত এত গুনাহ করার পরও তিনি শাস্তি দিচ্ছেন না সাথে সাথে। আমাদের সাথে কেউ খারাপ করলে আমরা সাথে সাথে রিঅ্যাক্ট করি। খারাপ আচরণ করি। কিন্তু আমাদের রব সব দেখেন, শুনেন, জানেন, বুঝেন কিন্তু সহ্য করেন। সাথে সাথে রিঅ্যাক্ট করেন না।

যখন আমরা দেখবো যে আমরা কোনো কারণে অস্থির হয়ে যাচ্ছি, মন মেজাজ ভালো লাগছে না, অন্যদের সাথে খারাপ আচরণ করছি তখন আমরা এই নাম ধরে দু'আ করতে পারি ইন শা আল্লাহ।

ইয়া হালীম! মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম আখলাক্ব। আপনি আমাদের আচরণকে সুন্দর করে দিন, খারাপ আচরণগুলো মুছে ফেলার তৌফিক দিন। আমরা যাতে কাউকে কষ্ট না দিই। কারো হক্ব নষ্ট না করি। উত্তম আখলাক্বের অধিকারী হওয়ার তৌফিক দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

<u>اَلمُجِينُ</u>

(আল-মুজীব)

আল-মুজীব অর্থ সাড়াদানকারী, যিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেন।

কুরআনের অনেক আয়াতেই এই নামটি এসেছে। তার মধ্যে সূরা আল-বাক্বরহ : **১৮৬**, সূরা আল-হুদ :৬**১** নং, সূরা আল-গাফির : ৬০ নং নং আয়াত উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ইনস্ট্যান্ট মেসেজের রিপ্লাই না পেলে আমরা রাগ হই, বিরক্ত হই। কিন্তু কোন মানুষের পক্ষে ২৪ ঘন্টা এক্টিভ থাকা সম্ভব না। যিনি সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক বান্দার ডাকে সাড়া দেন এবং সাথে সাথে সাড়া দেন আমরা কেন উনাকে ডাকতে বিলম্ব করবো??

আল-মুজীব আমাদের প্রত্যেকটি ডাকেই সাড়া দেন। এই ডাকের দ্বারা হয়তো আমাদেরকে প্রিয় বান্দা করে নেন অথবা এ ডাকের বিনিময়ে আমাদের কোন বড় বিপদ সরিয়ে নেন বা আখিরাতে আমাদেরকে প্রতিদান দেওয়ার জন্য জমিয়ে রাখেন। কিন্তু তিনি ডাকে সাড়া দেন যদিও আমরা বুঝি না।

বান্দা দুই হাত তুলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ডাকলে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান। তিনি কখনোই বান্দাকে নিরাশ করেন না। কিন্তু আমরা খুব কমই বুঝি বা সবর করি বা তাওয়াক্কুল করি।

ইয়া মুজীব! আপনি আমাদেরকে তৌফিক দিন সবকিছুর জন্যই যাতে আপনাকে ডাকতে পারি, দু'আ কবুল হবেই সেটা এই দুনিয়ায় হোক বা চিরস্থায়ী দুনিয়ায় সে বিশ্বাস রাখতে পারি, তাওয়াক্কুল করতে পারি, হতাশ বা নিরাশ যেন কখনো না হয়। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلحَفِيْظُ

(আল-হাফিয)

اِنَّ رَبِّیۡ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ حَفِیۡظٌ

অর্থ : নিশ্চয় আমার রব সব কিছুর হেফাযতকারী।

-[আল-হূদ : ৫৭]

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এই নামটি এসেছে। যেমন : এর অর্থ হচ্ছে হিফাযতকারী বা সংরক্ষণকারী।

এই নামের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা :

১| বান্দার সকল ভালোমন্দ কাজ হিফাযত করে রাখা হয়েছে লাওহে মাহফুযে ;

২| সমস্ত সৃষ্টির হিফাযতকারী। আকাশকে ধরে রেখেছেন যাতে আমাদের মাথার উপর পড়ে না যায়, কুরআনকে হিফাযত করেন বিস্মৃতি হওয়া থেকে ইত্যাদি।

এই হিফাযত আবার **দুই ধরনের**। সেগুলো হলো :

১| **সাধারণ** : বান্দার যা কিছু দরকার তা সরবরাহ করার মাধ্যমে হিফাযত করেন। যেমন : যখন কারো খাবারের দরকার হয় তখন সেটা তিনি সরবরাহ করেন। যদি না করেন সে ক্ষেত্রেও সেটার মধ্যেও বান্দার খইর থাকে।

২| **নির্দিষ্ট :** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ঈমানহারা হওয়া থেকে, ফিতনা থেকে, বিপথগামী হওয়া থেকে হিফাযত করেন।

ইয়া হাফিয! আপনি আমাদের সেসকল বান্দা হওয়ার তৌফিক দিন যাদেরকে আপনি ভালোবেসে বিপথগামী হওয়া থেকে হিফাযত করেন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلنُّورُ</u>

(আন-নূর)

আন-নূর অর্থ আলো বা জ্যোতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আন-নূর কারণ তিনিই সমস্ত আলো। আলোর মূল উৎস। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বিস্তারিতভাবে বলেছেন সূরা নূর এর ৩৫ নং আয়াতে। তিনি বলেন -

★اَللّٰهُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ مَثَلُ نُوۡرِهٖ كَمِشۡكٰوةٍ فِيۡهَا مِصۡبَاحٌ‌ؕ اَلۡمِصۡبَاحُ فِىۡ زُجَاجَةٍ‌ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوۡكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوۡقَدُ مِنۡ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيۡتُوۡنَةٍ لَّا شَرۡقِيَّةٍ وَّلَا غَرۡبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيۡتُهَا يُضِىۡٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٌ‌ؕ نُوۡرٌ عَلٰى نُوۡرٍ‌ؕ يَهۡدِى اللّٰهُ لِنُوۡرِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ‌ؕ وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ‌ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۙ

অর্থ : আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেন এক তাক, যাতে আছে এক প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের ভেতর। যেন তা (অর্থাৎ কাচ) নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল। প্রদীপটি প্রজ্বলিত বরকতপূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা, যা (কেবল) পুবেরও নয়, (কেবল) পশ্চিমের নয়। মনে হয়, যেন আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও তা এমনিই আলো দেবে। নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরে উপনীত করেন। আল্লাহ মানুষের কল্যাণার্থে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। —[আন নূর - ৩৫]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বারবার বলেছেন যাদেরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রেখে ভালো কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন (সুবহানআল্লাহ!)।

নূর-কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **বাহ্যিক নূর** : বাহ্যিক নূর হলো সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের আলো যা কিনা দেখা যায়।

২. **অভ্যন্তরীণ নূর** : অভ্যন্তরীণ নূর হলো ঈমান, ইলম, আমলের নূর। বান্দার অন্তর আলোকিত হয় ঈমানের নূর দ্বারা। আর এই নূর সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তরফ থেকে আসে (সুবহানআল্লাহ!)

ইয়া নুরুন আলা নূর! আপনি আমাদের ঈমান আমলকে আলোকিত করে আপনার নূরে নূরান্বিত হওয়ার তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْمَجِيد

(আল-মাজীদ)

এই নামটি পবিত্র কুরআনে দুইবার এসেছে। সূরা আল-হুদ :৭৩ নং এবং সূরা আল-বুরুজ :১৫ নং আয়াতে।

আল-মাজীদ অর্থ মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত গুণের অধিকারী। এই নামটি আরো অনেকগুলো নামের,

সিফাতের সাক্ষী যে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুণের অধিকারী তাই তিনি মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত এবং সকল প্রশংসার অধিকারী।

তিনি অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী সেটা তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন। আমাদের সকল ইবাদতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা ও মর্যাদা করা হয়। যদিও আমরা জানি না। সালাতে, দু'আ-তে সবখানে আল্লাহর প্রশংসা করা হয় কিন্তু আমরা বুঝি না। আমরা শুধু মুখস্থ বলে যাই।

একজন বান্দা সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে যেতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা করার মাধ্যমে। আর এটার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। কুরআনকে এজন্যই কুরআন মাজীদ বলা হয় কারণ এটি সর্বোচ্চ সম্মানিত কালাম।

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে তৌফিক দিন কুরআন মাজীদকে যথাযথ সম্মান করার, যেভাবে ইবাদত করলে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার যথাযথ যথাযথ সম্মান করা হবে সেই ভাবেই ইবাদত করতে পারার। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلحَمِيد

(আল-হামীদ)

এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে ১৭ বার। এর অর্থ প্রশংসিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কথা, কাজ, নাম, সিফাত, বড়ত্ব, মহত্ত্ব সব দিক থেকেই প্রশংসিত। সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসার মালিক একমাত্র তিনি নিজেই। তিনি সমস্ত পূর্ণতার অধিকারী। তাহলে সমস্ত প্রশংসার মালিক তো তিনিই হবেন। আর কারো কি সেই যোগ্যতা আছে?

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার প্রশংসা কে দুই ভাবে বলা যায় ----

১| তাঁর তাদের জন্য, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য, যে সকল নিয়ামত দেন সেগুলোর জন্য, সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণের জন্য যা কিছু করেন এই সমস্ত কিছুর জন্যই তিনি প্রশংসিত।

২| আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রশংসিত কারণ তিনি পরিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা যে সকল নিয়ামতের জন্য প্রশংসিত সে সকল নিয়ামতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ---

ক. সাধারণ নিয়ামত যা তিনি সকল সৃষ্টিকে দিয়ে থাকেন। হোক মু'মিন বা মুসলিম, কাফির বা মুশরিক সবার জন্য তিনি যে নিয়ামত দিয়ে থাকেন তার জন্য তিনি প্রশংসিত।

খ. বিশেষ নিয়ামত যা তিনি মু'মিন বান্দাদের দিয়ে থাকেন, যেমন - হিদায়েত, দ্বীনদারিতা, পাপাচার থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি নিয়ামত দেওয়ার জন্য তিনি প্রশংসিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উনার কালাম কুরআনুল কারীম শুরু করেছেন উনার প্রশংসা দিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ -সমস্ত প্রশংসাই সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য।

ইয়া হামীদ! আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে ঠিক সেভাবে আপনার প্রশংসা করতে পারি যেমন আপনি প্রশংসিত। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْكَرِيمُ

আল-কারীম

'আল-কারীম' অর্থ সুমহান দাতা, সবচেয়ে সম্মানিত। এভাবে যখন অর্থ জানা বা শেখা হয় তখন আসলে নামের আসল গুণ বোঝা যায় না সবসময়। নামগুলোর মর্যাদা, ব্যাপকতা অনেক বেশি।

কুরআনুল কারীমে - এই নাম এসেছে ৩ বার। সূরা আল-আনফাল : ৪, সূরা আন-নিসা : ৩১, সূরা আশ-শু'আরা : ৭ নং আয়াতে। 'আকরম' হিসেবে এসেছে সুরা 'আলাক্ব-তে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

অর্থ : পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব।
—[আল আলাক্ব - ৩]

এখানে আমরা খেয়াল করলে দেখব যে, সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব বলা হয়েছে 'আকরম' অর্থ। আল-কারীম হলো এমন রব যাঁর মাঝে অনেক বেশি খইর আছে। যিনি কিনা অনেক বেশি ভালো, কোনো রকম প্রতিদানের আশা ছাড়ায় যিনি দেন (সুবহানআল্লাহ!)।

কারীম- নাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে কথা বলেছেন। তিনি সুরা মু'মিনুন-এ কারীম নিয়ে তাঁর আরশের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

অর্থ : মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই অধিপতি।
—[আল মু'মিনূন - **১১৬**]

কবীরা গুনাহ এড়িয়ে চললে যে জান্নাত দেওয়ার কথা সুরা-নিসা-তে বলেছেন সেখানে তিনি 'কারীম' বলেছেন এর মর্যাদা বোঝাতে। তিনি বলেন-

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡہُ نُكَفِّرۡ عَنۡكُمۡ سَيِّاٰتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُمۡ مُّدۡخَلًا كَرِيۡمًا

অর্থ : তোমাদেরকে যে বড় বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা পরিহার করে চল, তবে আমি নিজেই তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ তোমাদের থেকে মিটিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দাখিল করব।
—[আন নিসা - **৩১**]

পবিত্র কুরআন- কে 'কুরআনুল কারীম' বলা হয়েছে কারণ এটি মর্যাদাময় কুরআন এবং এতে অনেক খইর আছে। আল্লাহ বলেন :

اِنَّہٗ لَقُرۡاٰنٌ كَرِيۡمٌ ۙ

অর্থ : নিশ্চয়ই এটা অতি সম্মানিত কুরআন,
—[আল ওয়াক্বিয়াহ্ - ৭৭]

উপরোক্ত আয়াতগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে এটা বোঝাটা সহজ হবে ইন শা আল্লাহ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেন 'আল-কারীম'। প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তিনিই সম্মানিত আরশের অধিপতি। যদি আরশটাই এতটা সম্মানিত হয়

তো আরশের উপরের অধিপতি কতোটা সম্মানিত সেটা কল্পনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারার কথা যে তিনিই সর্বাধিক সম্মানিত রব (আল্লাহু আকবার!)।

দ্বিতীয় আয়াতে দেখতে পাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে যারা কবিরা গুনাহ পরিহার করবে তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার বা জান্নাত।
হাদীসে এসেছে যে সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সেই ব্যক্তিকে এই পৃথিবীর থেকে ১০ গুন বড় জান্নাত দেওয়া হবে (সুবহানআল্লাহ!) যে রব এত বিশাল বড় জান্নাত শুধু মাত্র একজন ব্যক্তিকে দিবেন, তাহলে আমরা কি চিন্তা করতে পারি এমন রবের এই মহত্ত্ব কত ব্যাপক!!! তিনি কি কেমন সুমহান দাতা! (আল্লাহু আকবার)।

তৃতীয় আয়াতে আমরা দেখি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- নিশ্চয়ই এটি সবচেয়ে সম্মানিত কুরআন। কুরআন আল্লাহ-র কালাম। এমন মহান রবের কালাম সম্মানিত ছাড়া আর কি হতে পারে? 'কুরআনুল কারীম'। কুরআনে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই নেই। কেউ মানুক বা না মানুক। এমন খইর যাঁর কালামে তিনি কতোটা সুমহান সেটা কি আমরা চিন্তা করতে পারি??

আল-কারীম নামটা দ্বারা সকল ভালোকে বুঝায়। এমন ভালো যার কিনা কোনো তুলনা নেই। কোনো প্রতিদান নেই, কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। এটা এমন একটি নাম যেখানে সব ভালোকে সমন্বয় করে। আমরা ভালো করি ভালো পাওয়ার উদ্দেশ্যে। হোক সেটা দুনিয়া বা আখিরাতে কিন্তু আমরা প্রতিদানের আশা রাখি অন্তরে। কিন্তু আল-কারীম কোনো প্রতিদানের আশা ছাড়াই সবাইকে দেন। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, কাফির-মুশরিক, জীব-জন্তু সবাইকেই। আমরা সেটা মানি বা না মানি।

ইয়া কারীম, আপনার মহত্ত্ব, দয়া, মহানুভবতা সম্মান কত বিশাল, কত ব্যাপক তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে যেভাবে খইর দেন সেভাবে আখিরাতে আমাদেরকে খইর দিয়েন। আমরা গুনাহগার কিন্তু আপনি মহানুভব। ইয়া কারীম, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়ারিশ করুন কোনো হিসাব ছাড়াই। (আল্লহুম্মা আমীন)।

اَلرَّؤُوفُ

(আর-রউফ)

কুরআনুল কারীমে এ নামটি ১০ বার এসেছে। আর-রহমান এর সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে আর-রউফ। তিনি অতি স্নেহশীল, তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু।

সূরা আল-বাক্বরহ : ১৪৩, ২০৭ ; সূরা আলে-ইমরান : ১৩০ ; সূরা আত-তাওবাহ : ১১৭; সূরা আন-নাহল : ৪-৭ ; সূরা আল-হাদীদ : ০৯ ; সূরা আল-হাশর : ১০ নং আয়াতে এই নামটি এসেছে।

সাধারণভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য আর-রউফ। আরে বিশেষভাবে তিনি তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আর-রউফ।

আমরা যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে রহমত চাইবো তখন তাওয়াক্কুলের সাথে এই নামের দ্বারা চাইবো যে তিনি দিবেনই। যদি খয়ের থাকে তাহলে তিনি সেটাই দিবেন যদি না থাকে তাহলে তার বদলে উত্তম কিছু দিবেন। আল্লাহ আমাদেরকে

উনার সে সকল মুত্তাকী বান্দাদের কাতার শামিল করুন যাদের জন্য তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আর-রউফ। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْوَلِيُّ: اَلمَولَى

(আল-ওয়ালী : আল-মাওলা)

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এই নাম দুটি এসেছে। নামের অর্থ প্রায় একই। আল-ওয়ালী অর্থ হলো অভিভাবক, রক্ষক ইত্যাদি আর আল-মাওলা অর্থ মালিক, মনিব, রক্ষক ইত্যাদি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অভিভাবক এটি দুটি দিক রয়েছে। সেগুলো হলো :

১| **সাধারণ** : সমস্ত সৃষ্টির অভিভাবক। কাফির-মুশরিকসহ সবার। কুরআনে আল্লাহ এটা এভাবে বলেছেন :

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَ رُدُّوْٓا اِلَى اللهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ◌َ

অর্থ : এখানে প্রত্যেকে ইতিপূর্বে যা করেছে, সে সম্পর্কে জানতে পারবে। আর তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যা মিথ্যা রটাতো তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।
-[আল-ইউনুস : ৩০]

দুনিয়াতে যে যাকেই অভিভাবক মানুক না কেন প্রকৃত অভিভাবক শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। ক্বিয়ামতের দিন এটা সবাই প্রত্যক্ষ করবে।

২| **স্পেসেফিক বা নির্দিষ্ট** : শুধুমাত্র মু'মিন বান্দাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰہَ مَوۡلَی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ اَنَّ الۡکٰفِرِیۡنَ لَا مَوۡلٰی لَہُمۡ ﴿۱۱﴾

অর্থ : তা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। আর নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই। -[মুহাম্মাদ : **১১**]

অর্থাৎ মুমিনরা যাতে বিপথগামী না হয় সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদের অভিভাবক ও রক্ষক হিসেবে তাদের প্রটেক্ট করেন, সাহায্য করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জন্য অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহর এই স্পেসিফিক সাহায্য পাওয়ার জন্য আমাদের ঈমান ও তাক্বওয়া দুইটাই অনেক মজবুত হতে হবে। কেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেন -

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ وَ یَغۡفِرۡ لَکُمۡ ذُنُوۡبَکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۳۱﴾

অর্থ : বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালেবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।
-[আলে-ইমরান : **৩১**]

উল্লেখিত আয়াতে বলে দেওয়া পথের অনুসরণ করে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কে অভিভাবক, সাহায্যকারী, বন্ধু ও মালিক হিসেবে পেতে পারি ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা উনার প্রিয় হাবিব রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথ অনুসরণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ভালোবাসা পেতে পারি। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْعَلِيُّ : اَلاَعلَى : اَلمُتَعَالِى

(আল-মুতা'আল : আল-আ'লা : আল-'আলী)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই নামগুলো পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এসেছে। এই নামগুলো অর্থ কাছাকাছি কিন্তু সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

আল-'আলী হচ্ছেন যিনি কিনা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কোনরূপ তুলনা এখানে হবে না। কোনো কিছুর সাথে তুলনা করাও যাবে না। তিনি সর্বোচ্চ এবং সবকিছুর উপরে।

আল-আ'লা হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উপরে। অর্থাৎ যা কিছু উঁচু জিনিস আছে পাহাড়, পর্বত, আসমান, এমনকি উনার আরশেরও উপরেই তিনি আছেন। এটা অনেকটা ইংরেজি সুপারল্যাটিভ ডিগ্রি(Superlative Degree)-র মতোন। মানে তিনি যা কিছু উঁচু আছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ। উনার উপরে কেউ নেই, কিছুই নেই।

আল-মুতা'আল হচ্ছেন তিনি উপরে আছেন, উনার জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছু জানেন এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। সেদিক থেকে তিনি সবার উপরে।

আল্লাহ তা'আলা উপরে আছেন এটার মানে ৩টি। সেগুলো হলো -

১| **<u>উলুহুজ-জাত</u>** : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সত্তা হিসেবে সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং সবকিছু সম্পর্কেই তিনি অবগত।

২| **<u>উলুহুল ক্বদর</u>** : তিনি এমন রব যাঁর ধারে কাছে কেউ নেই এবং আমাদের কল্পনা দিয়েও উনার সত্তাকে চিন্তা করা সম্ভব না। প্রত্যেক সৃষ্টির ইবাদতের একমাত্র হক্বদার তিনি।

৩| **<u>উলুহুল কহর :</u>** তিনি সবকিছু উপরে আছেন এবং সমস্ত কিছুর উপরেই নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার।

এক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরে আছেন। আমাদের দেশের একটি প্রচলিত ভুল কথা হল আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। এর অর্থ হলো তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছু বেষ্টন করে রয়েছেন। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা আমাদের নিকটবর্তী। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তিনি সাত আসমানের উপরে রয়েছেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন। আমরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে এর প্রমাণ পাই। যেমন :

اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰي عَلَي الْعَرْش ِ

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন।

-[আল-আরাফ : ৫৪]

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ مَا لَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیۡعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَکَّرُوۡنَ

অর্থ : আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারী। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?
-[আস-সাজদাহ : ০৪]

দুটি আয়াতেই বলা হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরে আরশে উঠেছেন। এমন আরো অনেক আয়াতেই এর প্রমাণ রয়েছে যে তিনি আরশের উপর আছেন।

যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রব, যাঁর সাথে কারো তুলনা করা সম্ভব না, তুলনার যোগ্যতাও কারো নেই। এমন রব তো সর্বোচ্চ আসনেই আসীন থাকবেন আর এটাই তে স্বাভাবিক। তাই অমূলক চিন্তা ধারণা করে বিদ'আত করা যাবে না ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তৌফিক দিন সকল ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেঁচে থাকার এবং উনার সিফাতগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানার আর সেই অনুযায়ী
আমল করার- আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْهَادِي

(আল-হাদী)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই নামের অর্থ হলো পথপ্রদর্শক। যিনি তাঁর বান্দাদের দিকনির্দেশনা দেন এমন পথের যা কিনা দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশান্তি এনে দেয়(সুবহানআল্লাহ)।

আল-হাদী নামটি পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে **দুই বার।**

★وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

অর্থ : আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।

-[আল-ফুরক্বান : **৩১**]

★وَّلِيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ اَنَّہُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکَ فَيُؤۡمِنُوۡا بِہٖ فَتُخۡبِتَ لَہٗ قُلُوۡبُہُمۡ ؕ وَاِنَّ اللّٰہَ لَہَادِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ

অর্থ : আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় এটাই (অর্থাৎ এ কালামই) সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে অতঃপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জন্য সরল পথের হিদায়াতদাতা।

—[আল হাজ্জ - ৫৪]

'ফিকহুল আসমা ওয়াস সিফাত ' কিতাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই নামের চারটি দিক বর্ণনা করা হয়েছে -

১. **সাধারণ নির্দেশনা :** প্রত্যেক সৃষ্টির যে স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য যা কিনা বলে শেখানো লাগে না এটি এমন নির্দেশনা। যেমন : নিঃশ্বাস নেওয়া, ক্ষুধা লাগলে খাওয়া দাওয়া করা ইত্যাদি। এগুলো বলে শিখানো লাগে না কিন্তু এগুলো আল্লাহর হিদায়েতের একটি অংশ। আমরা মনে করি এটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু না এটাও আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশনা দেন, তৌফিক দেন দেখে করতে পারি।

২. **হিদায়াতুল ইরশাদ আল বায়ান** : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেক যুগে যুগে নবী-রসুলদের পাঠিয়ে আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত কুরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। একে বলা হয় 'হিদায়াতুল ইরশাদ আল বায়ান'। কেউ যাতে কখনো বলতে না পারে আমাদের কাছে তো হিদায়েতের বার্তা আসে নাই তাই আমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়নি তাই যুগে যুগে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক পাঠিয়েছেন। এরপরও যারা জাহান্নামী হবে তারা খুব ন্যায়সঙ্গত কারণেই জাহান্নামী হবে। এখানে তারা কাউকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে না। এই প্রসঙ্গে সূরা আয-যুমার এর ৫৬-৫৯ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে কেন জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এখানে ৫৬ নং আয়াতের তাফসীরসহ উল্লেখ করা হলো বোঝার সুবিধার জন্য :

اَنۡ تَقُوۡلَ نَفۡسٌ یّٰحَسۡرَتٰی عَلٰی مَا فَرَّطۡتُّ فِیۡ جَنۡۢبِ اللّٰهِ وَ اِنۡ کُنۡتُ لَمِنَ السّٰخِرِیۡنَ ۙ

অর্থ : যাতে কাউকেও বলতে না হয়, ‘হায় আফসোস! আল্লাহর হক আদায়ে আমি যে শৈথিল্য করেছিলাম তার জন্য। আর আমি কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম’। -[আয-যুমার : ৫৬]

হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘প্রত্যেক জাহান্নামবাসীকেই জান্নাতে তার যে স্থানটি ছিল তা দেখানো হবে, তখন সে বলবে, হায় যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত করত ফলে তা তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। আর প্রত্যেক জান্নাতবাসীকেই জাহান্নামে তার যে স্থানটি ছিল তা দেখানো হবে; তখন সে বলবে, হায় যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত না করত তবে আমার কি হতো! ফলে সেটা তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হিসেবে দেখা দিবে। তারপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।’

- [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৩৫]

৩. **<u>হিদায়াতুত তাওফিক</u>** : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উনার প্রিয় বান্দাদের ভালো কাজ করার, হিদায়াতের উপর অটল থাকার বা হিদায়াত লাভের যে দিক নির্দেশনা দেন এটি এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। একে বলে হিদায়াতুল তাওফীক। আর এই হিদায়েতটা চাওয়ার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে। যেমন প্রত্যেক স্বলাতে আমরা সরল পথের উপর থাকার তৌফিক চাই। আমরা বলি :

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ

অর্থ : আমাদেরকে সরল পথ দেখান। পথের হিদায়াত দিন।
-[সূরা ফাতিহা : ০৬]

আমরা অলরেডি হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছি তাই স্বলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়েছি। সবাই তো স্বলাত আদায় করে না। তারপরও আমরা কেন সরল পথের দু'আ করি? কারণ যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হই। আমরা যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে হেদায়েতের উপর অটল থাকার তৌফিক চেয়ে নিতে পারি সেই জন্য এ দু'আ করার নিয়ম করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এই হিদায়াতটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি পথভ্রষ্ট হই তাহলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হব (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই)। আর এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চান না। তাই তিনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন উনার কাছে দু'আ করার সরল পথের উপর অটল থাকার। আর আমরা বারবার যখন চাইবো অবশ্যই আমাদেরকে সরল পথের উপর থাকার তৌফিক দিবেন ইন শা আল্লাহ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার কুরআনে বলেন :

یَّهۡدِیۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ یُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَ یَهۡدِیۡهِمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

অর্থ : এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।
-[আল-মায়িদা : ১৬]

৪. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতীদের জান্নাতের দিকে আর জাহান্নামীদের জাহান্নামের দিকে পরিচালনা করেন। এটা ইনসাফের সাথেই করেন। এখানে কারো উপর জোর বা যুলম করা হয় না। এটা প্রকারের ধরণ।

ইয়া হাদী, আপনিই তো পথপ্রদর্শক, সঠিক পথের দিশা দেখান। আমাদেরকে আপনার সত্য পথের উপর অটল থাকার তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন

اَلْقَهَّارُ

(আল-ক্বহহার)

আল-ক্বহহার হলেন তিনি যিনি ঊর্ধ্বজগত ও নিম্ন জগতের সবকিছুর উপর মহাপ্রতাপশালী ও দমনকারী।

তিনি সকল মাখলুকের উপর প্রতাপশালী। প্রত্যেক সৃষ্টি উনার মহাসম্মান, মহাশক্তি ও পূর্ণ ক্ষমতার কাছে নতশির।

কারো পরিপূর্ণ জীবন, পূর্ণশক্তি ও ক্ষমতা না থাকলে সে সত্তা সৃষ্টিকূলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। একজন ক্ষমতাশালীর শক্তি তখনই অপূর্ণ হয়ে যাবে যখন তার উপর আরেকজন শক্তিশালীর আবির্ভাব হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন সত্ত্বা যাঁর প্রভাব খাটানোর মত কেউ নেই, কখনোই হবে না। তিনি সূরা আর-রদ এ বলেছেন :

قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّار ُ

অর্থ : বল, 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।'
-[আর-রদ : ১৬]

আমরা দু'আ করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কখনোই আমাদেরকে এমন অবস্থা দেবেন না যেন অন্যায়ের বশীভূত হয়ে যাই বা অন্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি। কখনো যদি এমন কিছু হয়ে যায় তাহলে যেন আল-ক্বহহার এর সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি। ইয়া ক্বহহার! আপনার প্রচন্ড শক্তি দিয়ে আমাদের অন্তরকে কলুষিত হওয়া থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْقَوِيُّ : اَلْمَتِينُ

(আল-মাতীন : আল-ক্বউইউ)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম **আল-মাতীন** অর্থ যিনি কিনা প্রচন্ড শক্তিশালী। এই নামটি কুরআনে **একবার** এসেছে। সূরা আয-যারিয়াত এ। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْن ُ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহই রিযকদাতা, তিনি শক্তিধর, পরাক্রমশালী
-[আয-যারিয়াত : ৫৮]

আল-ক্বউইউ অর্থ যাঁকে কোন কিছু দুর্বল করতে পারে না। এই নামটি কুরআনে অনেকবার এসেছে।
আমরা একটা যিকির করি।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

যার অর্থ : আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই। অর্থাৎ ভালো কাজ করার শক্তি এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি আমরা ক্বউইউ থেকে পাই। তিনি না চাইলে ভালো করার তৌফিক আমাদের নেই, তিনি না চাইলে খারাপ ছাড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশকে ধরে রেখেছেন, তিনি যেখানে যতটুকু দরকার ততটুকু রিযিক দেন, যুলুমকারীদের শাস্তি দেন, প্রতিটি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কখনো ক্লান্ত হন না, দুর্বলও হন না। কারণ তিনি প্রচন্ড শক্তিধর আল-মাতীন, আল-ক্বউইউ। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও শক্তি ছাড়া আমরা কিছু করতে পারিনা, কিছু করতে পারবোও না। কারণ সমস্ত শক্তি, সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার হাতে। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁকে কোন কিছুই দুর্বল করতে পারে না।

এই নামগুলোর সিফাত যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে বুঝতে পারবো ইন শা আল্লাহ যে একমাত্র রব হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা কেবল একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই। যিনি কিনা সমস্ত শক্তির মালিক, সমস্ত শক্তিমত্তায় যাঁর নিয়ন্ত্রণে, কোনো

রকম ক্লান্তি ছাড়াই যিনি সমস্ত কিছু করতে সক্ষম তিনি ছাড়া আর কে রব হতে পারবে? শক্তিতে হেরে যাবে না? বিবেকবানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট বোঝার জন্য।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে তৌফিক দিন এই সমস্ত নামগুলো অনুধাবন করে সেভাবে চলার যেভাবে চললে আমাদেরকে দেখে বাকিরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>مَالِكُ الْمُلْكِ</u>

(মালিকুল-মুলক)

মালিকুল-মুলক অর্থ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমগ্র রাজত্বের একক মালিক। উনার কোন শরিক নেই মালিকানার ক্ষেত্রে।

দুনিয়াতে আমরা একটা বাড়ি, একটা গাড়ি, এক খন্ড জমি, ক্ষমতা ইত্যাদির মালিক হওয়ার জন্য কতই না গুনাহ করি, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করি, অন্যের হক্ব নষ্ট করি। অথচ এগুলোর মালিকানা আদৌও আমরা পাই? আমাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই মালিকানা বদল হয়ে যায়। জীবিত অবস্থাতেও আল্লাহ চাইলে সমস্ত কিছুই ছিনিয়ে নিতে পারেন। কারণ সমগ্র রাজত্বই উনার। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরিচালনা করতে পারেন। সূরা আলে-ইমরান এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۚ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر ٌ

বল, 'হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে

চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।

-[আলে-ইমরান : ২৬]

আমরা লোভে পড়ে, শয়তানের ধোকায় পড়ে ভুলে যাই রাজত্ব, কল্যাণ, ক্ষমতা, সম্মান সবাই আসে মালিকুল মূলক থেকে। তিনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা দিতে পারেন আবার তিনি কেড়েও নিতে পারেন। সবকিছুই উনার আওতাধীন। আমরা যদি দুনিয়াতে ভালো থাকতে চাই, শান্তিতে থাকতে চাই আমাদেরকে মহান রবের সন্তুষ্টির পথেই হাঁটতে হবে। তাহলে আমরা আশা রাখতে পারি মালিকুল- মুলক আমাদেরকে উনার রাজত্ব থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন ইন শা আল্লাহ। আজকে আমরা দেখি এক খণ্ড জমি থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করার জন্য সমগ্র বিশ্বের পরাশক্তিরা একত্রিত হয়ে অভিশপ্ত জাতিদেরকে সাহায্য করছে। তারা ভুলে গেছে আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর রাজত্বে তারা সাময়িক বিজয়ী হলেও লাভ নেই। দিন শেষে এই রাজত্ব যার জন্য এত খুনাখুনি, এত মারামারি সে রাজত্বই আমাদের থাকবে না। সমস্ত রাজত্বই নিজ মালিকের অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইয়া মালিকুল-মুলক, আমাদেরকে লোভে পড়ে খারাপ কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হতে দিবেন না। আপনার রাজত্বে আমাদের দ্বারা গুনাহ হতে দিবেন না। আপনার রাজত্ব আপনার শত্রুদের বন্ধু হিসেবে আমাদের গ্রহণ করতে দিবেন না। ইয়া মালিকুল-মুলক আমাদের তৌফিক দিন আপনাকেই রাজাধিরাজ মেনে আপনার রাজত্বে আপনার প্রিয় বান্দা হওয়ার। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>ذُوالْجَلَالِ وَالإِكْرَام</u>

(যুল-জালালী-ওয়াল-ইকরম)

যুল-জালালী-ওয়াল-ইকরম অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এবং মহত্ত্বের অধিকারী। এই নামটি স্পেশাল কারণ এটিতে উচ্চভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণাবলীর প্রশংসা করা হয়েছে। অনেক স্কলারগণ এই নামটিকে 'ইসমে আযম' এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই নামটি পবিত্র কুরআনে দুইবার এসেছে। সুরা আর-রহমান এর ২৭ ও ৭৮ নং আয়াতে। আল্লাহ বলেন -

وَّيَبْقٰي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۚ

অর্থ : বাকি থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের গৌরবময়, মহানুভব সত্তা।
[আর-রহমান : ২৭]

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ : তোমার রবের নাম বরকতময়, যিনি মহামহিম ও মহানুভব।
[আর-রহমান : ৭৮]

আয়াতে বর্ণিত ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই নাম ধরে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় (সুবহানআল্লাহ!)।

দু'আর মধ্যে এ নাম বেশি বেশি বলতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম নির্দেশ দিয়েছেন। রাবীয়া ইবনু আমের (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

“তোমরা ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’-কে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকবে (দু‘আয় বেশি বেশি বলবে)।”

[তিরমিযী ৫/৫০৪ (নং ৩৫২৪, ৩৫২৫) (ভা ২/১৯২); মুসতাদরাক_হাকিম ১/৬৭৬, মুসনাদ আবী ইয়ালা ৬/৪৪৫, আলবানী, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/২৬৯, নং ১২৫০, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৪/৪৯-৫১; রাহে বেলায়াত - যিকর নং ২৩]

নামটি কোথাও যুল-জালালী, কোথাও যিল-জালালী, কোথাও যাল-জালালী হিসেবে এসেছে। এটা ব্যাকরণগত পার্থক্যের জন্য। একটি নাম ধরে ডাকলেই দু'আ কবুল হবে ইন শা আল্লাহ। এই নামের মধ্যে আলাদা শক্তি আছে। আমরা যে কোন দু'আতেই এই নাম ব্যবহার করতে পারি ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْوَهَّابُ</u>

(আল-ওয়াহহাব)

আল-ওয়াহহাব অর্থ হলো যিনি কিনা সমস্ত কিছুই দেন, যার যা কিছু দরকার সমস্ত কিছু। যিনি কিনা মহান দাতা।

এই নামটি কাজ হিসেবে অনেকবার আসলেও কুরআনে নাম হিসেবে এসেছে ৩ বার। সূরা আলে-ইমরান : ০৮ নং, সূরা আস-স্বদ : ০৯,৩৫ নং আয়াতে।

সূরা আলে-ইমরান এ আল্লাহ বলেন :

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ-প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘন বা বক্র করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা।
-[আলে-ইমরান : ০৮]

এটি অত্যন্ত স্ট্রং একটি আয়াত এবং সাথে সাথে আমাদের জন্য রিমাইন্ডারও যে একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর দাতা। তিনিই আমাদেরকে হিদায়াত দেন আর একবার হিদায়াত পাওয়া মানে এই না যে আমরা সব সময়ের জন্য সেভ হয়ে গেলাম। আমাদেরকে বারবার চাইতে হবে যেন আমরা সত্য পথ থেকে সরে না যাই। আমরা যেন উনার দেখানো পথের উপর অটল থাকতে পারি এবং আমাদের অন্তর যেন সত্য লংঘন করার জন্য তৎপর না হয় (আল্লহুম্মা আমীন)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন আল-ওয়াহহাব অর্থাৎ তিনি সবকিছুই দেন। বান্দার যেকোনো রহমত, বরকত, ফজিলত সবকিছুই তিনি দেন। তিনি বান্দার জন্য কোন কিছু পাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেন। আসমান জমিন সবকিছুর নিয়ন্ত্রণই তাঁর হাতে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুই দেন। তিনি যদি দিতে চান কারো সাধ্য নেই সেটা বাধা দেওয়ার। তিনি যদি না দেন কারো সাধ্য নেই সেটা জোর করে দেওয়ার। সমস্ত দেওয়া, না দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল-ওয়াহহাব এর নিয়ন্ত্রণে।

এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-ওয়াহহাব সেটা তিনি একটা সৃষ্টির শুরু থেকেই। তিনি মায়ের গর্ভে ভ্রূণ দেন। তিনি সেটার দেখভাল করেন। গর্ভে থাকা অবস্থায় যা কিছু দরকার তা দেন। এরপর পৃথিবীতে আসার সুযোগ দেন। পরবর্তী প্রতিটা স্টেজে যখন যা প্রয়োজন দেন। সারাটা জীবনই তিনি দেন। এমনকি মৃত্যুর পর যদি ঈমান নিয়ে মারা যায় তো জান্নাত দেন। তিনি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন সমস্ত নিয়ামত। এই যে তিনি সর্বদা দিতেই থাকেন এটাই হলো আল-ওয়াহহাব সিফাতের প্রকাশ (সুবহানআল্লাহ!)। কতই না মহান রব আমাদের। আফসোস আমরা চিনতে পারি না, জানতে পারি না। দুনিয়াতে কেউ কিছু দিলে বাকি জীবন খোঁটা দেন অথচ আল-ওয়াহহাব আমাদের চাইতে বলেন। বারবার চাইলে উনি খুশি হন। উনি দিতেই থাকেন উনার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে(সুবহান আল্লাহ!) এমন সিফাত কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির কারো হবে?

ইয়া ওয়াহহাব! না চাইতেই তো আপনি এত এত কিছু দেন আলহামদুলিল্লাহ, ইয়া রব আপনার কাছে জান্নাতুল ফেরদৌসের ওয়ারিশ হওয়ার তৌফিক চাই। জানি আমরা অনেক গুনাহগার। কিন্তু আপনি তো মহান দাতা। আপনি কবুল করুন আমাদের দু'আ ইয়া ওয়াহহাব

اَلرَّزَّاقُ

(আর-রযযাক)

রিযক- অর্থ Provision। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ থেকে যেটা পাই অর্থ হিসেবে, সম্পদ হিসেবে হিসেবে, চাকরি হিসেবে যা যা পাই সবই হলো রিযক।

এর অর্থ অনেক ব্যাপক। আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে যা আমাদেরকে দেন সেটাই হলো রিযিক। অনেকেই আমরা রিযিক বলতে অর্থ সম্পদ, খাদ্য ও চাকরি এসব বুঝি। কিন্তু ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা এসবও রিযিক। এসবই আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া, হিদায়াত পাওয়া, বিয়ে হওয়া, সন্তান পাওয়া এসব কিছুই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা অন্যের কাছে কিছু চাইলে অসম্মানিত হতে হয়। সব সময় পাওয়া যায় না, খোঁটা শুনতে হয়।
কিন্তু আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে চাই তাহলে আমরা হই সম্মানিত। তিনি আমাদেরকে যা যা চাই তাই দেন। তিনি খুশি হয়ে দেন। কারণ তিনি আর রযযাক - সমস্ত কিছুই যিনি সরবরাহ করেন।

রিযিক শব্দের ধাতু মূল হলো ر ز ق। কুরআনে এটি শব্দ ১২৩ বার এসেছে এবং ৫২ টা আরবী শব্দে এসেছে (সুবহানআল্লাহ)।

কুরআনে আল্লাহ বলেন :

اِنَّ رَبَّكَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيۡرًۢا بَصِيۡرًا

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমার রব যার জন্য ইচ্ছে তার রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে তা সীমিত করেন; নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।
-[আল-ইসরা : ৩০]

এই আয়াতের পরের আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিষেধ করেছেন যেন কেউ রিযিকের ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা না করে। কারণ রিযিক দেওয়ার মালিক

একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি আমাদেরকে খাওয়ান, তিনিই আমাদেরকে পড়ান, তিনিই আমাদের সমস্ত চাহিদা মেটান। আর কারো সে সাধ্য নেই।

আমাদের অনেকের ধারণা যারা ভালো খায়, ভালো চাকরি করে, অনেক অর্থ সম্পদ যাদের তারা মনে হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বেশি প্রিয় তাই তাদের রিযিকে তিনি বারাকাহ দিয়েছেন। ব্যাপারটা সত্য নয়। সেটা আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনী থেকে বুঝতে পারব ইন শা আল্লাহ। তিনি পার্থিক জগতে খুব আহামরি সম্পদের মালিক ছিলেন না। কিন্তু উনার সম্মান ছিল, আছে এবং থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তিনি আল্লাহর সবচাইতে প্রিয়। কিন্তু উনার রিযিক দুনিয়াতে আল্লাহ সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

তাহলে এটা ভেবে আমরা হতাশ হবো না যে আমরা কম বেতনের চাকরি করি বা কম ভালো খাবার খাই, কম দামি কাপড় পরি মানে হচ্ছে আমরা আল্লাহর পছন্দের না এমনটা অবশ্যই না। তিনি যাকে চান তাকে বেশি রিযিক দেন সেটা পরীক্ষার জন্যও হতে পারে। আবার তার আখিরাতের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে পারেন সেজন্য দুনিয়াতেই হয়তো অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। পছন্দ বা অপছন্দের সাথে রিযিক না। রিযিকের সাথে তাওবাহ-ইস্তেগফার জড়িত, হালালভাবে থাকাও জড়িত। আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার দেখানো পথে চলি তাহলে দেখা যাবে অল্প রিযিকেও আমাদের অনেক বারাকাহ থাকবে ইন শা আল্লাহ। অন্তরে সন্তুষ্টি থাকবে। যা অনেক সম্পত্তি থাকা মানুষের মনে নেই। অন্তরের শান্তিটাও আল্লাহর তরফ থেকে দেওয়া একটা রিযিক। সর্বোত্তম রিযিক হলো দ্বীনদার, চক্ষু শীতলকারী জীবনসঙ্গী।

আমরা আর-রযযাকের এই নামের সিফাত জানার পর অবশ্যই আর কারো কাছে হাত পাতবো না। রিযিকের ভয়ে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলবো না। রিযিকের চিন্তায় বাতিলকে হক্ক বলবো না বা বাতিলের সামনে মাথা নত করবো না ইন শা

আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তৌফিক দিন এটা বোঝার এবং মেনে চলার। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْوَدُودُ : اَلْبَرُّ

(আর-ওয়াদুদ : আল-বাররু)

আল-ওয়াদুদ শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণিত আছে। কারও কারও মতে, ‘ওয়াদূদ’ বলা হয় তাকে যার কোন সন্তান নেই। অর্থাৎ যার এমন কেউ নেই। যার প্রতি মন টানতে থাকবে।

[ফাতহুল কাদীর]

তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ, প্রিয় বা প্রিয়পাত্র, যাঁর ভালবাসায় কোন খাদ নেই। যারা তাঁকে ভালবাসেন তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। আর তিনি যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে সংশোধন করেন, হিদায়াত দেন, প্রয়োজন মিটান, বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কারণ তিনি অতীব প্রেমময়।

এই নামটি কুরআনে **দুই জায়গায়** এসেছে।

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ

অর্থ : ‘আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, অতীব ভালবাসা পোষণকারী’।

-[আল-হুদ : ৯০]

وَ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡد ُ ۙ

অর্থ : আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময়।
-[আল-বুরুজ : ১৪]

মহান আল্লাহ নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন শত্রুতা নেই। আমরা যতই দোষ করি না কেন যখনই আমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাব তখনই তাঁর হৃদয়কে নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাব (সুবহান আল্লাহ)। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত নেই।

এ বিষয়টিকে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোন ব্যক্তির উট যদি কোন বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশি হবে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন।
-[বুখারী ৬৩০৮; মুসলিম: ২৭৪৪]

আল-বার্ অর্থ হলো পরম উপকারী, অনুগ্রহশীল, কল্যাণকারী।

এই নামটি কুরআনুল কারীমে **১ বার** এসেছে সূরা আত-তূর এ। আল্লাহ সেখানে বলেন

اِنَّا كُنَّا مِنۡ قَبۡلُ نَدۡعُوۡهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡبَرُّ الرَّحِيۡم ُ ۙ

নিশ্চয় পূর্বে আমরা তাঁকে ডাকতাম; নিশ্চয় তিনি ইহসানকারী, পরম দয়ালু।
-[আত-তূর : ২৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের উপর কৃপা করেন আর এই কৃপা দুই ধরনের। সেগুলো হল :

১| তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে অনুগ্রহ করেন। প্রত্যেক সৃষ্টির উপর ইনসান করেন। এটি সাধারণ অনুগ্রহ এটা সবার জন্য প্রযোজ্য।

২| এই সাহায্য তাঁর বিশেষ বান্দাদের জন্য। তিনি তাদেরকে হিদায়াত দেন, তাওবাহর দরজা খুলে দেন, ভালো কাজের তৌফিক দেন, দুনিয়া ও আখিরাতকে প্রশস্ত করে দেন তাদের জন্য(সুবহান আল্লাহ)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সেই সকল বান্দাদের কাতারে শামিল করুন যাদের জন্য রয়েছে আপনার বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلكَفِيلُ : اَلوَكِيلُ

(আল-কাফীল : আল-ওয়াকীল)

আল-কাফীল অর্থ যিনি কিনা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির তদারকি করেন, দায়িত্ব নেন।

এই নামটি কুরআনে এসেছে একবার সূরা আন-নাহল এ। সেখানে আল্লাহ এভাবে তাঁর পরিচয় দেন :

وَ لَا تَنۡقُضُوا الۡاَیۡمَانَ بَعۡدَ تَوۡکِیۡدِهَا وَ قَدۡ جَعَلۡتُمُ اللّٰهَ عَلَیۡکُمۡ کَفِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُوۡنَ ﴿

অর্থ : আর তোমরা যখন অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃত পক্ষে তোমরা নিজদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর

-[আন-নাহল : ৯১]

অর্থাৎ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা করবে সাহায্যকারী হিসেবে, জিম্মাদার হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন (আলহামদুলিল্লাহ)।

আল-ওয়াকীল অর্থ যিনি কিনা তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। যিনি পরম কর্ম সম্পাদনকারী।

এই নামটি কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় এসেছে। তার মধ্যে একটি শক্তিশালী দু'আ আছে যেটা আমরা প্রায় সময় বিপদ-আপদে তিলাওয়াত করি এবং সারা দুনিয়ার বুকে যে সকল মুসলিম ভাই বোনেরা অত্যাচারিত নিপীড়িত হচ্ছেন আমরা দেখি উনারা বেশিরভাগ সময় এ দু'আ তিলাওয়াত করেন। আয়াতটি হলো :

حَسۡبُنَا اللّٰهُ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ ﴿

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

-[আলে-ইমরান : ১৭৩]

বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে এবং হাদীসের কিতাবের থেকে জানা যায় যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তখন তিনি এই দু'আটি তিলাওয়াত করছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিলাওয়াতের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাই উনার জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন এবং আগুনকে শীতল করে দিয়েছিলেন (আল্লাহু আকবার)।

-[আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেনঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই আমাদের জন্য উত্তম যিম্মাদার’। এ কথাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাকে এসে খবর দিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো, তারা বললঃ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম যিম্মাদার।(বুখারীঃ ৪৫৬৩)]

মাথা যেমন দাঁড়াতে পারেনা শরীর ছাড়া তেমনি ঈমান, আমল দাঁড়াতে পারে না তাওয়াক্কুল ছাড়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তৌফিক দিন এটা বোঝার জন্য যে তিনি আল-কাফীল, আল-ওয়াকীল। আমরা পরিপূর্ণ ভরসা করতে পারলে রব হিসেবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইয়া রব! আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার সিফাতগুলোর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস করার তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْواحِدُ : اَلْاَحَدُ : اَلصَّمَدُ

(আল-ওয়াহিদ : আল-আহাদ : আস-সমাদ)

আল-ওয়াহিদ এবং আল-আহাদ নাম দুটির অর্থ কাছাকাছি। এই নাম দুইটি দিয়ে বুঝায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একক ও অদ্বিতীয়। সমস্ত গুণাবলী, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব,

রহমত, প্রশান্তি, পবিত্রতা, হিকমাহ, ন্যায়পরায়নতা, অমুখাপেক্ষিতা সমস্ত গুণাবলীতেই তিনি এককভাবে অধিষ্ঠ। কেউই তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য নেই এবং কখনোই হবে না।

ওয়াহিদ নামটা কুরআনের অনেক জায়গায় আসলেও আহাদ নামটা এসেছে শুধুমাত্র সূরা ইখলাসের এক নং আয়াতে।

এটা এমন একটা সিফাত যেটাতে বিশ্বাস না করলে আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। ইবাদাতের একমাত্র হক্বদার এবং তাওহীদের মূল হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

আস-সমাদ এমন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, অমুখাপেক্ষী এ সমস্তটাই এই নামের অন্তর্ভুক্ত।

★পবিত্র কুরআনে এই নামটি একবার এসেছে। সূরা ইখলাস:২ নং আয়াতে।

★ তিনি কারো মুখাপেক্ষী না এবং প্রয়োজনও নেই উনার। কিন্তু আমরা সমস্ত সৃষ্টিই উনার মুখাপেক্ষী। সেটা স্বীকার করি বা না করি, বুঝি বা না বুঝি, মানি বা না মানি আমরা প্রত্যেকেই উনার মুখাপেক্ষী।

ইয়া সমাদ! আপনি সর্বদা আমাদের সরাসরি আপনার মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল করে রাখুন। ছোট বড় সকল শিরক থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْوَارِثُ</u>

(আল-ওয়ারিস)

আল-ওয়ারিস অর্থ উত্তরাধিকারী। যিনি কিনা চূড়ান্ত মালিকানের অধিকারী। পবিত্র কুরআনের তিনটি সূরা-তে এই নামটি এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন -

★وَاِنَّا لَنَحۡنُ نُحۡیٖ وَنُمِیۡتُ وَنَحۡنُ الۡوٰرِثُوۡنَ

অর্থ : আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই আর আমিই সকলের ওয়ারিশ।
—[আল হিজ্‌র - ২৩]

★وَزَکَرِیَّاۤ اِذۡ نَادٰی رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرۡنِیۡ فَرۡدًا وَّاَنۡتَ خَیۡرُ الۡوٰرِثِیۡنَ

অর্থ : এবং যাকারিয়াকে দেখ, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, হে আমার রব্ব! আমাকে একা রেখে দিবেন না, আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।
—[আল আম্বিয়া - ৮৯]

★وَکَمۡ اَهۡلَکۡنَا مِنۡ قَرۡیَۃٍۭ بَطِرَتۡ مَعِیۡشَتَهَا ۚ فَتِلۡکَ مَسٰکِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡکَنۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا ؕ وَکُنَّا نَحۡنُ الۡوٰرِثِیۡنَ

অর্থ : কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের দম্ভ করত! এগুলিই তো এদের ঘরবাড়ি ; এদের পর এইগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী !
—[আল ক্বাসাস - ৫৮]

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা একটা চমৎকার দু'আ শিখি। যাদের সন্তান হচ্ছে না বা নেককার সন্তান কামনা করেন তারা যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেখানো দু'আটা করতে পারি ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শ্রেষ্ঠ ওয়ারিস। তিনি চাইলে আমাদের নেককার, সুস্থ সন্তান দিতে পারেন(সুবহানআল্লাহ!)।

দুনিয়াতে আমরা ধন সম্পদ নিয়ে যতই বড়াই, মারামারি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করি না কেন আমরা কেউই এসবের প্রকৃত মালিক নই। আমরা এগুলো কখনো কবরে নিয়ে যেতে পারব আর না এগুলো আমাদের বিচার দিবসে কাজে আসবে। আমাদের নিজেদের সন্তানেরাও আমাদের কাজে আসবে না। সমস্ত কিছুই আল-ওয়ারিসের। আমরা শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য এগুলো ব্যবহার করার অনুমতি পাই।

তাই এসব নিয়ে আমরা যেন অহংকার না করি বা কষ্ট না পাই এবং আল্লাহর রাস্তায় যাতে ব্যয় করতে পারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে এই তৌফিক চাই। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْقَابِضُ : اَلْبَاسِطُ

(আল-ক্ববিদ : আল-বাসিত্ব)

আল-ক্ববিদ অর্থ সংকোচনকারী আর আল-বাসিত্ব অর্থ সম্প্রসারণকারী।

এই নাম দুটিকে বলা হয় আসমা উল মুতাকাবিলাত। অর্থাৎ এই জাতীয় নামগুলো জোড়ায় জোড়ায় হয় এবং এগুলো বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলেও এগুলো নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে না। নামগুলো বিপরীতভাবে প্রশংসা প্রকাশ করে।

এই নাম দুটি কুরআনের একটি মাত্র সূরায় একত্রে এসেছে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَ اللهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُۜطُ ۪ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

অর্থ : কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।
-[আল-বাক্বরহ : ২৪৫]

★ যখন কোন কিছু কমে যায় আমরা অপছন্দ করি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা আল-ক্ববিদ এর তরফ থেকে। তাই হতাশ হওয়া যাবে না। অবশ্যই এতেই কল্যাণ আছে।

★ যখন কোন কিছু বেড়ে যায় আমরা খুশি হই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা আল-বাসিত্ব এর তরফ থেকে। তাই অহংকারী হওয়া যাবে না বরং বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

★ আমরা যখন চাইবো আমাদের জীবনে কোন কিছু বেড়ে যাক সেটা এক আয়াত হিফয হোক, উপকারী ইলম হোক, কল্যাণকর সময় বা উত্তম আখলাক হোক তখন আমরা আল-বাসিত্ব নাম ধরে দু'আ করবো ইন শা আল্লাহ। তবে অবশ্যই ভালো কিছুর দু'আ করবো ইন শা আল্লাহ। মন্দ কিছুতে বারাকাহ দু'আ চেয়ে গুনাহগার হওয়া যাবে না ইন শা আল্লাহ।

★ আমরা যখন চাইবো যে আমাদের জীবন থেকে কোন কিছু কমে যাক বা মুছে যাক সেটা গুনাহ হোক বা খারাপ সঙ্গ বা কোনে ফিতনা বা খারাপ অভ্যাস অথবা হোক সেটা **দ্রব্যমূল্যের দাম** আমরা আল-ক্ববিদ কে ডেকে দু'আ করবো ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে এই নামের সিফাত বুঝে সেই অনুযায়ী দু'আ করার তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

ُالْمُقْسِط

(আল-মুক্বসিত)

আল-মুক্বসিত অর্থ হলো ন্যায়পরায়ন, হক্বদারের হক্ব আদায়কারী। এই নামটি আল-হাকাম, আল-আদল এর মতোন অর্থ প্রকাশ করে। এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৩ বার এসেছে। তবে এটি সরাসরি নাম হিসেবে আসেনি। এভাবে এসেছে :

سَمّٰعُوۡنَ لِلۡکَذِبِ اَکّٰلُوۡنَ لِلسُّحۡتِ ؕ فَاِنۡ جَآءُوۡکَ فَاحۡکُمۡ بَیۡنَهُمۡ اَوۡ اَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ ۚ وَ اِنۡ تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَنۡ یَّضُرُّوۡکَ شَیۡئًا ؕ وَ اِنۡ حَکَمۡتَ فَاحۡکُمۡ بَیۡنَهُمۡ بِالۡقِسۡطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ

অর্থ : তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারামের অধিক ভক্ষণকারী। সুতরাং যদি তারা তোমার কাছে আসে, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি তুমি ফয়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর ন্যায়ভিত্তিক। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যয়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

-[আল-মাইয়িদা : ৪২]

اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَی الۡاُخۡرٰی فَقَاتِلُوا الَّتِیۡ تَبۡغِیۡ حَتّٰی تَفِیۡٓءَ اِلٰۤی اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ

অর্থ : আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।

-[আল-হুজুরাত : ০৯]

لَا یَنۡهٰىکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِیۡنَ لَمۡ یُقَاتِلُوۡکُمۡ فِی الدِّیۡنِ وَ لَمۡ یُخۡرِجُوۡکُمۡ مِّنۡ دِیَارِکُمۡ اَنۡ تَبَرُّوۡهُمۡ وَ تُقۡسِطُوۡۤا اِلَیۡهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণাকারীদেরকে ভালবাসেন।

-[আল-মুমতাহানা : ০৮]

প্রতিটা আয়াতের শেষে বারবার এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন যে তিনি ন্যায়পরায়ণকারীদের ভালোবাসেন। তিনি নিজে ইনসাফ করেন তাই ইনসাফকারীদের ভালোবাসবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইনসাফ করার। যখন মনে হবে যে আমরা হক্ব আদায় করতে পারছিনা বা আমাদের হক্ব আদায় হচ্ছে না তখন আমরা এই নাম ধরে দু'আ করতে পারি ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে উনার ভালোবাসার বান্দা হওয়ার তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْمُقَدِّمُ : اَلْمُؤَخِّرُ

(আল-মুক্বদ্দিম : আল-মুয়াখখির)

আল-মুক্বদ্দিম অর্থ অগ্র সারক, অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদানকারী। আর **আল-মুয়াখখির** অর্থ বিলম্বকারী, অবকাশ দানকারী।

এই নাম দুটিও **মুতাকাবিলাত** গোত্রের। নাম দুটি পবিত্র কুরআনে আসেনি। বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে, যেখানে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করার সময় এই দুটি নাম ধরে দু'আ করেন। তিনি বলেন -

»اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت.«َ

“হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ, যা আমি গোপন করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি, যা আমি সীমালঙ্ঘন করেছি এবং সে সকল অপরাধ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনি সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদানকারী ও বিলম্বে সহায়তাকারী (এ বিষয়ে এগিয়ে দেওয়ার ও পিছিয়ে দেওয়ার মালিক)। আপনি ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই।
-[সহীহ মুসলিম, ১/৫৩৫, কিতাব, মুসাফিরের সালাত, বাব, রাতের সালাতের দো‘আ, হাদীস নং ৭৭১, হাদীসটি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজ হিকমাহ, প্রজ্ঞায় আমাদের শাস্তি, রিযিক, দু'আ কবুল কখনো সাথে সাথে, কখনো বিলম্বে করেন। এক্ষেত্রে কখনোই তিনি বেইনসাফ কিছুই করেন না। কারণ তিনি সর্বোচ্চ ন্যায় পরায়ণ আল-আদল।

তিনি যাকে ইচ্ছা এগিয়ে নেন। কেউ তাকে পিছাতে পারবেনা। তিনি যাকে ইচ্ছা পিছিয়ে দেন। কারো সাধ্য নেই তাকে এগিয়ে নেওয়ার।

ইয়া মুক্বদ্দিম! আপনি কল্যাণকর সকল কিছুতে আমাদেরকে অগ্রগামী করে দিন, যে সকল ভাই-বোনদের বিয়ে হচ্ছে না তাদেরকে দ্রুত চক্ষু শীতলতারে জীবনসঙ্গী মিলিয়ে দিন, যে সকল দম্পত্তি সন্তান পাওয়ার আশায় ব্যাকুল হয়ে আছে তাদেরকে আপনি নেককার সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার তৌফিক দিন, ইয়া মুক্বদ্দিম! ফিলিস্তিন সহ সারা বিশ্বে যে সকল প্রান্তে মুসলমান ভাই ও বোনেরা আজকে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে আপনি তাদের জীবন থেকে এই সকল দুঃখ দুর্দশা দ্রুত লাঘব করে দিন, কল্যাণকর সুখ তাদের জীবনে ঢেলে দিন। হক্ব আর বাতিলের ফয়সালায় দ্রুততারসহিত হক্বকে বিজয়ী হওয়ার তৌফিক দিন।

ইয়া মুয়াখখির! আপনিই তো বিলম্বকারী, আমরা যারা গুনাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি, আপনি আমাদের লাগাম টেনে ধরুন। গুনাহর পথ আর আমাদের পথের দূরত্ব কয়েক আলোকবর্ষ দূরত্ব করে দিন যাতে মৃত্যু এসে যাক কিন্তু গুনাহর দিকে ধাবিত হতে না পারি এতটাই বিলম্ব করে দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْمُمِيتُ</u>

(আল-মুমীত)

আল-মুমীত অর্থ মৃত্যুদানকারী। যিনি না চাইলে কেউ মারা যাবে না। মৃত্যু হলো পরম সত্য। জন্মালে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যই এই নিয়ম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শত শত বছর আগে পবিত্র কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।
-[আলে ইমরান : ১৮৫]

এই মৃত্যু দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা- আল-মুমীত। এই সক্ষমতা আর কারো নেই।

আমরা অনেক সময় দেখি, অনেক ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরেও অনেকে মৃত্যুবরণ করে না। আবার অল্প একটু ব্যথাতেই মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর কারণ হলো কোন দুর্ঘটনা মৃত্যু দেওয়ার মানিক না। যিনি মালিক তিনি যে সময় জান কবজ করবেন তখনই মৃত্যু ঘটবে। তার আগে বা পরে নয়।

জীবন-মৃত্যু দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তাই কোন অবস্থাতেই আমরা কখনোই মৃত্যু কামনা করবো না। আমরা এভাবে দু'আ করবো যে, জীবন-মৃত্যুর মধ্যে যেটা সর্বাধিক কল্যাণকর আল্লাহ আমাদের সেটাই দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْمُحْيِي

(আল-মুহয়ী)

আল-মুহয়ী অর্থ হলো জীবন দাতা। যিনি কিনা মৃতকে জীবিত করেন। সেটা মৃত, শুষ্ক মাটি হোক বা মানুষের জীবন।এই জীবন শুধু আমাদের রূহকেই দেন না, তিনি আমাদের ঈমান, আমল, স্বলাত সবকিছুকেই প্রানবন্ত করতে সক্ষম।

এই নামটি আল-হাই এর কাছাকাছি তবে প্রয়োগ ভিন্ন। আল-হাই অর্থ আমরা জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে চিরঞ্জীব আর আল-মুহয়ী হলো তিনি যেকোন কিছুকে জীবন দিতে সক্ষম (সুবহানআল্লাহ!)। সূরা আল-বাক্বরহ :২৮ নং এবং সূরা আল-ইউনুস : ৫৬ নং আয়াতে এই নামটি এসেছ। ব্যাকরণগত কারণে এখানে বানানের ভিন্নতা রয়েছে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কুরআনে বলেন -

★كَیۡفَ تَکۡفُرُوۡنَ بِاللّٰہِ وَکُنۡتُمۡ اَمۡوَاتًا فَاَحۡیَاکُمۡ ۚ ثُمَّ یُمِیۡتُکُمۡ ثُمَّ یُحۡیِیۡکُمۡ ثُمَّ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ ۝

অর্থ : তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী কর্মপন্থা কিভাবে অবলম্বন কর, অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনি (পুনরায়) তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।
—[আল বাকারা - ২৮]

★ہُوَ یُحۡیٖ وَیُمِیۡتُ وَاِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ ۝

অর্থ : তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।
—[ইউনুস - ৫৬]

ইয়া মুহয়ী, আপনি আপনার প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে প্রানবন্ত রেখে ইবাদতে-আমলে সেটার প্রতিফলন ঘটাতে সাহায্য করুন। হে জীবনদানকারী, আমাদের ঈমানকে জীবন্ত রাখুন।
আল্লহুম্মা আমীন।

الْغَنِيّ

(আল-গনী'ই)

আল-গনী'ই অর্থ হলো অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এই নামটি কুরআনে ১৮ বার এসেছে।

সূরা আল আন'আম এর ১৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ

অর্থ : আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই সিফাত সবসময় ছিল, আছে এবং থাকবে। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর কোনো কিছুর অভাব নেই, কোন কিছুর দরকারও নেই। মানবজাতির সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে এসেছে, আছে সেই সমস্ত লোক যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করে তাহলে তাঁর সাম্রাজ্যের এক অংশও বাড়বে না, আবার এই সমস্ত লোক যদি কুফরী করে তাতেও তাঁর সাম্রাজ্যের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। তিনি বেনিয়ায-আল গনী'ই। আমরা ইবাদত করি আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে। এই প্রসঙ্গে কুরআনের দুইটি আয়াত থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। কুরআনে উল্লেখ আছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা

করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।

-[আল-বাক্বরহ : ২৬৭]

তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মদীনার কোন কোন আনসার সাহাবী খারাপ হয়ে যাওয়া নিম্নমানের খেজুরগুলো সাদাকা স্বরূপ মসজিদে দিয়ে যেতেন। যার ফলে এই আয়াত নাযিল হয়। আয়াত যদিও সাহাবীদের জন্য ছিল তবে শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে দান-সাদাকাহ করে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন উপকার করছি না যে খারাপ জিনিস দিয়ে সাদাকাহ করবো। আমরা আমাদের জন্য যা পছন্দ করি সাদাকাহর ক্ষেত্রেও একই জিনিসই পছন্দ করতে হবে। আর এটা আমাদের স্বার্থেই।

আরেকটি আয়াত হল -

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۗ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ

অর্থ : যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, ‘আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব’। অতঃপর যখন সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বলল, ‘এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা’।

-[আন-নামল : ৪০]

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর পড়লে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি হবে ইন শা আল্লাহ যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেন আল-গনী'ই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব রকমের দোষ-ত্রুটিমুক্ত, অভাবমুক্ত। তিনি সবার প্রয়োজন পূরণ করেন কেউ সেটা সরাসরি চায় বা না চায়। তিনি সবাইকে উনার কাছে চাইতে বলেন। না চাইলে অসন্তুষ্ট হন। কারণ সবার অভাব পূরণের সক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি সবার প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাঁর কোন অনুগ্রহের প্রয়োজন নেই। সমস্ত রাজত্বই তো উনার। অনুগ্রহ চাইবেনই বা কেন!

ইয়া গনী'ই, আমরা সকলেই তো অমুখাপেক্ষী রবের মুখাপেক্ষী। আমাদের তৌফিক দিন যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ রবের পুরস্কার নয়নাভিরাম জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব হয়। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْمُغْنِي

(আল-মুগনী)

আল-মুগনী অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদদাতা। যেহেতু তিনিই গনী'ই অর্থাৎ যাঁর কোন কিছুর অভাব নেই, তাই তিনি কোনো রকম কার্পন্য ছাড়াই দিতে ভালোবাসেন (সুবহানআল্লাহ!)।

এই নামটি সরাসরি কুরআনুল কারীমে আসেনি। হাদীস থেকে আমরা এ নামটি জানতে পারি।

হাদীস থেকে আমরা একটা দু'আ পাই যেটা হলো -

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হালাল দ্বারা পরিতুষ্ট করে আপনার হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ছাড়া অন্য সকলের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।

[তিরমিযী ৫/৫৬০, নং ৩৫৬৩ আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী, ৩/১৮০।]

ইয়া মুগনী, আপনি আমাদের এমন ঐশ্বর্য দান করুন যা কিনা আমরা দান-সাদাকাহ, উপকারী ইলম অর্জন, অপর মুসলমান ভাই-বোনকে সাহায্য সহযোগিতা এবং আপনার রাস্তায় ব্যয় করতে পারব। যতটুকু দরকার ততটুকুতেই যাতে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাই। আমাদের ঈমান, আমল দরিদ্র হয়ে গেলে আপনি আপনার আলোকিত নূর দ্বারা ঐশ্বর্যময় করে দিন। আপনি ছাড়া বাকী সবার থেকে আমাদের অমুখাপেক্ষী করে দিন। এমন ঐশ্বর্য দান করুন যা কিনা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার উসিলা হয়ে যাবে। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْمُعِزُّ : اَلْمُذِلُّ

(আল-মু'ইয : আল-মুযিল্লু)

আল-মু'ইয অর্থ সম্মানদানকারী, যিনি সম্মান দেন আর আল-মুযিল্লু অর্থ অপমানকারী বা যিনি অসম্মানিত করেন।

এই নাম দুটিও মুতাকাবিলাত জাতীয় নাম। একটি অপরটির বিপরীত সিফাত প্রকাশ করে। আর আমরা জানি কোনটাই নেতিবাচক সিফাত নয়।

কুরআনের অনেক জায়গায় এই নাম দুটি এসেছে। তবে সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতটি উল্লেখযোগ্য :

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِکَ الۡمُلۡکِ تُؤۡتِی الۡمُلۡکَ مَنۡ تَشَآءُ وَ تَنۡزِعُ الۡمُلۡکَ مِمَّنۡ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنۡ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنۡ تَشَآءُ ؕ بِیَدِکَ الۡخَیۡرُ ؕ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ۝

অর্থ : বল, ‘হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’।

-[আলে-ইমরান : ২৬]

দুনিয়ার জীবনে আমরা সম্মান খুঁজি সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক, কমেন্ট, ফলোয়ার দিয়ে ; ভালো চাকরি, ভালো স্যালারি, ভালো ডিগ্রি এইসবে। প্রকৃত সম্মান কি আসলেই এসব থেকে আসে??

নাহ! প্রকৃত ইযযাত বা সম্মান আসে তাক্বওয়া, তাওয়াক্কুল, ইখলাসের মাধ্যমে সরাসরি আল-মু'ইয তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে। তিনি যাকে চান সম্মান বাড়িয়ে দেন। যেহেতু আমরা এই সিফাতটা সম্পর্কে অবগত নই তাই হয়তো আমরা দুনিয়াবি জিনিসে সম্মান খুঁজি। আফসোস আমাদের জন্য!

আমরা কখনোই দুনিয়াতে সবাইকে খুশি করতে পারবো না। সবাই আমাদেরকে সম্মান করবে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। তারপরেও আমরা দুনিয়ার ফিকির করি এবং দিনশেষে লাঞ্চিত হই। কারণ প্রকৃত যিল্লাত বা অসম্মান আসে আল-মুযিল্লু থেকে। তিনি যাকে চান অসম্মানিত করতে পারেন।
তাই খলিক্বকে বাদ দিয়ে মাখলুককে খুশি করতে চাইলে দিন শেষ অসম্মানিত হতে হবে এবং এটাই স্বাভাবিক।

ইয়া মু'ইয! যেদিন আপনার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো পরিত্রাণের জায়গা থাকবে না, যেদিন সকলকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য একত্রিত করা হবে সেদিন আপনিই আমাদের সম্মানিত করুন ইয়া রব! আমাদের কে আলোকিত ও সমুন্নত করবেন সেদিন। ইয়া মুযিল্লু! সকল অসম্মান আপনার থেকেই আসে। আপনি সেদিন আমাদেরকে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না ইয়া রফি'ই। দু'আ কবুলকারী রব আমাদের, আপনি আমাদের দু'আ কবুল করুন....

<u>اَلْمُحْصِي : اَلْمُبْدِئُ : اَلْمُعِيدُ</u>

(আল-মুহসী : আল-মুবদী : আল-মু'ঈদ)

<u>**আল-মুহসী**</u> : এর অর্থ হলো সকল সৃষ্টির ব্যাপারে যিনি অবগত। তিনি সকল সৃষ্টির ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপনীয় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতি সকল বিষয়ে অবগত এবং এগুলোর হিসাব আমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে।

এই নামটি আল-হাসীব এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই অনেক স্কলারগণ এই নামটি ৯৯ নামের তালিকায় লিপিবদ্ধ করেননি।

আল-মুবদী : আল-মুবদী অর্থ হলো সূচনাকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত কিছুর সূচনা করেন। তিনি শূন্য থেকে সব কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। সেই ক্ষমতা তাঁর আছে। যখন মহাবিশ্বের কোথাও কিছু ছিল না তখনও তিনি ছিলেন, যখন কিছু থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। উনাকে কেউ সৃষ্টি করেনি এবং সেই ক্ষমতাও কারো নেই। তিনি সবার এবং সবকিছুর সূচনাকারী। এই নামটিও সরাসরি কুরআনে আসেনি। এর কাছাকাছি অর্থ এসেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই নাম সম্পর্কে আরো ভালো ভাবে জানার তৌফিক দিন যেন আমরা শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। আল্লহুম্মা আমীন।

আল-মু'ঈদ : এর অর্থ পুনরাবৃত্তিকারী। আল-মু'ঈদ সেই সত্তা যিনি কিনা সকল সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করার সক্ষমতা রাখেন।

اَلْوَاجِدُ

(আল-ওয়াজিদ)

আল-ওয়াজিদ অর্থ অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী, যিনি কিনা জীবন যাপনের সমস্ত কিছু দিতে সক্ষম।

যে খোঁজকারী যা কিছুরই খোঁজ করছে তা সমস্ত কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে পেয়ে যাবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে যাবতীয় সকল সরঞ্জাম রয়েছে। তিনি চাইলেই আমাদের যে কোন ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।

এই নামটি সরাসরি কুরআনে আসেনি। আমরা হাদীস থেকে এই নামটি জানতে পারি। অনেক স্কলারগণ এই নামটিকে ৯৯ টি নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ইয়া ওয়াজিদ, আপনি আমাদের এমন সম্পদ দিবেন যা কিনা আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সহজ করবে এবং আখিরাতের জীবনকে আলোকিত করবে। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْمَاجِدُ</u>

(আল-মাজিদ)

আল-মাজিদ অর্থ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই নাম দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বোঝানো হয়। এই নাম দ্বারা উনার প্রশংসা ও মর্যাদা করা হয়। এই নামটিও সরাসরি কুরআন আসেনি। তাই অনেক স্কলারগণ এই নামটি ৯৯ নামের মধ্যে রাখেন না। কুরআনে বারবার مَجِيد নামটি এসেছে। দুটি নামের অর্থ প্রায় কাছাকাছি। দুটি নামই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আমরা দু'আ তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা করতে আল-মাজিদ নামটি ব্যবহার করতে পারি ইন শা আল্লাহ।

اَلمُنْتَقِمُ
(আল-মুনতাক্বিম)

আল-মুনতাক্বিম অর্থ হল প্রতিশোধ গ্রহণকারী। নামটা শুনতে কিছুটা শক্ত হলেও এ নামের মাঝেই আমাদের জন্য খইর রয়েছে।

এই নামটি কুরআনে ৩বার এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ

অর্থ : আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। -[আস-সাজদাহ : ২২]

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۙ

অর্থ : অতঃপর যদি আমি তোমাকে নিয়ে যাই, তবে নিশ্চয় আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।
-[আয-যুখরুফ : ৪১]

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰي ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

অর্থ : সেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব; নিশ্চয় আমি হব প্রতিশোধ গ্রহণকারী। -[আদ-দুখান : ১৬]

প্রতিটি আয়াত খেয়াল করলেই দেখব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণকারী হবেন পরে অপর পক্ষের করা খারাপ কাজের কারণে। এমনি এমনি না। প্রথম আয়াতেই তো বলেই দিয়েছেন যে অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং কেন সেটাও উল্লেখ করেছেন। যে অপরাধ করে তার তো শাস্তি পেতেই হবে, তাই না??

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবচেয়ে দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন। কিন্তু এটা উনার দুর্বলতা নয়। যেখানে শাস্তি প্রদান করা দরকার সেখানে অবশ্যই সেটা দেন কারণ তিনি আল-হাকাম বা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক। প্রতিশোধ গ্রহণকারী এর মানে এটা নয় যে এটি খারাপ। অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন সিফাতই নেতিবাচক নয়। যা আমরা নেতিবাচক হিসেবে দেখি সেটা আমাদেরই কামাই করা। আমরা যখন খারাপ করি যখন আমরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে যাই তখনই আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন। তার আগে নয়। আর এটা আমাদের জন্য স্বস্তিরও বটে। কারণ দুনিয়াতে কম-বেশি আমরা সবাই যুলমের শিকার হই। এর সুষ্ঠ সমাধান আমরা সব সময় দুনিয়াতে পাই না এবং পাবও না। কিন্তু আমাদের রব যিনি কিনা মুনতাক্বিম, তিনি সব জানেন এবং এর প্রতিশোধ তিনি নেন। হয়তো দুনিয়া বা আখিরাতে। কোনো অন্যায়ই বিচারহীন থাকবে না আমাদের রবের কাছে (আল্লাহু আকবার)।

আমরা অনেক সময় দেখি কিছু মানুষ যারা কিনা অনেক সহজ-সরল কিন্তু দিন শেষে তাদেরকে অন্য মানুষেরা ঠকায়। এরা হয়তো বিচার পায় না, হয়তো বিচার চায়ও না

দুনিয়ার কারো কাছে। কিন্তু আসমানের উপরে যিনি আছেন তিনি তো দেখেন। এ সকল মানুষের হয়ে তিনি প্রতিশোধ নেন সমস্ত অন্যায়ের। আমরা দুনিয়াতেও দেখি এদের বিচার হতে। তাই আমাদেরও সতর্ক হতে হবে, এমন ভাবে চলতে হবে যেন আমরা আল-মুনতাক্বিম এর এই সিফাত আমাদের উপর আরোপিত না হয় (আল্লহুম্মা আমীন)।

তিনি আমাদেরকে অবকাশ দেন ভালোর দিকে ফিরে আসার। যখন আমরা সেই সুযোগ ব্যবহার না করে অবিরত খারাপের দিকে যেতে থাকি তখন তিনি আমাদেরকে পাকড়াও করেন তার আগে নয়। আমরা যখন অন্য কোন সৃষ্টির সাথে খারাপ আচরণ করব, যুলুম করব তখনই আমরা আল্লাহর আল-মুনতাক্বিম সিফাতটি দেখব তার আগে নয়। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা যেন কখনোই এই সিফাতের সম্মুখীন না হই। আল্লাহুম্মা আমীন।

اَلمُقِيتُ : اَلمُهِيطُ : اَلوَاسِعُ

(আল-মুক্বীত : আল-মুহীত্ব : আল-ওয়াসি'ই)

আল-মুক্বীত নামটি কুরআনে ১ বার এসেছে। সূরা আন-নিসা : ৮৫ নং আয়াতে। এর অর্থ এক কথায় সবচেয়ে ক্ষমতাধর। আল-মুক্বীত হলেন এমন সত্ত্বা যিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যতোটুকু প্রয়োজন, যেভাবে প্রয়োজন তাঁর হিকমাহ ও জ্ঞানের মাধ্যমে পৌঁছে

দেন। তিনি হিফাযত করেন, যাকে যেভাবে দরকার সেভাবে দিকনির্দেশনা দেন। প্রতিটি সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি ওয়াকিবহাল।

আল-মুহীত্ব নামটি কুরআনের বিভিন্ন সূরাতে এসেছে। যেমন সূরা আলে ইমরান, আন-নিসা ইত্যাদি। এর অর্থ যিনি সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন। সবকিছুর উপর তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও রহমত রয়েছে।

আল-ওয়াসি'ই অর্থ প্রশস্ততা। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এ নাম এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই নাম ও সিফাতের প্রশস্ততা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাঁর জ্ঞান, হিকমাহ, রহমাহ, বারাকাহ, ক্ষমা, সবর সবকিছুর প্রশস্ততা এতোটা ব্যাপক যে আমরা কখনোই তা অবধারণ করতে পারব না। সূরা আল-আরাফ এর ১৫৬ নং আয়াত এর বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে :

وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْکَ ؕ قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ

অর্থ : আর আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ লিখে দিন। নিশ্চয় আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।' তিনি বললেন, 'আমি যাকে চাই তাকে আমার আযাব দেই। আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। -[আল-আরাফ : ১৫৬] ইয়া ওয়াসি'ই! হে প্রশস্তকারী রব, আপনি আমাদের জ্ঞানে, ভালো গুণে বারাকাহ ঢেলে দিন, আপনি তো আল মুক্বীত, আপনার হিকমাহ দ্বারা , শক্তি দ্বারা আমাদের ক্ষমতাশালী করুন আমরা যাতে আমরা কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। আমাদেরকে মুসলিম উম্মাহর সাহায্যকারী বানিয়ে দিন। আমাদেরকে শক্তিশালী করুন ইয়া মুহিত্....

<u>اَلْخَافِضُ : اَلرَّافِعُ</u>

(আল-খফিদ : আর-রফি'ই)

এই নাম দুটিকেও বলা হয় মুতাকাবিলাত যেটা পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু দুইটি অর্থই প্রশংসাসূচক। বিপরীত অর্থ মানে খারাপ কিছু এমন না। বারবার আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোনো নাম খারাপ সিফাত প্রকাশ করে না।

আল-খফিদ অর্থ যিনি গুণগত পরিমাণ কমাতে পারেন বা এভাবে বলা যায় যে কাফির-মুশরিকদের অপমানকারী আর আল-রফি'ই অর্থ যিনি কিনা গুণগত কাজ বা মানের পরিমাণ বাড়াতে পারেন, উন্নীতকারী।

নাম দুটি কুরআনে একসাথে একবার এসেছে সূরা আল-ওয়াক্বিয়াতে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ

অর্থ : তা কাউকে ভূলুণ্ঠিত করবে এবং কাউকে করবে সমুন্নত।
-[আল-ওয়াক্বিয়া : ০৩]

দুনিয়ার জীবনে কাফির মুশরিকরা কারো না কারো ইবাদত করে। যদিও তাদের উপাস্য সত্য না তারপরও তারা করে। এই উপাসনার গুণগত কোন মান নেই। অনেকে পূজা-অর্চনা, নানা রকম উপবাস ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ভাবে উপাসনা করে। কিন্তু দিনশেষে এগুলো কোনো কাজে আসবেনা। শেষ বিচারের দিন তারা অপমানিত হবে। কারণ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব মিথ্যা ইলাহর ইবাদত করেছিল। এই সমস্ত ইবাদতের মান হলো শূন্য। আল-খফিদ হলেন তিনি যিনি এমন মিথ্যা ইবাদত তা যত বেশি

পরিমাণের হোক না কেন এগুলোকে গণনা করবেন না, ছুড়ে ফেলবেন এবং তাদের অপদস্ত করবেন, তাদের অপমানিত করবেন। ইয়া রব! আমাদের এমন অবস্থা থেকে হিফাযত করুন। (আমীন)

আবার, আমরা দেখি অনেক অনেক ইবাদত করেন অনেক মানুষ হয়তোবা আমরাও কিছু ক্ষেত্রে যে ইবাদতে কোন ইখলাস নেই। অনেক যিকির করি মুখে কিন্তু সেটা অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। এই ইবাদতের পরিমাণ বেশি হলেও মান কম।

আবার, কেউ কেউ খুব কম আমল করেন কিন্তু সেটা পূর্ণ ইয়াকিন, ইখলাস, তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুলের সাথে করেন। এই আমল পরিমাণে কম হলেও গুনে মানে অনেক বেশি। এই যে কম আমলের মান এত বৃদ্ধি করে দেন আর-রফি'ই। কারণ তিনি কাজের বা আমলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে দেন। এটা হল আর-রফি'ই র সিফাত।

আমরা দু'আ করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে যিনি কিনা আর-রফি'ই যেন তিনি আমাদের ঈমানে, আমলে, ইখলাসে, সকল ভাল কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে দেন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلرَّشِيدُ</u>

(আর-রশীদ)

আর-রশীদ অর্থ সঠিক পথ প্রদর্শক। নামটি আল-হাদী নামের কাছাকাছি। আল-হাদী বলতে বুঝায় যিনি হিদায়েত দেন এবং আর-রশীদ হলেন যিনি কিনা সঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দেন।

এই নামটি সরাসরি কুরআনে আসেনি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়ে আমাদের সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। কোনটা জান্নাত আর কোনটা জাহান্নামের পথ তা আমাদের জানিয়েছেন। তিনি কুরআনে বলেন -

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِىۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا ؕ

অর্থ : বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।
—[আল আহ্যাব - ২১]

অর্থাৎ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসুল হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা তিনি আমাদের সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। উনার দেখানো পথই সর্বোত্তম আর এর বিপরীত পথে গেলে আমরা বিপথগামী হব।

ইয়া রশীদ, আপনি আপনার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে যে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, আমরা যেন সেই পথ ধরে জান্নাতুল ফেরদৌস পর্যন্ত পৌছাতে পারি আমাদের তৌফিক দিন ইয়া রব্বুল 'আলামীন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلصَّبُورُ

(আস-সবুর)

আস-সবুর অর্থ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ধৈর্যধারণকারী। আমরা এত এত গুনাহ করার পরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাওবাহ করার সুযোগ দেন। কারণ তিনি আস-সবুর (সুবহানআল্লাহ!)।

এই নামটি সরাসরি কুরআনে আসেনি। নামটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে নেওয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ، وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ، ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُم.«

অর্থ : কষ্টদায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর আল্লাহ তা'আলা থেকে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। মানুষ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে রিযিক দেন।

[সহীহ মুসলিম, ৪/২১৬০, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন, বাব, কষ্টদায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর আল্লাহ তা'আলা থেকে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। হাদীস নং ২৮০৪, আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।]

বিভিন্ন স্কলারগণ বলেন সবর হলো তিন প্রকার। এগুলো হলো :

১. নেক আমল জারি রাখার সবর ;

২. গুনাহ ছেড়ে থাকার সবর ;

৩. সাধারণ সবর যেটা হলো বিভিন্ন বিপদ আপদ হলে মন মতেন কিছু না হলে যে সবর করা হয় সেটা।

এই তিন ধরনের মধ্যে কোন একটা মু'মিন জীবনে ধারণ করতে পারলে জীবন অনেক ভারসাম্যময় হয়ে যাবে। যদিও প্রথম দুই ধরনের সবর জীবনে জারি রাখা কষ্টকর।

এ ব্যাপারে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো একটি হাদীস রয়েছে। রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন :

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ

অর্থ : সবর ও ধৈর্য হল আলো।
[মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২]

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যূতিময়।

হাদিস থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, যাকে সবর করার তৌফিক দেয়া হয় তাকে সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণ দেওয়া হয় (সুবহানআল্লাহ!)।
তাহলে যখন আমরা দেখব আমরা কোন ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছি তখন এই নাম ধরে দু'আ করতে পারি। সাথে সাথে অন্যকেও যখন দেখব কোন ব্যাপারে অধৈর্য হচ্ছে তখন তার নাম ধরেও আস-সবুরের কাছে দু'আ করতে পারি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিনি কিনা আস-সবুর, আমাদের সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণ যাদের দেওয়া হবে সে কাতারে শামিল করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلضَّارَّ : اَلنَّافِعُ

(আদ-দ্বর : আন-নাফি'ই)

আদ-দ্বর অর্থ ক্ষতিসাধনকারী বা শাস্তিদানের ক্ষেত্রে যিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেন।

এটি অবশ্যই নেতিবাচক কিছু না। আমরা আমাদের গুনাহ দ্বারা আমাদের নিজেদের ক্ষতি করি এবং মহান রব গুনাহের শাস্তিদানে পিছপা হবেন না। কারণ তিনি সর্বোচ্চ ন্যায় বিচারক।

এই নামটি কুরআনে সরাসরি আসেনি। তাই অনেক উলামায়ে কেরামগণ এ নামটি ৯৯ টি নামের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করেন না। কুরআনের কিছু আয়াতে এ নামটি এসেছে তবে সরাসরি নাম হিসেবে আসেনি। যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন :

اِنَّمَا النَّجْوٰي مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَاۤرِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَي اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থ : গোপন পরামর্শ তো হল মুমিনরা যাতে দুঃখ পায় সে উদ্দেশ্যে কৃত শয়তানের কুমন্ত্রণা মাত্র। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহরই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।
-[আল-মুজাদিলা : ১০]

উপরের আয়াতটি লক্ষ্য করলে আমরা দেখব যে, আল্লাহ বলছেন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারমানে ক্ষতি সাধন করার একমাত্র ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। তিনি চাইলে এটি প্রতিহত করতে পারেন তিনি চাইলে এটি বাস্তবায়ন করতে পারেন। এটি সম্পূর্ণই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইখতিয়ার। কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষতি হয় যাতে আমরা ভালোর পথে ফিরে আসি। আর কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতি হয় আমাদের শাস্তিস্বরূপ। তাই আমাদের উচিত এমন কিছু না করা যা কিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই সিফাত প্রয়োগের উপলক্ষ হবে। আমরা চেষ্টা করব সর্বদা ভালো আমলের উপর দৃঢ়পদ থাকার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তৌফিক দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

আন-নাফি'ই অর্থ কল্যাণকারী, অনুগ্রাহক, উপকারী, হিতকারী। তিনি আমাদের রব। তিনি সর্বদা আমাদের অনুগ্রহ করেন। গুনাহ করার সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। ক্ষমা করেন। সময় দেন সুযোগ দেন ভালোর দিকে ফিরে আসার। আমাদের কল্যাণ হয়ে এমন সব কিছু ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি আন-নাফি'ই।

এ নামটিও সরাসরি কুরআনে আসেনি। নাম হিসেবে না আসলেও কাজ হিসেবে এসেছে। যেমন :

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ

অর্থ : আর গবাদি পশুর ভিতরে তোমাদের জন্য আছে অবশ্যই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তাদের পেটে যা আছে তাথেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই (দুধ) আর ওতে তোমাদের জন্য আছে বহুবিধ উপকার। তোমরা তাথেকে খাও (গোশত)।

-[আল-মু'মিনুন : ২১]

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে উনার অনুগ্রহের একটি নমুনা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে গরুর পেটে থাকা রক্ত ও গোবরের মাঝখান থেকে তিনি আমাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী দুধের ব্যবস্থা করেন। খারাপ গুলো আমাদেরকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। কারণ তিনি আমাদের ভালো চান। তাই যা কিছু ভালো তিনি সেটা আমাদের জন্য ঠিক করে দেন। আমরা বুঝি না তাই খারাপের দিকে ধাবিত হই। অথচ আমাদের রব যিনি কিনা আন-নাফি'ই আমাদের জন্য কল্যাণকর সবকিছুর ব্যবস্থা করেন।

ইয়া নাফি'ই! আপনি আমাদের যে রকম দুনিয়াতে অনুগ্রহ করেন সেরকম আখিরাতেও আমাদের কল্যাণকারী হবেন। আমাদের অনুগ্রহ করে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিবেন। আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করে আপনার দিদার লাভ করার সৌভাগ্য দিবেন। আমাদের দু'আ কবুল করুন। আমীন।

<u>اَلْمَانِعُ</u>

(আল-মানী'ই)

আল-মানী'ই অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধকারী, অকল্যাণরোধক।

এই নামটিও সরাসরি কুরআনুল কারীমে আসেনি। হাদীস থেকে আমরা এ নামটি জানতে পারি। একটি দু'আতে এই নামটি এসেছে। সেটা হলো -

ا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (رواه البخاري ومسلم(

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।
হে আল্লাহ্! তুমি যে দান কর তা বন্ধ করার কেউ নেই আর তুমি যা বন্ধ রাখ তা দানকারী কেউ নেই। কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কাজে আসবে না, তোমার নিকটেই প্রকৃত সম্মান।
(বুখারী - মুসলিম)

আমাদের উপর আসা বিভিন্ন রকম বিপদ আপদ, বিভিন্ন রোগবালাই থেকে আল-মানী'ই আমাদের রক্ষা করেন। তিনি এইসব বিপদ প্রতিরোধ করেন।

ইয়া মানী'ই, আপনি আমাদের জীবনের সকল ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, রোগ-বালাইকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করুন। আমাদের নফস যেন খারাপ দিকে ধাবিত না হয় সেজন্য নফসের খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের দু'আ কবুল করুন। আল্লহুম্মা আমীন।

<u>اَلْجَلِيلُ</u>

(আল-জালীল)

আল-জালীল অর্থ পরম মর্যাদার অধিকারী, গৌরবান্বিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ৯৯টা নামের মধ্যে ৮১টা নাম সরাসরি কুরআনে এসেছে আর ১৮টা নাম নিয়ে মতভেদ আছে। আল-জালীল হলো সেই মতভেদ পূর্ণ নামগুলোর একটি। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এই নামটি আসমা উল হুসনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু কুরআনে এই নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত নেই (আল্লাহই ভালো জানেন)।

আমরা দু'আর শুরুতে এই নাম ধরে দু'আ করতে পারি যেহেতু নামটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা প্রকাশিত হয়। আমরা যত মহান রবের প্রশংসা করবো, এটা ততই আমাদের উপকারে আসবে, জান্নাতের পথ সুগম হবে, রবের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে ইন শা আল্লাহ।

ইয়া জালীল, আপনিই তো মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত। আপনি আমাদের ঈমানকে মজবুত করে জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দিন, কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিন, বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করার তৌফিক দিন যাতে আমরা মহিমান্বিত রবের সাথে সাক্ষাত করতে পারি। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْجَامِعُ

(আল-জামী'ই)

আল-জামী'ই অর্থ একত্রকারী বা জমাকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে একত্র করবেন রোজ হাশরের ময়দানে। জান্নাতী বা জাহান্নামী যেটাই হোক সকলকে তিনি একসাথে এক ময়দানে একত্র করবেন।

আমরা মানুষেরা কখনো দাওয়াত দিলে দেখা যায় কোনো না কোনো আত্মীয় বা পরিচিত আসেন না। আমাদের পক্ষে সম্ভবও কখনো শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বা পরিচিতদের একত্র করা বাকি মানুষের কথা বাদই দিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেটা করতে সক্ষম কারণ তিনি আল-জামী'ই।

এই নামটিও সরাসরি কুরআনে আসেনি। সূরা আন-নিসা : ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَ الۡكٰفِرِيۡنَ فِىۡ جَهَنَّمَ جَمِيۡعًا

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফির সকলকে জাহান্নামে একত্রিতকারী।

ইয়া জামী'ই, আমাদের রোজ হাশরের দিন শান্তির সাথে, সাফল্যের সাথে একত্রিত করুন যাতে আমরা কঠিন দিনেও সহজতা পাই। আল্লহুম্মা আমীন।

اَلْبَاقِي

(আল-বাক্বী)

আল-বাক্বী অর্থ চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর। পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা সবকিছুই শেষ হবে। সমস্ত সৃষ্টিই ধ্বংস হবে। শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিনি কিনা আল-বাক্বী চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর থাকবেন। এই নামটা আমরা উপলব্ধি করতে পারলে বুঝতে পারতাম যে কেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-ই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য রব। যার নিজের বিনাশ বা ধ্বংস হয় সে কি করে কারো রব হবে?

* এই নামটি ৯৯ টি নামের মধ্যে নেই। এটি সরাসরি কুরআনে আসেনি।

اَلْحَقُّ : اَلمُبِينُ

(আল-হাক্ব : আল-মুবীন)

আল-হাক্ব নামটি পবিত্র কুরআনে ১০ বার এসেছে। এর অর্থ মহাসত্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রব হিসেবে সত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, আইন প্রণয়নকারী অর্থাৎ প্রতিটা নাম, প্রতিটা সিফাতে তিনি সত্য। তিনি এমন যে তাঁর ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তিনি তাঁর প্রতিটা নামে, কাজে, গুণে, মানে সত্য। তিনি সত্যিকারের বাদশাহ। একমাত্র তিনিই সত্য। তাঁকে ছাড়া আর যাদের উপাসনা করা হয় সবই মিথ্যা। একটা মাছি বানানোর যোগ্যতাও তাদের নেই।

আল-মুবীন নামটি কুরআনে এসেছে একবার। আল-হাক্ক এর সাথে একত্রে সূরা আন-নূর : ২৫ নং আয়াতে। আল্লাহ সেখানে বলেন :

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

অর্থ : সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ন্যায্য প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য।
-[আন-নূর : ২৫]

এর অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট সত্য প্রকাশকারী। তিনি রব হিসেবে সুস্পষ্টভাবে সত্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ববাদ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তিনি তাঁর বান্দাদের সঠিক পথ দেখান এবং তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা খারাপ কাজ। তিনি হচ্ছেন সুস্পষ্ট মা'বুদ। আমাদের চারপাশে অজস্র প্রমাণাদি থাকার পরও যদি আমরা না বুঝি তাহলে কিভাবে হবে? তিনি এতটাই সুস্পষ্ট যে প্রতিটা নিঃশ্বাসে সেটা অনুভূত হওয়ার কথা।

আল্লাহ তা'আলার কাছে তৌফিক চাই যেন আপনি যে একমাত্র হাক্ক সেটা আমাদের নিকট এতটা সুস্পষ্ট করে দিন যেন আমাদের নফস অন্ধকারে যেতে না পারে। আমরা যেন ভয় পাই খারাপ কিছু করতে। ইয়া রব! আমাদের অন্তর আপনার তাক্বওয়ায় পরিপূর্ণ করে দিন। আল্লহুম্মা আমীন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এই কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন
(আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ)।

আমরা আমাদের রবের সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি মানে আমাদের রব আমাদের জন্য ঈমানের অর্ধেক শেখাটা সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। বাকি অর্ধেক সম্পন্ন করা এখন আমাদের দায়িত্ব। আমাদের রব আমাদের তৌফিক দিন। আমরা নাম শিখেছি, নামগুলো মুখস্থ করবো ইন শা আল্লাহ, নামগুলো সম্পর্কে জেনেছি তাই এখন থেকে সেভাবে জীবনে আমল করার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের জন্য এই রাস্তা সহজ করেছেন। বাকি পথটাও যেন সহজ করেন সে দু'আ অবশ্যই করবো ইন শা আল্লাহ।

رَبِّي يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْر

অর্থ: ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি সহজ করে দিন কঠিন করবেন না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দিন।’ (বায়হাকি কুবরা: ৭০০৩, ১১২৯৯)

اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ‘

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।’ (বুখারি: ১৪৩)

লেখাতে যা কিছু উপকারী ছিল সবই আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার থেকে আর ভুল-ত্রুটি গুলো আমার নফস ও শয়তানের তরফ থেকে।

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ

অর্থ : হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে মাফ করুন এবং তাওবাহ কবুল করুন; নিশ্চয় আপনিই তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল

-[তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৩৪]

রবের সিফাত জানার জ্ঞান যেন আমাদের ঈমানকে মজবুত করে এবং আমাদের দৃঢ়পদ রাখে এটার জন্যও দু'আও করি ইন শা আল্লাহ --

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

অর্থ : 'হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রক! আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার ইবাদতের ওপর অবিচল রাখুন।
(মুসলিম)

শেষ করবো অনেক সুন্দর একটি দু'আ দিয়ে ইন শা আল্লাহ যেটা আমরা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রিয় হাবীব, রহমাতুল্লিল 'আলামীন নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিখেছি -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِد " .

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা এবং যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা প্রার্থনা করি এবং এমন আমল করার সামর্থ্য চাই যা আপনার ভালোবাসা লাভ করা পর্যন্ত পৌছে দিবে। হে আল্লাহ! আপনার ভালোবাসাকে আমার নিজের জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন"
-[সুনান আত-তিরমিযী : ৩৪৯০]

আল্লহুম্মা আমীন।

রেফারেন্স

★ দুইজন সম্মানিতা উস্তাযার লেকচারের আলোকে লেখা হয়েছে পুরো থিসিস। একজন উস্তাযা **শায়খ আব্দুর রযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল বদর এর 'আল আসমা ওয়াস সিফাত '** কিতাবের উপর এবং আরেকজন উস্তাযা বেশকিছু কিতাবের আলোকে লেকচার দিয়েছিলেন (আল্লাহ তা'আলা উনাদের ইলমে বারাকাহ দিন এবং সমস্ত খারাপ থেকে হিফাযত করুন)

★https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=43724 এই সাইট থেকে অধিকাংশ হাদীস নেওয়া হয়েছে উদাহরণ দেওয়ার জন্য। কিছু মুসলিম বাংলা ও হিসনুল মুসলিম অ্যাপ থেকে নেওয়া হয়েছে।

★ কুরআনের আয়াতের অনুবাদ মুফতী তাক্বী উসমানী (হাফিজাহুল্লাহ) বায়ান ফাউন্ডেশন, তাইসিরুল কুরআন, মাওলানা মহিউদ্দিন খান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন - এখান থেকে যেটার বাংলা অনুবাদ ভালো মনে হয়েছে ওইটা এখানে এনেছি।